# ভারত শাসন সংস্কার আইন

অর্থাৎ

পূর্ব্বতন ১৯১৫।১৬ সালের ভারত-শাসন-আইন

ও

১৯১৯ সালে নূতন বিধিবদ্ধ ভারত-শাসন আইন এই উভয়
আইনের সরল বঙ্গানুবাদ ও তুলনা

( এবং ভারতীয় আইন সভার ও বিচার বিভাগের ক্রমবিকাশ,
ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালীর ক্রমবিকাশ, ইংলণ্ডীয়
পালিয়ামেণ্ট মহাসভার গঠন ও কার্য্য প্রণালী,
ভারত শাসনের উপর তাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব,
কিরূপে সেই কর্ত্তৃত্ব পরিচালিত হয়,
তৎসম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বিবরণ )

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী এম. এ., বি. এল.

কর্ত্তৃক অনুদিত

কলিকাতা . . . . . . ১৩২৭
৯০।২এ হ্যারিসন রোড . . . .
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স . . .

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বি, এ.
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫ ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।

# উৎসর্গ

স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি

বঙ্গ জননীর

পবিত্র চরণারবিন্দে

তাঁহারই বক্ষে, তাঁহারই স্নেহে, তাঁহারই অন্ন-জলে

পরিপুষ্ট এই সন্তান কর্তৃক ভক্তি

কৃতজ্ঞতা সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল

"যদিও মা তোর দিব্য আননে ঘেরিয়াছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

# নিবেদন

এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় "ভূমিকা"তে লিখিত হইল। জানি না যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে। ইহা লিখিবার সময় চক্ষের পীড়া ও নানারূপ অসুস্থতার জন্য ইহাতে অনেক ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলে আগামী সংস্করণে সাদরে সংশোধন করা হইবে।

মহেশপুর রাজ এষ্টেটের প্রজারক্ষক, বিদ্যোৎসাহী কুমার দেবেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ বাহাদুরই এই মহান্ গুরুতর কার্য্যে আমাকে ব্রতী হইতে প্রথমে উৎসাহিত করেন, ও তৎপরে নিয়ত উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাগজের দাম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় বাধ্য হইয়া অনেক বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠকগণের সহানুভূতি পাইলে ভবিষ্যতে তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে। এবং এই আইন সংক্রান্ত যে সকল নিয়মাবলী খুব আবশ্যক নয় বিবেচনায় এই পুস্তকে লেখা হইল না, অথবা যাহা ভবিষ্যতে প্রণীত হইবে, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে যোজিত করা হইবে।

মহেশপুর রাজবাটী
সাঁওতাল পরগণা
নভেম্বর ১৯২০ সাল

বিনীত
শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

# ভূমিকা

বিগত ১৯১৭ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসমাজ ঘোষণা করেন যে "ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলিত করা, এবং ভারত শাসন কার্য্যে ভারতবাসীকে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করাই ভারতবর্ষে ব্রিটীশ শাসনের চরমলক্ষ্য।" কিরূপে ঐ লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করতঃ রিপোর্ট দিবার জন্য ভারত সচিব শ্রীযুক্ত মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং ভারতীয় বড়লাট বাহাদুরের সহিত একত্র যোগে ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির, জনসাধারণের নেতাগণের, এবং ভারতশাসনসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ রাজপুরুষগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে যেরূপ প্রণালীতে ভারতশাসন কার্য্য পরিচালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে একটী অতি উদার, অতি বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্ট এক্ষণে "মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট" নামে সুপরিচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের নেতাগণ সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে, ও কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে ভারতবাসীর প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ জ্বলন্ত জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, উক্ত রিপোর্টের অনেক স্থানেই সেইরূপ তেজস্বীভাষায় ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার সমর্থিত হইয়াছে।

ঐই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ভারতশাসন প্রণালী সংস্কার জন্য ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় একটী আইনের পাণ্ডুলিপি ( bill ) উপ-

স্থিত করা হয়। এবং তাহার প্রত্যেক দফা তন্ন তন্ন রূপে আলোচিত ও বিচারিত হয়। ঐরূপ আলোচনা ও বিচার করিবার জন্য পালিয়ামেণ্টের "কমন্‌স্ সভা" ও "লর্ড্‌স্" সভা হইতে একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। সেই কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য এদেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ধীরপন্থী, ( moderate ) চরমপন্থী, ( Extremist ), অনুন্নত জাতি, ( depressed class ) ( Anglo-Indian ) ইউরোপীয়ান, প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের ও ভারতীয় অভিজ্ঞ রাজপুরুষগণের সম্মিলিত আলোচনার ফলে বিগত ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে Government of India Act ( যাহাকে সাধারণতঃ Reforms Act, অর্থাৎ ভারতশাসন-সংস্কার আইন বলে, উক্ত আইন ) পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় পাস হইয়া মহামহিমান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছে এবং আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারতবাসীগণ স্বদেশ শাসন কার্য্যে বিপুল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আগামী ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষে আইনসভা ও মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহামান্য সম্রাট মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্‌স্ অফ্ ওয়েল্‌স্ এদেশে আগমন করতঃ ঐ সকল আইনসভা উন্মুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নবেম্বর মাসে উপযুক্ত ভোটারগণ আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আইন সভাতে সাধারণ প্রজাবৃন্দের ভোটের দ্বারা যে সকল সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের সংখ্যা গবর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিত্ব এবং নিরঙ্কুশ শাসন অন্তর্হিত বা বহুপরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইবে। প্রজাবর্গের নির্ব্বাচিত বহুসংখ্যক প্রতিনিধির মত লইয়া তাঁহাদিগকে

কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং উপযুক্ত, তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, স্বদেশ-প্রেমিক, নিঃস্বার্থপর, উদারচেতা ও পরিণামদর্শী ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া আইন সভায় পাঠান দরকার। এই আইন দ্বারা আমরা যে সকল মূল্যবান অধিকার পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাঁহারা দেশের উপকার করিতে পারিবেন, স্বায়ত্তশাসনে ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া ভবিষ্যতে আরও উচ্চতর, আরও মূল্যবান অধিকার পাইবার পথ যাঁহারা প্রশস্ত করিয়া দিতে পারিবেন, এরূপ লোককেই নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে এই আইন দ্বারা আমরা কি বিশেষ অধিকার পাইলাম, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এবং তাহা জানিতে হইলে ইংরেজদের এদেশে আসিবার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কিরূপভাবে ভারতের শাসনকার্য্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাও জানা উচিত।

ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ সকল বিষয় অল্পাধিক পরিমাণে জানিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। বাঙ্গালার ৪।৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৬।৭ লক্ষ লোক ভোটারের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত। সামান্যরূপ বাঙ্গালাভাষা মাত্র জানেন। কিন্তু ভোটারের ক্ষমতা পরিচালন করিতে হইলে এই ভারত-ব্যাপী আইনের মর্ম্ম এবং অতীত ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিও সকলেরই বিশেষ ভাবে জানা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে আমরা এই অতীব-গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আশাকরি, যে যাহাদের জন্য ইহা লিখিত হইতেছে তাহাদের উপকারে আসিবে।

অনেকগুলি ইংরাজী শব্দের ঠিক বাঙ্গালা অনুবাদ হয় না। অনুবাদ করিতে গেলে ঠিক অর্থ প্রকাশ হয় না। অথচ তাহা এখন জন সাধা-রণের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, অথবা অল্পদিন পরেই হইবে

যথা, পার্লিয়ামেন্ট, ইণ্ডিয়া কাউনসিল, জুডিসিয়ালকমিটী, কমিসনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইলেকটর, ইলেকসন, ভোটার, এজেণ্ট, কনষ্টিটুয়েন্সী, ইত্যাদি। আমরা সে সকল স্থলে ইংরাজী শব্দই বাঙ্গালা অক্ষরে ব্যবহার করিব।

# অবতরণিকা

বহু প্রাচীনকাল হইতে ইউরোপবাসীগণের নিকট ভারতবর্ষের নাম বিদিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটস, জিনোফন প্রভৃতির গ্রন্থে ভারতবর্ষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যরাজ দরায়ুস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাবের কতক অংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তৎকালে পারস্যের সহিত গ্রীস ও অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া সেই সূত্রে ভারতবর্ষের নামও তত্তৎ দেশে প্রচারিত ও বিখ্যাত হয়।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩২৩ অব্দে গ্রীসের উত্তরবর্ত্তী ম্যাসিডোনিয়ার রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া এসিয়া মাইনর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পারস্য, আফগানিস্তান ও বাকৃট্রিয়া ( বর্ত্তমান তুর্কীস্তান ) জয় করেন, ও পরে সিন্ধু নদ পার হইয়া তক্ষশীলার রাজা পুরুকে পরাজিত করতঃ পঞ্জাবের কতক অংশ অধিকার করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তৎসমস্তই ( অর্থাৎ জলবায়ু, ধন, ঐশ্বর্য্য, অধিবাসীগণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিকপদ্ধতি, রাজনীতি, রাজশাসন প্রণালী ) ইত্যাদি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠে আমরা ঐ সকল বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি।

পঞ্জাবজয়ের পর তাঁহার সৈন্যগণ আর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া সুপ্রসিদ্ধ মগধরাজ্য আক্রমণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি সিন্ধুনদ বহিয়া করাচীর নিকট আরব সাগরে পৌছিলেন, এবং তথায় তাঁহার

সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করতঃ একভাগ সেনানী নিয়ার্কসের অধীনে জাহাজে করিয়া জলপথে আরবসাগর, পারস্য উপসাগর, টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করতঃ বেবিলন নগরে যাইতে আদেশ করিলেন। এবং নিজে অপর ভাগ লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্থান ও পারস্যের দক্ষিণস্থ মরুপ্রদেশ দিয়া বহুকষ্টে বেবিলন নগরে পৌঁছিলেন। তথায় কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে এদেশ হইতে জাহাজে করিয়া আরব সাগর পার হইয়া পারস্যউপসাগরে প্রবেশ করা, এবং বসোরা, বাগদাদ, বেবিলন প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরে যাতায়াত করা তৎকালীন ভারতীয় নাবিকগণের নিকট অজ্ঞাত বা কঠিন ছিল না। কারণ সেরূপ হইলে বিচক্ষণ আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যদিগকে এরূপে জাহাজে করিয়া অপরিচিত সমুদ্রপথে পাঠাইতে সাহস করিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তত প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ পরস্পরের নিকট পরিচিত ও নৌবাণিজ্য দ্বারা আবদ্ধ ছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সকল তথায় প্রেরিত হইত, এবং বিপুললাভে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক-দিগের নিকট বিক্রীত হইত। সুপ্রসিদ্ধ আরব্যোপন্যাসে ইহার বিস্তর উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কালক্রমে এই সকল দেশবাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই জানিবেন, যে প্রথম হইতেই মুসলমানদের সহিত ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ানগণের দারুণ সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। নবধর্ম্মের তেজে তেজস্বী মুসলমান সেনানীগণ মহাত্মা হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর শতবর্ষ যাইতে না যাইতে এসিয়ার সমস্ত পশ্চিমাংশ, আফ্রিকার সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর অংশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন; স্পেনে, গ্রীসে এবং অষ্ট্রিয়া,

হঙ্গেরীর কতকঅংশ, ককেসিয়া, জর্জ্জিয়া, আর্ম্মিনিয়া প্রদেশে তাঁহাদের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। ইউরোপের খৃষ্টিয়ান রাজন্যবর্গ মুসলমান—প্রতাপে কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং নিয়ত খৃষ্টিয়ান-মুসলমান সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

এ অবস্থায় মুসলমানশাসনাধীন আরব পারস্য মিসর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভারতীয় পণ্য পৌঁছিত, তাহা যে মুসলমান বণিকগণ অতি উচ্চলাভে ইউরোপীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইউরোপীয় বণিকগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কিরূপে তাঁহারা মুসলমান শাসনাধীন দেশের মধ্য দিয়া না গিয়াও ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারেন। এবং তথা হইতে সাক্ষাৎভাবে পণ্যাদি ইউরোপে আনিতে পারেন।

এই চিন্তা করিতে করিতে জেনোয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নাবিক খ্রীষ্টোফার কলম্বসের মনে উদয় হইল যে ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম-দিকে যে আটলাণ্টিক মহাসাগর অনন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা বাহিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে গেলেই তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারিবেন। কারণ, যদি পৃথিবী গোলাকৃতি হয়, তবে ইউরোপ হইতে বরাবর পশ্চিম-দিকে গেলে তিনি অবশ্যই ঘুরিয়া ইউরোপের পূর্ব্বদিকস্থ ভারতবর্ষে উপনীত হইবেন। বলা বাহুল্য যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পারে যে আবার একটী মহাদেশ আছে, তাহা তৎকালীন ইউরোপীয় বা এসিয়াবাসী কেহই জানিত না।

স্পেনরাজ আল্‌ফন্‌সো ও রাজ্ঞী ইসাবেলার সাহায্যে ৩ খানি জাহাজ লইয়া ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস আটলাণ্টিক বাহিয়া পশ্চিমদিকে চলিলেন, এবং মহাসাগর পারে একটী স্থলভাগে পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি ভারতবর্ষে, অন্ততঃপক্ষে এসিয়ার পূর্ব্বকূলে

কোন দেশে পৌঁছিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এইজন্য এখনও আমেরিকার পূর্ব্বসাগরস্থ দ্বীপগুলিকে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ( West Indies ) বলে, এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণকে "রক্তবর্ণ ভারতবাসী" ( Red Indian ) বলে।

যাহা হউক কিছুদিন পরে এই ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য নাবিকেরা আমেরিকার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন যে ইহা অপর একটা মহাদ্বীপ বা মহাদেশ, ভারতবর্ষ নহে। দেখিলেন যে এই মহাদেশের পশ্চিমাংশেও আবার একটা অনন্ত মহাসাগর রহিয়াছে। ইহার পারে হয়তো এসিয়া বা ভারতবর্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু এপথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন একপ্রকার অসম্ভব। তখন তাঁহারা আবার ইউরোপ হইতে ভারতে পৌঁছিবার সুগম পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কোডিগামা নামে জনৈক পর্টুগীজ নাবিক কয়খানি জাহাজ লইয়া পর্টুগাল হইতে রওনা হইলেন এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া দক্ষিণদিকে গমন করতঃ আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণপ্রান্তস্থ ঝটিকাময় উত্তমাশা অন্তরীপ ( Cape of Good Hope ) লঙ্ঘন করিলেন। তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে গমন করতঃ ভারতমহাসাগর পার হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিলেন। তথায় কালিকটের রাজা জেমোরিণকে বিপুল উপহার দিয়া পর্টুগালের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এইরূপে ইউরোপের সহিত ভারতের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, অর্থাৎ মুসলমান শাসনাধীন আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশের বণিকদের হাত দিয়া ক্রয়-বিক্রয় না করিয়া ইউরোপ হইতে বরাবর ভারতে পণ্যদ্রব্য আনয়ন বা প্রেরণের পথ উন্মুক্ত হইল।

পর্টুগিজদের দেখাদেখি স্পেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের

বণিকগণও ভারতে আসিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আসিলেন ইংরাজ। কিন্তু ইঁহারাই ভারতে রহিয়া গেলেন।

যখন মোগল কুলতিলক আকবর বাদসাহ প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিযাছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে, সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে একটী ইংরাজ কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার ( সনন্দ ) লাভ করিলেন। এই কোম্পানীই বিখ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ইঁহারা প্রথমে সুরাটে, পরে ক্রমশঃ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ও বাঙ্গালা প্রদেশে কুঠী স্থাপন করেন ও এদেশ হইতে জিনিষ কিনিয়া ইউরোপে ও ইউরোপ হইতে পণ্যাদি আনিয়া ভারতে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন।

কালক্রমে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ক্ষয় পাইয়া আসিল। বাদসাহগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের নিযুক্ত সুবাদারগণ নামে মাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেও, প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব সুবেদারীতে স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ভারতে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা বিরাজিত ছিল। একজন রাজা প্রতিবেশী অপর রাজাদের সহিত নিয়তই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। সেই সময়ে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিকদল দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এক রাজার বিরুদ্ধে অপর রাজাকে সাহায্য করিয়া ক্রমশঃ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লইলেন, এবং পরে বাঙ্গালাতেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মীরজাফরকে সাহায্য করিয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে পরাস্ত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীর বাদসাহ সাহআলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করতঃ ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের সূচনা করিলেন। ইহার পর তাঁহারা ধীরে ধীরে আশে-

পাশের ভারতীয় রাজা বা সামন্তগণের মধ্যে কাহারও রাজ্য অধিকার দ্বারা, কাহারও সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভারতে বিপুল প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। এ সমস্ত ইতিহাসের তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইতিহাস পাঠ করিবেন। ভারতব্যাপী অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান যে ইংরাজ কোম্পানীকে এদেশে ধীরে ধীরে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা আনিয়াছেন তাহারও বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ অন্য ইতিহাসে পাঠ করিবেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র কয়েকটী প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১৭৫৭ সালের ১৮ই জুন তারিখে পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া যে সকল ইংরাজ মীরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র লর্ড ক্লাইভ ভিন্ন অপর কেহই দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ বা দেশশাসক ছিলেন না। তাঁহারা তৎকালীন ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠীর কুঠিয়াল সাহেব মাত্র ছিলেন, কিসে কোম্পানীর ব্যবসায়ে লাভ হইবে, অথবা নিজেরা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। সেই জন্য তাঁহারা দেশশাসন অপেক্ষা দেশ শোষনেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্লাইভ যখন দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ কোম্পানীর নামে লাভ করিলেন, তাহার পর হইতে অনেক ইংরাজ বাঙ্গালার নানা স্থানে কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বনিকবৃত্তিসম্পন্ন বা কেরাণীজীবি ছিলেন। এখনকার কালে যেমন বিস্তর পুস্তকপাঠ করিয়া কঠিন সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতা লাভ করতঃ

জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বা কলেকটর হইতে হয়, সেই সকল নবনিযুক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ যোগ্যতা বা শিক্ষা কিছুই ছিল না বলিলেও হয়। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা যে নানারূপ যথেচ্ছাচার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল, ও দেশবাসীগণ নানারূপে প্রপীড়িত হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করতঃ নিয়ম শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট ১৭৭২ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ১৫৮৭ সালে ভারতে ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হইল, তখন তাহাতে চমকিত হইয়া ইংলণ্ডীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ বুঝিলেন যে এতবড় একটী বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের ভার একটী বণিকদলের উপর আর রাখা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ১৮৫৮ সালের ২রা নবেম্বর তারিখের প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্র দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট এই দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু আজিও সাধারণ লোকে "কোম্পানির মুল্লুক," "কোম্পানির কাজ," ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই বণিকদল কিরূপে ক্রমে ক্রমে বিশাল রাজশক্তি লাভ করিল, তাহা আমাদের বর্ণনীয় বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহাদের প্রাথমিক আইন কানুন হইতে কিরূপে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকসভা প্রভৃতির ক্রমবিকাশ হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। কারণ তাহা না করিলে বর্ত্তমান রিফর্ম আইনের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

# ভারত শাসন সংস্কার আইন

## বিচার বিভাগের এবং আইনসভার ক্রমবিকাশ।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে সমস্ত আইন কানুন প্রচলিত আছে, তাহা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ ভারত-জাত। যথা :—হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীগণের উত্তরাধিকার, বিবাহ, দেবোত্তর, ওয়াফ ( wakf, অর্থাৎ মুসলমান শাস্ত্রানুসারে সাধারণ হিতকর বা ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষে সম্পত্তি উৎসর্গ করার ) আইন ইত্যাদি। এ সকল আইন হিন্দুমুসলমান প্রভৃতির স্ব স্ব শাস্ত্রানুসারে যুগযুগান্ত হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। নীতি বা ধর্ম্মবিগর্হিত না হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ভারতীয় আইনের অপর ভাগ ইংলণ্ড হইতে আনীত, এবং স্থান-কাল পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। যথা :—মিউনিসিপ্যাল আইন, কনট্রাক্ট আইন, উইল ও প্রোবেট সম্বন্ধীয় আইন, জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী বা ইনসিওর‍্যান্স সম্বন্ধীয় আইন, ইত্যাদি।

যে সময়ে ইংরাজগণ বণিকবেশে এদেশে আসেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ইংলণ্ডীয় আইন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং কুঠীর এলাকা

মধ্যে নিজেরা সেই আইন দ্বারা শাসিত হইতেন। রাণী এলিজাবেথ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৫৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তদনুসারে—

"The Company was authorised to make laws, constitutions, orders, and ordinances, not repugnant to English laws, for the good Government of the Company and its affairs."

অর্থাৎ—"কোম্পানির কার্য্য সুশাসিত করিবার জন্য, ইংলণ্ডীয় আইনের বিরোধী নয়, এরূপ ন্যায়সঙ্গত আইন, বিধি, বা কার্য্যপ্রণালী, এই কোম্পানি প্রণয়ণ করিতে পারিবেন।"

রাণী এলিজাবেথের পরবর্ত্তী ইংলণ্ডীয় রাজাগণ ঐ সনন্দ পুনঃপ্রদান ( ren w ) করিবার সময় উক্তরূপ অধিকার পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ অধিকারের বলে কোম্পানীর ভারতীয় কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বপ্রথমে কি কি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তাহা কেবলমাত্র কোম্পানির কুঠীর কর্ম্মচারীর উপর প্রযুজ্য ছিল, কারণ তৎকালে ভারতে মোগলশাসন, রাজপুত শাসন, মাহরাট্টা শাসন, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, হিন্দু আইন, মুসলমান আইন প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের কুঠীর সীমার বাহিরে, তাঁহাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না, অপর ভারতবাসীর উপর কোনও আইন তাঁহারা জারী করিতে পারিতেন না।

বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করিবার পর তাঁহারা কোন কোন বাদসাহ বা সুবেদারের প্রীতিভাজন হইয়া কুঠীর আশেপাশে দুই একটী গ্রাম বা মৌজা পত্তনি বন্দোবস্ত পাইলেন। তখন কুঠীর হাতার বাহিরেও আইনজারী করার দরকার হইয়া পড়িল। সুতরাং ১৭২৬ সালে ইংলণ্ডীয় রাজা

প্রথমজর্জ্জ একটী সনন্দ দ্বারা কোম্পানীর বাঙ্গালা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কুঠীর অধ্যক্ষদের ( অর্থাৎ গবর্ণর ) উপর ক্ষমতা দিলেন যে :—

"They were invested with power to make, constitute, and ordain bye-laws, rules, and ordinances for the good Government and regulation of the several corporations thereby created, and of the inhabitants of the several towns, places, and factories aforesaid, respectively."

অর্থাৎ—"তাঁহারা ( গবর্ণরেরা ) তাঁহাদের অধীনস্থ গ্রাম, সহর, ও কুঠীর, ও তত্রত্য অধিবাসীগণের সুশাসনের জন্য আইন কানুন বা বিধি প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে পারিবেন।"

এই সনন্দের ক্ষমতাবলে বাঙ্গালা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কুঠীর গভর্ণরগণ স্ব স্ব এলাকার কুঠীর বা কর্ম্মচারীদের জন্য আইন কানুন বিধি প্রণয়ন করিতে থাকেন বলিয়া দেখা যায়। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন ছিলেন, কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না, তবে সকলেই কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টরগণের অধীন ছিলেন। এবং ডাইরেক্টরগণ ইংলণ্ডীয় রাজার ও পার্লিয়ামেন্টের অধীন ছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের যা কিছু ক্ষমতা বা অধিকার লভ্য ছিল।

১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত বাঙ্গালার কুঠীর কর্ম্মচারীদের নানাকারণে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে নবাব সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। পর বৎসরে মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন গোরা, সিপাহী, ও নৌসৈন্য সহ আসিয়া তাহা পুনরাধিকার করিলেন, ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় ফরাসী ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিলেন, এবং

পরে পলাসীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিয়া মীরজাফরকে নবাবী প্রদান করিলেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানির ছোটবড় সকল কর্ম্মচারী ও সৈনিক নূতন নবাবের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ পাইলেন। ও ইংরাজ কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক সুবিধা ও অধিকার পাইলেন। কিন্তু দেশশাসন, আইনকানুন প্রণয়ন, ইত্যাদির ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ নবাবের উপরেই রহিল। এক নবাবের বিরুদ্ধে আর এক নবাবকে সাহায্য করিয়া নিজেদের ও কোম্পানির ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া লওয়াই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে বা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিবার কল্পনা এখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে ক্লাইভ বিলাতে ফিরিয়া গেলে কোম্পানীর অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারীগণ নবাব মীরজাফরের অকর্ম্মণ্যতা দৃষ্টে ও তাঁহার জামাতা মীরকাশিমের উৎকোচে বশীভূত হইয়া মীরকাশিমকে নবাব করিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন যে তিনি নামে মাত্র নবাব। ইংরাজ তাঁহার প্রজা হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রভু। পদে পদে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, অসহ্য হওয়ায় তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন ও ইংরেজের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন কিন্তু প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। শেষে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফকিরী লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইংরাজেরা আবার অহিফেনুসেবী অকর্ম্মণ্য মীরজাফরকে নবাব করিয়া দিয়া তাঁহার নামে দেশশাসন বা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডীয় মালিকগণ তাঁহাদের ভারতীয় কর্ম্মচারীগণকে এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়া চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ব্যবসাদার, তাঁহারা চান লাভের টাকা, ব্যবসার উন্নতি। এসব যুদ্ধবিগ্রহ কেন? রাজত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা

তাঁহারা করিতেছিলেন না। সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ গোলযোগ মিটাইয়া শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করতঃ যাহাতে টাকা আসে, সেরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা ক্লাইভ (এই সময়ে লর্ড ক্লাইভ) কে আবার ভারতে পাঠাইলেন।

তিনি আসিয়া দেখিলেন যে দেশ একপ্রকার অরাজক। নবাবের ক্ষমতা এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, কোন আইনের বশে কেহ চলিতেছে না, কোম্পানীর কুঠীর কর্ম্মচারীগণ এক নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অপরকে নবাব করতঃ উদ্ধত দাম্ভিকভাবে দেশে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের ভয়ে নবাবের কর্ম্মচারীগণ সন্ত্রস্ত, স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিতে সাহসী হইতেছে না, যে যেদিকে পারে অত্যাচার করিতেছে। তখন এই বিচক্ষণ পুরুষ স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। বুঝিলেন যে এদেশে ইংরেজদিগকে রাজত্বই করিতে হইবে।

দিল্লীর বাদসাহদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইবার পর যদিও মুর্শিদাবাদের নবাবগণ কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আইনের চক্ষে (theoretically) দিল্লীর বাদসাহের সুবেদার মাত্র ছিলেন। সাহ আলমনামা আকবরের জনৈক বংশধর বাদসাহ নাম লইয়া দিল্লীতে ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার উজীর, ও সেনাপতিদের হাতের খেলার পুতুল ছিলেন। তবুও "দিল্লীর বাদসাহ" এই নামের মোহিনীশক্তি তখনও বর্ত্তমান ছিল।

লর্ড ক্লাইভ এই ক্রীড়াপুত্তলির সহিত এলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। এবং প্রাচ্যপ্রথা অনুসারে প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া ও নজর দিয়া ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা—বিহার—উড়িষ্যার দেওয়ানী পদের সনন্দ কোম্পানীর নামে গ্রহণ করিলেন। এই দিন ভারত ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ দিন। কারণ এইদিন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া

কোম্পানি দীল্লির বাদসাহের দেওয়ান হইয়া তৎকাল প্রচলিত আইন ও প্রথা অনুসারে এই প্রদেশের রাজস্ব আদায়ে প্রজাশাসনে ও আইন প্রণয়ণে বৈধভাবে অধিকারী হইলেন। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি বাদসাহ্ সাহ আলমের প্রদত্ত এই সনন্দের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রধান কার্য্য শেষ করিয়া লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের দৌরাত্ম্য উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি নিবারণকল্পে, এবং শাসন সৌকর্য্যার্থে নানারূপ বিধি প্রণয়ণ করিলেন ও ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে ১৭৭২ সালে সুপ্রসিদ্ধ ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বাঙ্গালায় গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। এবং বাদসাহের প্রদত্ত সনন্দবলে দেশের নানাস্থানে বিচার ও রাজস্ব সম্পর্কীয় আফিস আদালত স্থাপন করিলেন। তথায় হিন্দু ও মুসলমান স্বস্ব শাস্ত্রানুযায়ী আইন ও বিধি অনুসারে বিচারপ্রাপ্ত হইতেন। এই সকল আদালত ইংলণ্ডীয় রাজার বা পালিয়ামেণ্টের প্রদত্ত কোনও ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নবাবী আমলের আদালতের আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল।

যাহা হউক এই সময়ে ইংলণ্ডীয় রাজা, মন্ত্রিসভা ও পালিয়ামেণ্ট দেখিলেন যে তাঁহাদের অধীনস্থ কয়েকজন প্রজা সুদূরদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া এক বিশাল রাজত্বশাসনের ভার লইয়া বসিয়াছে। ইঁহারা বাদশাহী সনন্দবলে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেও ইংরাজ রাজ্যের প্রজা ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। ইংলণ্ডীয় রাজার সনন্দেই তাঁহাদের অস্তিত্ব। সুতরাং তাঁহাদের সকল কার্য্য নিয়মিত করার জন্য রাজার ও পার্লিয়ামেণ্টের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার কাহিনী ও দেশের দুর্দ্দশার কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। অতএব ১৭৭৩ সালে রেগুলেটীং এক্ট (Regulating Act) নামে একটী আইন পালিয়ামেণ্ট সভায় বিধিবদ্ধ

হইল। এই আইন দ্বারা কোম্পানির গবর্ণর ও কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হইল, বাঙ্গালার গবর্ণরের নাম হইল গবর্ণর জেনারেল, এবং মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের গবর্ণরদ্বয় তাঁহার অধীন হইলেন। গবর্ণর জেনারেল একাকী কোনও কার্য্য করিতে পারিবেন না, একটী কাউনসিল গঠিত হইয়া তাহার সভ্যগণের অধিকাংশের মতে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। এই সভার সভ্যগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। *

কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামে একটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইল। স্বয়ং ইংলণ্ডীয় রাজা সেই আদালতের বিচারকগণকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। ইঁহাদের উপর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর এমন কি গবর্ণর জেনারেলের পর্য্যন্ত কোনও ক্ষমতা বা প্রভুত্ব থাকিবে না। বরং ইঁহারাই এদেশস্থ সমস্ত দেশীয় বা ইংরাজ অধিবাসীর ও কর্ম্মচারীর উপর বিচার ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে ইতিপূর্ব্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের নানাস্থানে নবাবী আমলের আদালত সকলের অনুকরণে আদালত স্থাপিত করিয়াছিলেন, অথবা সাবেক মুসলমানী আদালতগুলিকে ইংরাজি আদালতে পরিণত করিতেছিলেন। সুপ্রীমকোর্ট সেই সকল মফস্বল আদালতের কার্য্য পরিচালনার ও তৎ তৎ আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। † এবং কলিকাতার সীমানাভুক্ত স্থানের আদিম মকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পাইলেন। ‡

* এক্ষণে ভারতের গবর্ণর জেনারেল ও গবর্ণরদের যে একজিকিউটিভ কাউনসিল আছে, তাহা এই কাউনসিলেরই ক্রমবিকাশ মাত্র।

† (১) ইহাকেই এক্ষণে হাইকোর্টের Appellate jurisdiction বলিয়া থাকে।

‡ (১) ইহাকেই এক্ষণে হাইকোর্টের Original jurisdiction বলিয়া থাকে।

আজিও এই সীমার মধ্যে ৫০০০৲ টাকার অধিক দাবীর দেওয়ানী মকদ্দমা, বিচার করিবার জন্য একজন দেওয়ানী বিচারক, ও দায়রার মকদ্দমা বিচার করিবার জন্য জুরী সহ একজন ফৌজদারী বিচারক বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন। হাইকোর্টের এই আদিম বিভাগের কার্য্যবিধি আজিও ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ইংলণ্ডীয় প্রণালী অনুসারে আজিও এটর্ণি ব্যারিষ্টার দ্বারা কার্য্য চলিয়া থাকে, উকীলদের প্রবেশাধিকার নাই।

এইরূপে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু সত্বরই ইহার বিচারকদের সহিত গবর্ণর জেনারেলের এবং কোম্পানির নিয়োজিত সকল কর্ম্মচারীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। জজেরা স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত, কোম্পানির কর্ম্মচারীদের দৌরাত্ম্য যথেচ্ছাচারিতা নিবারণের জন্যই এদেশে আসিয়াছেন, এই ভাব লইয়াই তাঁহারা কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা কোম্পানির নিয়োজিত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচারী মায় জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কলেকটরদিগকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমগ্র দেশে সুপ্রীমকোর্টের পরোয়ানা জারি করিতে লাগিলেন, জমিদার ইজারাদার, জজ, কলেকটর, উচ্চ নীচ, সম্ভ্রান্ত, ইতর, যাহার বিরুদ্ধেই সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ হইত, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হইতে লাগিল। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে তৎকালে কারারুদ্ধ করা হইত। তাহাদের পক্ষে সুপ্রীমকোর্টে দরখাস্ত পড়িলেই জজেরা ইংলণ্ডীয় Habeas Corpus Act এর বিধান প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া সুপ্রীমকোর্টে হাজীর জন্য পরোয়ানা জারী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব স্থাপিত মফস্বলের দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত গুলির আইন সঙ্গতরূপে কোনরূপ বিচার ক্ষমতা নাই, তাহাদের কার্য্য বেআইনী, একমাত্র সুপ্রীমকোর্টই আইন অনুসারে স্থাপিত আদালত, এই অভিমত প্রচারিত হইতে লাগিল।

ইংলণ্ডীয় আইন সকলকে আদর্শ করিয়া দেওয়ানী ফৌজদারী কার্য্যবিধি ( Procedure ) প্রচলিত হইল। এই কার্য্য বিধি সম্বন্ধে তখন এদেশের লোকের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, * সুতরাং সকলেই চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ইহার জজেরা ইংলণ্ডীয় আইনের আদর্শে এ দেশের জন্য আইন ও কার্য্যবিধি প্রণয়ণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায় প্রতিপদেই গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার অধীনস্থ সর্ব্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। সাত বৎসর ধরিয়া এই সংঘর্ষ চলিল।

কিন্তু একই দেশে এরূপ দুইটী স্বাধীন শক্তি থাকিতে পারে না বলিয়া ১৭৮০—৮১ সালে পালিয়ামেণ্ট হইতে একটি সংশোধিনী আইন ( Amending Act ) পাস হইল। তদ্বারা গবর্ণরজেনারেল ও তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য সুপ্রীমকোর্টের বিচারাধীন হইবেন না, সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারেল বাঙ্গালার মফস্বলের জন্য আইন কানুন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তাহাকে সুপ্রীমকোর্টের মতামত লইতে হইবে না, এই সুপ্রীমকোর্ট সেই আইনকানুন অনুসারে মফস্বলের আপীল মকদ্দমার বিচার করিবেন, এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইন অনুসারে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল যে সকল আইনকানুন এদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন সেই সকলকে "রেগুলেশন" ( Regulation ) বলে। ( যথা বঙ্গীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনকে ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন বলে, বাকী খাজানার দায়ে পত্তনি বিক্রয় সম্পর্কীয় আইনকে ১৮১৯ সালের অষ্টম রেগুলেশন বলে, ইত্যাদি )

* আজিও কলিকাতা ভিন্ন মফস্বলের লোকের এমন্ কি অনেক অভিজ্ঞ উকীলদের পর্য্যন্ত High court এর আদিমবিভাগের ( Original jurisdiction ) procedure সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নাই।

আর ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারেল যে সকল রেগুলেশন প্রণয়ণ করিবেন, তদনুসারে প্রণয়ণের তারিখ হইতে কার্য্য হইতে থাকিবে, কিন্তু তাহার এক প্রস্থ নকল ইংলণ্ডে কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেকটরকে, ও আর একপ্রস্থ নকল ইংলণ্ডীয় ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ডেশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহা রদ বাতিল, সংশোধিত, বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন কিন্তু যদি দুই বৎসরের মধ্যে কিছু না করেন, তবে তাহা স্থায়ী আইন হইবে। *

রেগুলেটীং এক্‌টের দ্বারা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল আইন প্রণয়ণ ও দেশ শাসনের ভার ও ক্ষমতা পাইলেন, সুপ্রীমকোট কেবল মাত্র সেই আইন অনুসারে বিচার করিয়া যাইবেন, এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। সুতরাং জজেদের সহিত কোম্পানির কর্ম্মচারীদের সংঘর্ষের কারণ আর রহিল না।

পার্লিয়ামেন্টের দ্বারা ১৮০০ সালে বিধিবদ্ধ একটী আইন দ্বারা মান্দ্রাজ সুপ্রীমকোট, এবং ১৮২৩ সালে বিধিবদ্ধ অপর একটী আইন দ্বারা বোম্বাই সুপ্রীমকোট স্থাপিত হইল।

তৎপরে ১৮৬১ সালে Indian High Courts Act দ্বারা কলিকাতা মান্দ্রাজ ওবোম্বাইয়ের সুপ্রীমকোর্ট গুলি উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে বর্ত্তমান হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। নিয়ম হইল যে প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন চীফজষ্টিশ, ও ১৪ জনের অনধিক জজ থাকিবেন। চিফজষ্টিশ বিলাতী ব্যারিষ্টার হইবেন। ও অপর জজদের ⅓ অংশও ব্যারিষ্টার হইবেন। ⅓ অংশ সিভিলসার্ভাণ্টদের মধ্য হইতে এবং বাকী ⅓ অংশ উকীল, সবজজ,

* সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের আইন প্রণয়ণের এই ক্ষমতা ইদানীং Legislative council এর হস্তে ছিল। বর্ত্তমান Reforms Act দ্বারা তাহা Indian Legislative Assemly ও Council of State এর উপর বিন্যস্ত হইয়াছে।

সেসন জজ, ইত্যাদির মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন। হাইকোর্ট মফস্বল আদালতের কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ করিয়া দিবেন, তাহা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তাহাদের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবেন।

এইরূপে ভারতে হাইকোর্টের সৃষ্টি হইল, যাহার সুবিচার সম্বন্ধে দেশীয় লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অবিশ্বাস নাই। তাহার জজগণের তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা, বিচার দক্ষতা অতি প্রশংসীয়, অনিন্দ্যনীয়।

তাহার ৫০ বৎসরের পর ১৯১১ সালের Indian High Courts Act দ্বারা হাইকোর্টের জজ সংখ্যা ১৫. হইতে ২০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এবং কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই এই তিনটী হাইকোর্ট ভিন্ন আরও অন্য স্থানে হাইকোর্ট স্থাপিত হইতে পারিবে, তাহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে ১৯১২ সালে পাটনাতে একটী নূতন হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে, এবং লাহোরের চিফকোর্ট সম্প্রতি হাইকোর্ট পরিণত হইয়াছে। *

এতক্ষণ আমরা বিচার বিভাগের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। অতঃপর ভারতীয় আইন সভাগুলির ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৭৭৩ সালের Regulating Act অনুসারে কোম্পানির বাঙ্গালার কুটীর অধ্যক্ষ গবর্ণর জেনারেল নাম প্রাপ্ত হইলেন,

* চীফকোর্ট ও হাইকোর্টে বিশেষ প্রভেদ এই যে হাইকোর্ট পার্লিয়ামেণ্টে আইন অনুসারে স্থাপিত, তাহার জজগণ ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত, তাঁহাদের উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব নাই। কিন্তু চীফকোর্ট কোর্ট অফ রেকর্ড, জুডিসিয়াল কমিসনারের কোর্ট প্রভৃতির জজগণ গবর্ণরজেনারেল দ্বারা অপসারিত হইতেও পারেন। সুতরাং বেশী তেজস্বী, নির্ভীক হইবার সুযোগ পান না।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহার অধীন হইলেন, এবং গবর্ণর জেনারেল একাকী কিছু করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত একটী কাউনসিলের সভ্যগণের অধিকাংশের মতে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে, এই সভার সভাগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। ১৭৮০।৮১ সালের Amending Act অনুসারে গবর্ণর জেনাবেল এই সভার দ্বারা মফস্বলের জন্য আইন কানুন প্রণয়ণ করিতে পারিবেন এবং সুপ্রীমকোর্ট ও মফস্বল আদালতগুলি সেই আইনানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

এই দুই আইন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে এক্ষণে যেমন বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের একটী করিয়া একজিকিউটিভ কাউনসিল ও একটী আইন সভা (অর্থাৎ Le islative Council) আছে, প্রথম অবস্থায় তাহা ছিল না। গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউনসিলের ৩ জন মেম্বর আইনকানুন প্রণয়ন (Legislative works) করিতেন, এবং শাসন কার্য্যও (Executive works) করিতেন। ১৭৮০।৮১ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত প্রায় এই ভাবেই কার্য্য চলিয়াছিল। এই আইনের বলে সকৌন্সিল বড়লাট যে সকল আইন পাস করিয়াছিলেন তাহা Regulation নামে পরিচিত।

১৮৩৩ সালে পালিয়ামেণ্ট হইতে "চার্টার একট্" নামে এক আইন পাস হইল। তদ্বারা গবর্ণর জেনারেলের কাউনসিলে পূর্ব্বোক্ত ৩ জন ভিন্ন আর একজন অতিরিক্ত (Extraordinary) মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার নাম হইল "ল" মেম্বর বা আইন-সচিব। কোম্পানির বেতনভোগী নহেন, এরূপ লোকের মধ্য হইতে ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদন ক্রমে ডাইরেক্টরগণ এই আইন সচিব নিযুক্ত করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা হইল। বড়লাটের কাউনসিলের যে অধিবেশনে কোনও আইন আলোচিত বা পাস হইবে, কেবল সেই অধিবেশনেই ইনি বসিতে ও ভোট দিতে

পারিবেন, কিন্তু অন্য কোনও অধিবেশনে তাঁহার উপস্থিত হইবার বা ভোট দিবার অধিকার ছিল না। সুবিখ্যাত টমাস বেবিংটন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে) এই আইন সচিব পদে সর্ব্বপ্রথমে নিযুক্ত হন।

এই আইন দ্বারা সকৌন্সিল বড়লাট সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রণয়নে ক্ষমবান হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরদের অধিকার ছিল যে তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়ণ করিতে পারিবেন, কিন্তু এই আইন দ্বারা তাঁহাদের সেই ক্ষমতা রদ হইল। অতঃপর তাঁহারা কেবলমাত্র কোনও প্রস্তাবিত আইনের খশড়া পাণ্ডুলিপি করিয়া বড়লাটের নিকট পাঠাইবেন, ও তাহা বড়লাটের কাউনসিলে আলোচিত হইয়া পাস হইবে, এরূপ বিধান হইল। সকৌন্সিল বড়লাটের প্রণীত আইন এক্ষণে আর Regulation বলিয়া অভিহিত না হইয়া Act বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। যদিও বিলাতস্থ ডাইরেক্টরগণের হস্তে তাহা রদ বাতিল করিবার ক্ষমতা রহিল, তথাপি সেরূপে রদ বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা পার্লিয়ামেন্টের প্রণীত আইনের ন্যায় বলবৎ হইত।

ইহার কুড়ি বৎসর পরে ১৮৫৩ সালে পার্লিয়ামেন্ট হইতে আবার একটি আইন পাস হইল। বড়লাটের কাউনসিলের অতিরিক্ত চতুর্থ মেম্বর অর্থাৎ আইন সচিব অতঃপর আর "অতিরিক্ত" মেম্বর না থাকিয়া সাধারণ মেম্বর হইলেন, অর্থাৎ কাউনসিলের সকল অধিবেশনে উপস্থিত হইতে ও ভোট দিতে অধিকার পাইলেন।

এতদ্‌ভিন্ন কাউনসিলে ৬ জন বিশেষ অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা কেবলমাত্র আইন প্রণয়ণের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া ভোট দিবেন। তৎকালে যে চারিটি প্রদেশ ছিল, তৎ তৎ প্রদেশ হইতে এক এক জন করিয়া চারিজন সভ্য, সুপ্রীমকোর্টের চীফজষ্টিশ, ও সেই কোর্টের

আর একজন জজ, এই ছয়জন উক্তরূপ অতিরিক্ত আইনসচিব হইলেন। গবর্ণর জেনারেল, ভারতীয় প্রধান সেনাপতি, চারিজন সাধারণ মেম্বর, ও উক্ত ছয়জন অতিরিক্ত মেম্বর, এই বারজনকে লইয়া ভারতীয় আইনসভার (Legislative Councilএর) সৃষ্টি হইল। এবং গবর্ণর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি, ও সাধারণ চারিজন মেম্বর এই ছয়জনকে লইয়া ভারতীয় Executive Council গঠিত হইল। অর্থাৎ একজিকিউটিভ, ও আইন বিভাগ যাহা পূর্ব্বে এক হস্তে ছিল, তাহা এখন দুই ভাগে পৃথক হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে আইনসভার কার্য্য প্রকাশ্যভাবে হইতে লাগিল, অর্থাৎ সাধারণের তথায় উপস্থিত হইয়া আলোচনাদি শুনিবার অধিকার দেওয়া হইল, এবং সভার কার্য্যাবলী গেজেটে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ইহার ৪ বৎসর পরে ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ ঘটায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাহার মন্ত্রীসমাজ ও পালিয়ামেণ্ট বুঝিলেন যে এরূপ বিশাল রাজত্বের ভার একদল বণিক কোম্পানীর উপর রাখা আর উচিত বা নিরাপদ নহে। সুতরাং ১৮৫৮ সালের ২রা নবেম্বরের ঘোষণাপত্র দ্বারা মহারাণী ও ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভারতশাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ২৫৭ বৎসর পরে বিলুপ্ত হইল! কিন্তু বলা বাহুল্য যে কোম্পানির আমলের আইন কানুন দায়িত্ব বলবৎ রাখা হইল।

১৮৬১ সালে "ইণ্ডিয়া কাউনসিল" এক্‌ট্‌ পাস হইয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্ব স্ব প্রদেশের জন্য আইন করিবার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন. বাঙ্গালার জন্য একটী প্রাদেশিক আইন সভা (Local Legislative Council) পৃথক স্থাপিত হইল, কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী আইন প্রণয়ণ করিবার অধিকার সকৌন্সিল বড় লাটের রহিল।

বড় লাটের আইন সভাতে নিম্নলিখিত রূপ সদস্য নিযুক্ত হইলেন :—

১। গবর্ণর জেনারেল ( সভাপতি )

২। ১৮৬৩ সালের আইন অনুযায়ী চারিজন সভ্য।

৩। ভারতীয় প্রধান সেনাপতি ( অতিরিক্ত অর্থাৎ extraordinary ) সভ্য।

৪। যে প্রদেশে আইন সভা বসিবে সেই প্রদেশের গবর্ণর বা ছোট-লাট।

৫। ছয়জনের কম নয়, বারজনের বেশী নয়, গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সভ্য। এইরূপে মনোনীত সভ্যের অর্দ্ধেক 'নন' অফিসিয়াল-( অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী নহেন এরূপ ) হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক গুলি সভ্য বরাবরই ভারতবাসীর মধ্য হইতে মনোনীত হইতেন।

এই আইনানুসারে আইন প্রনয়ণ করিবার ক্ষমতা নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল :—

"For all persons, whether British, or Natives, Foreigners, or others, and for all courts of justice whatever, and for all places and things whatever, within the said territories, and for all servants of the Government of India, within the Dominions of Princes and States in alliance with Her Majesty."

অর্থাৎ :—"ব্রিটীশ হউক, ভারতবাসী হউক, বিদেশীয় হউক, বা অপর যে কেহ হউক, সর্ব্ববিধ ব্যক্তির জন্য সর্ব্ব প্রকার আদালতের জন্য ব্রিটীশ ভারতের সর্ব্ব স্থানের ও সর্ব্ব বিষয়ের জন্য, এবং মহারাণীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সমস্ত রাজন্যবর্গের দেশস্থিত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের জন্য আইন করিতে সক্ষম হইবেন।"

কেবল কতকগুলি বিষয়ে আইন করিতে পালিয়ামেণ্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা

থাকিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে গঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধীয় আইন, মিউটিনী আইন, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংলণ্ডে টাকা ঋণ করিবার আইন, এবং বৈদেশিক সন্ধি বিগ্রহ সম্বন্ধীয় আইন করিবার ক্ষমতা কেবল পার্লিয়া-মেণ্টের থাকিল।

এই আইনসভায় কোন আইন পাস হইয়া গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি যুক্ত হইলে তবে তাহা বলবৎ হইবে। কোনও আইন তাঁহার সম্মতিযুক্ত হইলেও ইংলণ্ডেশ্বর পরে তাহা রদ বাতিল করিতে পারিবেন। বিশেষ সঙ্কট সময়ে "দেশের সুশাসন ও শান্তি" রক্ষার উদ্দেশ্যে আইন সভার কোনও সাহায্য না লইয়া বড়লাট স্বয়ং "অর্ডিন্যান্স" ( ordinance ) প্রণয়ণ ও প্রচলন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ছয় মাসের অধিক বলবৎ থাকিবে না।

মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে গবর্ণরদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ( Executive Council ) ও আইন সভা ( Legislative Council ) স্থাপিত হইল। তৎতৎ প্রদেশের এডভোকেট জেনারেল তাহার একজন সভ্য হইলেন, ও আরও চারিজন হইতে আটজন সভ্য নিযুক্ত হইলেন, তাহার অর্দ্ধেক সভ্য নন-আফিসিয়ালদের মধ্য হইতে গবর্ণর নির্ব্বাচিত করিবেন। এই আইনসভায় কেবলমাত্র প্রাদেশিক আইন প্রণীত হইবে, প্রদেশের বাহিরে প্রযোজ্য কোন আইন ( যথা, মুদ্রা, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, পেটেণ্ট, কপিরাইট, ইত্যাদি ) তথায় প্রণীত বা আলোচিত হইবে না।

বাঙ্গালার জন্যও আইনসভা ( Legislative Council ) স্থাপিত হইল, এবং অন্যান্য প্রদেশে ভবিষ্যতে স্থাপিত করিবার অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হইল।

কিন্তু পাঠকগণ বুঝিয়া দেখিবেন যে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন স্থাপিত হওয়ার প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের আইন প্রণয়নে দেশবাসীর কোন

ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। কি বড়লাটের, কি প্রাদেশিক ছোট লাটের আইনসভাতে ইংলণ্ড হইতে আগত কাউনসিলের মেম্বরগণই স্বীয় ইচ্ছা বিবেচনা অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতেন, ও দেশবাসীগণ তাহা অবনত মস্তকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য ছিল। যদিও ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউনসিল একৃট্ অনুসারে কয়েকজন ভারতবাসীকে অতিরিক্ত সদস্যরূপে আইনসভায় লওয়ার বিধান হইল, তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্টই তাঁহাদিগকে মনের মত লোক বুঝিয়া মনোনীত করিবেন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মতে মত দিবেন, বেশী তর্কযুক্তি আপত্তি করিবেন না, বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ ধামাধরা থয়ের খাঁ লোককেই গবর্ণমেণ্ট মেম্বর মনোনীত করিতেন। সুতরাং তাঁহারা আইনসভায় থাকাতে যে দেশবাসীর মতের কোন মূল্য হইয়াছিল তাহা নয়।

এই সকল নানা কারণে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ্যানের গুরু ও পথপ্রদর্শক পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিভিল-সার্ভিস হইতে অবসর হইয়া দেশ সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বাগ্মিতায় ও জ্বলন্ত তেজস্বীভাষায় ভারতশাসন প্রণালীর দোষ সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এবং স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ফিরোজ সা মেটা, হিউম, প্রভৃতি বহু মনস্বী তেজস্বী মহাপুরুষগণের চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস মহাসভা স্থাপিত হইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যে তেজস্বী ভাষায় দেশের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, প্রথম প্রথম তাহা উপেক্ষা করিলেও কিছুদিন পরে আর কেহ তাহাকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইল না। দৃঢ়চেতা রক্ষণশীল

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের আসন টলিল। মন্ত্রীসমাজ দেখিলেন যে আন্দোলন বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সময়ে এঁটো কাঁটা, খোষা, ভূষি কিছু দিয়া মুখবন্ধ না করিতে পারিলে আর চলিতেছে না।

সুতরাং ১৮৯২ সালে একটী Indian Councils Act দ্বারা ১৮৬১ সালের আইনদ্বারা স্থাপিত আইনসভা একটু প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ ভারতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভায় নন-অফিসিয়াল সভ্যগণ কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার, ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের বজেট সমালোচনা করিবার অধিকার পাইলেন। নন-অফিসিয়াল সভ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তবুও তাঁহারা মনোনীত সদস্য। এবং অফিসিয়ালদের অপেক্ষা সংখ্যায় কম ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ভোট দিন আর না দিন, গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ইচ্ছামত আইন প্রণয়ণে, বা অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র বাধা পাইলেন না।

লর্ড এলগিন, এবং লর্ড কর্জ্জনের শাসন সময়ে দেশের লোক তাহা সুস্পষ্ট বুঝিলেন। জনসাধারণের মত তুচ্ছ করিয়া নানাবিধ আইন পাস হইতে লাগিল। শিক্ষিত দেশবাসীগণ ক্ষোভে অসন্তোষে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ ( পার্টিশান ) দ্বারা ধূমায়িত অসন্তোষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এক সুমহান আন্দোলনের অগ্নিময় তরঙ্গ সমস্ত দেশকে অস্থির করিয়া তুলিল।

লর্ড কর্জ্জনের বিলাত যাত্রার পর লর্ড মিণ্টো আসিলেন। সহৃদয় উদার নৈতিক গ্লাডষ্টোনের শিষ্য জন মর্লি ( এক্ষণে লর্ড মর্লি ) বিলাতে ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। এই উভয় মহাত্মা বিশেষ আলোচনার পর ১৯০৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ Indian Councils Act পার্লিয়ামেণ্ট হইতে পাস করাইলেন। সাধারণতঃ ইহা মিণ্টো-মর্লি আইন নামে পরিচিত। ইহার প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলি এই ;—

আইনসভাতে নিম্ন লিখিত মত সদস্য থাকিবেন :—

১। গবর্ণর জেনারেল ( সভাপতি )

২। তাহার একজীকিউটিভ কাউনসিলের ছয়জন মেম্বর।

৩। দিল্লীতে আইনসভার অধিবেশন হইলে দিল্লীর চিফকমিশনার, ও সিমলায় অধিবেশন হইলে পঞ্জাবের ছোটলাট।

৪। প্রাদেশিক আইনসভায় নন অফিসিয়াল সভ্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৭ জন সভ্য।

৫। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত ৩৩ জন সভ্য।

গবর্ণর জেনারেল এই ৩৩ জন সভ্যকে এরূপ ভাবে মনোনীত করিবেন যেন আইনসভার সমস্ত বেসরকারী সভ্যসংখ্যা হইতে অধিক না হয়। ( অর্থাৎ কোন মতে বেসরকারী সভ্যগণ ভোটের আধিক্য বশতঃ গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত করিতে না পারে )।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ আইনসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না :—

১। যিনি ব্রিটিশ প্রজা নহেন

২। যিনি সরকারী কর্ম্মচারী

৩। যিনি স্ত্রীলোক

৪। আদালতের বিচারে যিনি বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন।

৫। যিনি ২৫ বৎসরের কম বয়স্ক

৬। যিনি দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন

৭। যিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী হইতে ডিসমিস হইয়াছেন।

৮। যিনি ফৌজদারী আদালতে ৬ মাসের উর্দ্ধ কারাদণ্ড যোগ্য বা নির্ব্বাসন দণ্ড যোগ্য অপরাধে দণ্ড পাইয়াছেন, বা ফৌজদারী কার্য্য-

বিধি আইনানুসারে সচ্চরিত্র থাকিবার জন্য মুচলকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৯। যে ব্যক্তি ওকালতি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

১০। যাঁহার চরিত্র বা পূর্ব্ব কার্য্যাবলী এরূপ যে তাহাকে সদস্য নির্ব্বাচন করিলে সাধারণের হিত হইতে পারে না বলিয়া গবর্ণর জেনারেল মনে করেন। উপরোক্ত ৭।৮।৯।১০ দফা লিখিত অযোগ্যতা সকৌন্সিল বড় লাটের আদেশ অনুসারে দূরীভূত হইতে পারিবে।

লর্ড মিণ্টো ও মিঃ জন মলি এই সময়ে একটী মহৎ অধিকার ভারত-বাসীকে দিলেন। কি বড় লাটের, কি ছোটলাটদের কোনও একজি-কিউটিভ কাউনসিলে এপর্য্যন্ত কোন ভারতবাসী প্রবেশাধিকার পায় নাই। রাজ্য পরিচালনের জন্য একজিকিউটিভ কাউনসিলের নিভৃত গোপনীয় শাসনসভায় ভারতবাসী আসন পায় নাই। কিন্তু এই সময়ে সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার সার এস্ পি, সিংহ (সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, ইনি এক্ষণে লর্ডসিংহ উপাধি ভূষিত হইয়া ইংলণ্ডীয় পালিয়ামেণ্টের লর্ড সভায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, ও অণ্ডার সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া পদে নিযুক্ত আছেন) ইঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে বড়লাটের একজীকিটিভ কাউন-সিলের ল্ মেম্বর বা আইন সচিব করিয়া লওয়া হইল। অন্যান্য প্রাদেশিক একজিকিউটিভ কাউনসিলেও এইরূপ করিয়া এক একজন ভারতবাসী স্থান পাইলেন। ভারতীয় শাসন প্রণালীর ইতিহাসে ইহা একটী বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার বটে।

ইহার পরে ১৯১১ সালে মহামহিম সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ভারতবর্ষে আগমন করতঃ ১২ ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর দরবারে ঘোষণা দ্বারা বঙ্গব্যবচ্ছেদ (Bengal partition) রদ করিলেন, বিহার ও উড়িষ্যাকে বঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া নূতন এক প্রদেশ সংগঠনের আদেশ দিলেন।

তাহার লেফটেনান্ট গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিল ও আইনসভা, এবং আসামের চীফ কমিসনারের শুধু আইনসভা স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এতদনুসারে কার্য্য হইতেছে। বিহারের জন্য পরে পাটনা হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিভার্সিটী) স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইল।

ভারতীয় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এযাবৎ যাহা কিছু আইন প্রণীত হইয়াছিল তৎ সমস্ত একত্রীভূত (Consolidated) করিয়া ১৯১৫ সালে Government of India Act নামে একটী আইন পালিয়ামেন্ট হইতে পাস হইল, এবং ১৯১৬ সালে তাহার একটী সংশোধিনী আইন (Amending Act) পাস হইল। এই আইনের ৬৩।৬৪।৬৫ ধারা অনুসারে বিধান হইল যে :—

বড়লাটের আইন সভায় ৬০ জন এডিসন্যাল সভ্য থাকিবেন। তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্য বেসরকারী হইবেন। যদি কোন বেসরকারী সভ্য গবর্ণমেন্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন, তবে আইন সভাতে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইয়া নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

যে প্রদেশে আইনসভার অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশের চীফ কমিশনার বা লেফটেনান্ট গবর্ণর তাহার এডিসন্যাল সভ্য হইবেন। আইনসভার এডিসন্যাল সভ্যগণ বড়লাটের Executive Councilএর (কার্য্য নির্ব্বাহক সভার) অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

এই আইন সভা ভারতের সর্ব্বস্থানের, সমস্ত আদালতের, সর্ব্বপ্রকার অধিবাসীর ও সর্ব্ববিধ বিষয়ের জন্য আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু পালিয়ামেন্টের অনুমতি ব্যতীত এমন কোন আইন পাস হইবে না, যদ্দারা পালিয়ামেন্টের ক্ষমতা খর্ব্ব হইতে পারে, অথবা গ্রেটব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ডের কোন দেশ-প্রচলিত

প্রথা বা আইনের খর্ব্বতা হইতে পারে, বা সম্রাটের অক্ষুণ্ণ রাজক্ষমতা হ্রাস হইতে পারে। এবং সম্রাটের কোনও ইউরোপীয় প্রজা হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

১৮৬০ সালের পূর্ব্বে পালিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যে সকল আইন পাস হইয়াছে, তাহা সংশোধন বা পরিবর্জ্জন (Repeal) করিতে পারিবেন; কেবল মাত্র, ইংলণ্ডে টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারীকে (ভারত সচিবকে) ক্ষমতা দিয়া সে সকল আইন প্রণীত হইয়াছে তাহার, এবং ১৮৬০ সালের পরবর্ত্তী ভারতসম্বন্ধীয় যে সকল আইন পালিয়ামেণ্ট হইতে পাস হইয়াছে, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন না। আরও নিয়ম হইল যে জমিদার সম্প্রদায়, ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের সভ্যগণ, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ, মুসলমান সম্প্রদায়, বণিক সভা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রাদেশিক আইন সভাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবেন। যদি গবর্ণর বা লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর দেখেন যে উক্ত নির্ব্বাচনের দ্বারা কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় নাই, তবে আইন সভায় তাহাদের স্বার্থ দেখিবার জন্য উপযুক্ত লোক মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সকল প্রাদেশিক আইন সভার বেসরকারী সভ্যগণ বড়লাটের আইন সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবেন।

আইন সভার সাধারণ স্থিতিকাল তিন বৎসর নির্দ্ধারিত হইল। তৎপরে আবার নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবে। কোনও সভ্য কদাচার (corrupt practice) করিয়াছেন সাব্যস্ত হইলে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

বড়লাটের এবং প্রাদেশিক আইন সভাতে নিম্নলিখিতরূপ মনোনীত এবং নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল।

বড়লাটের আইন সভায়—৬০ জন।

প্রাদেশিক আইন সভায়ঃ—বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বিহার উড়িষ্যা, ও যুক্ত প্রদেশ ( প্রত্যেকে )—৫০ জন।

পঞ্জাব, ব্রহ্ম দেশ, আসাম,ও মধ্যপ্রদেশ ( প্রত্যেকে )—৩০ জন।

অতঃপর যে সকল প্রদেশ লেফটেন্যাণ্টগবর্ণরের শাসনাধীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও গঠিত হইবে, তাহাতে—৩০ জন।

অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য সংখ্যা অনেক বাড়িল। কিন্তু "ঘর সর্ব্বস্ব তোমার চাবি কাটিটী আমার" গোছের হইল। আয় ব্যয়ের বজেট গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া আইন সভায় উপস্থিত করিবেন, তৎসম্বন্ধে বেসরকারী সভ্যগণ সমালোচনা যতই কেন করুন না, তাহার একটী পয়সা কমবেশী করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কোন আইন পাসের সময় তাঁহারা যতই কেন প্রতিবাদ করুন না, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার একটী কথার পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিলনা। বড়লাটের আইন সভায় তো কথাই নাই সেখানে গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সভ্য (Standing Majority) এত বেশী যে বেসরকার সভ্যগণ কোন মতেই ভোটের জোরে নিজেদের কোন মতামত তথায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সভ্য সংখ্যা বেশী হইলেও তাঁহার নানা জাতির ও সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বিধায় কখনও কোনও গুরুতর বিষয়ে একমত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই। ইংরাজ বণিক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রায়ই একজোটে গবর্ণমেণ্টের

তরফে ভোট দিয়াছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পলিসী (রাজনীতি) দেশবাসীদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় নাই।

সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে ভারতীয় আইন সভার ১৯ জন নির্ব্বাচিত সভ্য একটা (Memorandum) দ্বারা কিরূপ প্রণালীতে ভারত শাসন কার্য্য পরিচালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বড়লাটের নিকট ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসমাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে (১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) লক্ষ্ণৌনগরের কংগ্রেস ও নিখিল ভারতীয় মুসলমান সভা একমত হইয়া আইন সভাতে কত হিন্দু কত মুসলমান থাকা উচিত তাহার অনুপাত স্থির করিয়াছিলেন, এবং ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধ অনেকগুলি প্রস্তাব (Resolution) পাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা প্রস্তাব এই ছিল যে, "ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চরম লক্ষ্য কি, এবং কিরূপে সেই চরম লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা মন্ত্রীসমাজ অবিলম্বে ঘোষণা করুন।"

ইহার পর ১৯১৭ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসমাজ সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, যাহার ফলে ষ্টেটসেক্রেটারী মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া বড়লাটের সহিত যুক্তি করিয়া ও নানাসম্প্রদায়ের মতামত শুনিয়া ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়াছেন, ও ১৯১৯ সালের Government of India Act পাস হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভেই ঐ সকল বিষয় কতক বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ঐ ঘোষণা পত্রের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

# ইংলণ্ডীয় শাসন-প্রণালী

ইউরোপ মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে আটলাণ্টিক মহাসাগর বক্ষে ভাসমান একটী বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে বৃহত্তমটীর নাম গ্রেটব্রিটেন, তাহার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতরটীর নাম আয়র্লণ্ড। এতদ্ভিন্ন এই দুইটী দ্বীপের আশেপাশে ছোট বড় এক হাজারের অধিক দ্বীপ আছে। ইহাদিগের সমষ্টিকে ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়, এবং ইহার অধিবাসীগণকে সাধারণতঃ ব্রিটীশ বলিয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন দ্বীপের উত্তর অংশকে স্কটল্যাণ্ড, দক্ষিণপূর্ব্ব অংশকে ইংলণ্ড, এবং দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্ব্বত কানন সমাকীর্ণ প্রদেশকে ওয়েলস বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যে অংশ এখন ইংলণ্ড নামে খ্যাত, পূর্ব্বে তাহার নাম কেবল মাত্র ব্রিটেন ছিল, এবং তাহার অধিবাসীগণ ড্রুয়িড নামক ধর্ম্মাবলম্বী ও পৌত্তলিক ছিল। স্কটল্যাণ্ডের নাম তখন স্কটল্যাণ্ড ছিল না। পিক্‌ট্‌ল্যাণ্ড বলা হইত। আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগকেই স্কট বলা হইত। কালক্রমে এই স্কটেরা পিক্‌ট্‌ল্যাণ্ডে আসিয়া বসতি করিলে ক্রমশঃ উহার নাম স্কটল্যাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর জুলিয়স সিজার গলদেশে (বর্ত্তমান ফ্রান্‌স্ দেশ) জয় করেন। তিনি শুনিতে পান যে এই গল্‌দেশের উত্তরস্থিত সাগর পারে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসীরা মধ্যে মধ্যে গলদেশে আসিয়া বিদ্রোহী অধিবাসীদিগকে রোমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া থাকে। তদনুসারে তিনি গলদেশের উত্তর ভাগে

সমুদ্র তীরে গিয়া দেখিলেন যে দূরে সমুদ্র বক্ষে শ্বেত পর্ব্বতরাজি অরণ্যে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান ইংলণ্ডের দক্ষিণ কূলস্থ চাখড়ি পর্ব্বতমালা। তিনি এই দ্বীপ জয় করিতে মনস্থ করিয়া বিস্তর নৌকাযোগে ব্রিটেন ও গলদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী সসৈন্যে পার হইলেন। (এই প্রণালী এখন ডোভর প্রণালী ও ইংলিশ চ্যানেল নামে খ্যাত)। দ্বীপবাসীগণ তাঁহার আগমন সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ঘোর যুদ্ধ করিল, কিন্তু সুশিক্ষিত রণদক্ষ রোমীয় সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রিটেনের দক্ষিণপূর্ব্ব অংশ অধিকার করিল। সীজরের পর অন্যান্য রোমান সেনাপতিগণ ব্রিটেনে আসিয়া রোমের রাজত্ব বিস্তার করেন। উত্তরে স্কটলণ্ডের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমদিকে ওয়েল্‌স্ প্রদেশের কানন পর্ব্বত মালার নিম্নস্থ ভূভাগ পর্যান্ত স্থান রোমের অধিকার ভুক্ত হইল। এই বিজিত প্রদেশে রোমানেরা প্রশস্ত রাস্তাঘাট, দুর্গ নগর অট্টালিকা প্রস্তুত করিল, এবং যখন নিজেরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল, তখন ব্রিটীশদিগকেও খৃষ্টান করিল। নানাস্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া তাহাদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু কালক্রমে রোমের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া আসিল। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া হঙ্গেরী প্রভৃতি ইউরাপের মধ্যদেশ হইতে হুন, গথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল. প্রভৃতি অসভ্য জাতি পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণ হইতে ইটালীদেশ এবং রাজধানী রোম নগর রক্ষার জন্য ব্রিটেন প্রভৃতি দূরস্থিত রোমান প্রদেশ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনা হইল। ৪১০ খ্রীঃ অব্দে রোমীয় সম্রাট হনোরিয়সের রাজত্ব সময়ে ব্রিটেন হইতে শেষ রোমান সেনাদল চলিয়া আসিল।

রোমানেরা ব্রিটীশদিগকে সবই শিখাইয়াছিল, কিন্তু পাছে তাহারা কোন কালে বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, এবং রোমানদিগকে দূর করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা কিছুমাত্র শিখায় নাই। সুতরাং রোমান সৈন্য চলিয়া আসিলে ব্রিটেনের উত্তর দিগস্থ পিক্‌ট্‌ল্যাণ্ডের দুর্দ্দর্ষ অধিবাসীগণ ব্রিটেনের সমভূমিতে নামিয়া আসিয়া অধিবাসী-দিগকে পরাজিত, হতাহত, বন্দীকৃত, ও বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল, এবং প্রায় সেই সময়েই জর্ম্মনির উত্তর প্রান্তস্থ প্রদেশ হইতে অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্, জুট্‌স্, স্যাকসন, প্রভৃতি জাতীয় ভীষণ জলদস্যুগণ জর্ম্মন সাগর পার হইয়া ব্রিটেনের পূর্ব্ব উপকূলে পড়িতে লাগিল ও ভীষণ অত্যাচাব সহ দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্রিটিশগণ এইরূপ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বারবার রোমের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল, কিন্তু রোমানেরা সাহায্য করিবে কি, নিজেরাই তখন শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল। অগত্যা ব্রিটিসগণ স্থির করিল যে দুই শত্রুর মধ্যে যাহারা বেশী বলবান্ তাহাদের শরণ লওয়াই উচিত। অতএব তাহারা জলদস্যুদের শরণাপন্ন হওযাই স্থির করিল, এবং পিক্‌ট্‌দের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আঙ্গল্‌স্ প্রভৃতি জাতিকে আহ্বান করিল। তদনুসারে ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্ প্রভৃতি জাতির নেতা হেঞ্জিষ্ট হোর্স নামে দুই ভ্রাতা সসৈন্যে ব্রিটেনে উপনীত হইলেন, এবং পিক্‌ট্‌দিগকে উত্তর ব্রিটেন হইতে দূর করিয়া নিজেরাই ব্রিটেনে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ক্রমে তাহাদের বহু আত্মীয় গোষ্ঠী আসিয়া এই দেশে পৌঁছিল। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে আদিম ব্রিটীশগণ অনেকেই পলাইয়া ওয়েল্‌স্ প্রদেশের দুর্গম নিবিড় পর্ব্বতে কাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্টেরা বিজয়ী অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্ জাতির পদানত হইয়া রহিল, এবং কালক্রমে তাহাদের সহিত মিশিয়া

গেল। এই অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্‌ জাতি হইতে ব্রিটেনের নাম প্রথমে আংলাল্যাণ্ড (Angla-land) ও পরে ইংল্যাণ্ড ( England ) হইল, এবং অধিবাসীগণ ইংলিশ বলিয়া পরিচিত হইল। ইঁহারাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ।

এই ইংলিশজাতি বহুসংখ্যক নেতা বা সর্দ্দারের অধীনে ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক সর্দ্দার বা নেতা স্বস্ব অধিকারের মধ্যে স্বাধীন ছিল। কিন্তু প্রত্যেক গুরুতর বিষয়ে স্বীয় অধিকারস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সেনানীর মতামত লইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। সেই সকল ব্যক্তি কোনও একটী বৃহৎ ওক বৃক্ষমূলের সমবেত হইয়া যেরূপ ভাবে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত, নেতাকে সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইত। ওকবৃক্ষমূলে সমবেত "এই সভাকে "জ্ঞানী লোকের সভা" ( Witenagemot অর্থাৎ Wise Men's Council ) বলা হইত। কালক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহাদেরই মধ্যে পরাক্রান্ত কোনও রাজ্যের সর্দ্দারের অধীন হইয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে একচ্ছত্রী রাজত্ব (.Monarchy ) প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই একচ্ছত্রী রাজাও তাঁহার Witenagemot অর্থাৎ Wisemen's Council এর মতামত অনুসারে চলিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ জাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহাদের নেতা বা সর্দ্দার বা রাজাগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের মত লইয়া চলিতে হইত।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত নর্ম্ম্যাণ্ডির অধিপতি ডিউক উইলিয়ম ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন, এবং কেণ্ট প্রদেশস্থ হেষ্টিংসের মহাযুদ্ধে শেষ ইংলিসরাজা হ্যারল্‌ড্‌কে পরাভূত ও নিহত করিয়া ইংলণ্ডে নর্ম্ম্যাণ রাজ্য

স্থাপন করিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ যথেচ্ছাচার প্রণালীতে ইংলণ্ডশাসন করিতে লাগিলেন। সাবেক Witenagemot উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে নর্ম্মাণ্ডী হইতে আগত নর্ম্যানগণের মতানুসারে রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু যথেচ্ছাচারী নর্ম্যানরাজগণ ইঁহাদিগকেও বড় মানিতেন না। ক্রমে রাজার যথেচ্ছাচার অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় উইলিয়মের বংশধর রাজা জনের বিরুদ্ধে নর্ম্যান এবং ইংলিশ, সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ, সমস্ত লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজা জন তাহাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে জগদ্বিখ্যাত "ম্যাগনা-কার্টা" নামক সনন্দপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার স্বাক্ষর-যুক্ত এই মহাসনন্দপত্র আজিও পালিয়ামেণ্ট সভায় স্থাপিত আছে। ইহার প্রধান প্রধান নিয়ম এই হইল যে (১) রাজা কাহাকেও বিনাদোষে ধৃত করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন না (২) যদি কখন কাহাকেও ধৃত করেন, তবে অবিলম্বে বিচারালয়ে উপস্থিত করিবেন, বিচারক অপরাধীর সমশ্রেণীস্থ জুরীর সাহায্যে তাহার বিচার করিবেন। (৩) রাজা স্বেচ্ছায় ট্যাক্স্ বা কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না, রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের মত লইয়া তাহা ধার্য্য করিবেন। (৪) ইংলণ্ডীয় ব্যারণ অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ২৪ জন "কাউনসিলর" অর্থাৎ মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

ইংলণ্ডীয় রাজার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ, তিনি যে প্রজাদিগের মত লইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য, তৎসম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে কোনও লিখিত দলিল ছিল না। দেশপ্রচলিত অলিখিত প্রথামাত্রই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু রাজ্যশাসনে প্রজার অধিকার থাকার, ও রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকার সম্বন্ধে দলিল এইবার সর্ব্বপ্রথমে লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। এতৎসম্বন্ধে

পরে আরও অনেক দলিল অনেক ইংলণ্ডীয় রাজা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে, প্রজার অধিকার স্বীকৃত ও প্রসারিত হইয়াছে, রাজার যথেচ্ছাচারীর নিবারিত ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই "ম্যাগনা-কার্টা" নামক মহাসনন্দপত্রই সে সকলের আদিম ভিত্তি।

যাহা হউক রাজা জন ঐ সনন্দ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া বিপদমুক্ত হইলেন। বিদ্রোহী প্রজাগণ ঘরে চলিয়া গেল। তখন তিনি আবার স্বমূর্ত্তি ধরিলেন। এবং রোমের পোপের সহায়তায় পুনরায় যথেচ্ছাচারী হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ২৪ জনের কাউনসিল ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় যা তা করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাগণ আবার সশস্ত্রে উত্থিত হইল। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে রাজা জনের মৃত্যু হওয়ায় সে সময়ের জন্য গোলযোগ মিটিয়া গেল। তাঁহার পুত্র তৃতীয় হেনরী প্রথম প্রথম প্রজার মতে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পিতৃরক্ত হইতে আগত যথেচ্ছাচারের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। বলা উচিত যে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক উইলিয়াম ইংলণ্ড জয় করার পর হইতে ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরের মধ্যে বিজয়ী নর্ম্ম্যাণজাতি ও বিজিত এংলো-স্যাকসন জাতি উভয়ে বিবাহাদিসূত্রে ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ইংরাজ জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সাইমন ডি মণ্টফোর্ড নামে জনৈক নর্ম্ম্যাণ সম্ভ্রান্ত লোক (আর্ল অফ লিষ্টার) এই সম্মিলিত জাতির নেতা হইয়া রাজা হেনরীর অত্যাচার দমন জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করিয়া রাজ্যশাসন প্রণালী স্থিরীকৃত করিবার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতির একটী মহাসভা আহ্বান করিলেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথমে "পার্লিয়ামেণ্ট" (আলোচনা সভা) নামে অভিহিত হইয়াছিল। এবং এই সভাতেই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় লর্ড, ব্যারণ, বিশপ ইত্যাদি অভিজাত সম্প্রদায় হইতে কৃষক দোকানদার, নাগরিক

প্রভৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং রাজ্যশাসন সম্বন্ধে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া প্রজার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মতানুসারে কার্য্য চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ইহার পরে প্রায়ই পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন হইত। পরবর্ত্তী ইংরাজরাজগণ কখনও ইহার মতে চলিতেন, কখনও বা চলিতে চাহিতেন না, কিন্তু তিনি যথেচ্ছাচারী হইতে গেলেই প্রজাগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিত, তাঁহার যথেচ্ছাচারে বাধা দিত, এবং ট্যাক্স্ বা কর প্রদানে অস্বীকৃত হইত। এইরূপে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে বহুকাল সংঘর্ষণ চলিয়াছিল।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যখন প্রথম প্রথম ঐরূপে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইত, তখন তাহা বর্ত্তমান হাউস অফ লর্ড স্ ( লর্ড সভা ) ও হাউস অফ্ কমন্স্ ( জনসাধারণের সভা ) এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল না। লর্ড, ব্যারণ, বিশপ প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায় কৃষক, নাগরিক প্রভৃতি সাধারণ প্রতিনিধি সহ একত্র বসিয়া আলোচনা করিতেন। ১২৯৫ সালে বা তাহার অল্প পরে ঐ দুই ভাগের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডীয় লর্ড, ব্যারণ, বিশপ প্রভৃতি লর্ডসভায় উত্তরাধিকার সূত্রে বসিতে লাগিলেন, এবং গ্রাম্য ও নাগরিক সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কমন্স্ সভায় স্থানপ্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয় হেনরীর পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে প্রজার মত না লইয়া কার্য্য করিতে গেলে তিনি পিতৃ-পিতামহগণের ন্যায় ঠকিতে থাকিবেন, সুতরাং তিনি পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত লইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এবং ১২৯৭ সালে শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন, যে বংশপরম্পরায় প্রজামত লইয়া কার্য্য করিবেন, পার্লিয়ামেণ্টের বিনা অনুমতিতে ট্যাক্স্ ধার্য্য করিবেন না, বা

রাজস্ব ব্যয় করিবেন না। ইতিপূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে যা কিছু চার্টার বা সনন্দপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও তিনি মঞ্জুর করিয়া লইলেন।

কিন্তু তবু তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ সুবিধা পাইলে রাজশক্তির অপব্যবহার ও প্রজাশক্তির খর্ব্বতা সাধন করিতে ত্রুটী করিতেন না। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেম্‌স্ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত। ইহা হ্রাস বা সঙ্কুচিত করিতে প্রজার কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্ল্‌স্‌ও পিতার মতে দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এই সময়ে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে সংঘর্ষণ চরমসীমায় উপনীত হইল। প্রথম চার্ল্‌স্ দুই একবার পালিয়ামেণ্ট আহ্বান করিয়া নানাবিধ খরচের জন্য টাকা চাহিলেন, কিন্তু তাহার সভ্যগণ টাকা মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নানাবিধ সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিল, রাজ্যশাসনের বিবিধ সংস্কার করিতে বলিল। তিনি রাগ করিয়া পালিয়ামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ১৬২৭ সাল হইতে ১৬৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় এগার বৎসর পালিয়ামেণ্টের বিনাসাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছায় ট্যাক্‌স্ ধার্য্য করিতে, তাহা খরচ করিতে ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাইতে লাগিলেন। আর্ল অফ ষ্ট্রাফোর্ড নামে একজন লর্ড তাঁহার এই সকল যথেচ্ছাচার কার্য্যে পরামর্শদাতা ও দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের বাহিরে নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকায় ও নানাপ্রকার অপরিমিত ব্যয়ে, তাঁহার ধনাগার শূন্য হইয়া আসিল। নানারূপ পীড়নেও আর নূতন কর স্থাপন দ্বারা টাকা সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, বিশেষতঃ স্পেনদেশের সহিত ও স্কটলণ্ডের বিদ্রোহীদের সহিত মহাযুদ্ধের ব্যয়সংকুলান জন্য তিনি ১৭৪০ অব্দের নবেম্বর মাসে পালিয়ামেণ্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু সভ্যগণ পালিয়ামেণ্টে সমবেত হইয়া টাকার ভোট দেওয়ার

পরিবর্তে প্রস্তাব করিলেন যে রাজা এ পর্য্যন্ত যে সকল বেআইনী কার্য্য ও যথেচ্ছাচার করিয়াছেন, তাহার সংশোধন ও প্রতিবিধান করুন, আর্ল অফ্ ষ্ট্রাফোর্ড নানা অত্যাচার করিয়াছেন, ও রাজাকে কুপরামর্শ দিয়াছেন, অতএব বিচার জন্য তাঁহাকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন, এবং আমরা যে নিয়ম ধার্য্য করিয়া দিব, তদনুসারে রাজ্যশাসন করিতে প্রতিশ্রুত হউন, তবেই আমরা টাকার ভোট দিব। রাজা অবশ্য ইহাতে প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু রাজকোষে টাকা নাই, বেতন না পাইলে সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতে চাহিতেছে না, ইত্যাদি কারণে তিনি অগত্যা পালিয়ামেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আর্ল অফ্ ষ্ট্রাফোর্ড পালিয়ামেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তিনি রাজাকে কুপরামর্শ দেওয়ার ও অন্যান্য নানা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

কিন্তু আর্ল অফ ষ্ট্রাফোর্ডের শোণিত তর্পণের দ্বারা রাজায় প্রজায় মিলন স্থাপিত হইল না। বিবাদ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। উভয়পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে পালিয়ামেণ্টীয় সৈন্যগণ জেনারেল ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজসৈন্যকে পরাস্ত ও রাজাকে বন্দী করিল। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার বিচার হইয়া প্রজাপীড়ন, প্রজার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রজাহত্যাকরণ ইত্যাদি অপরাধে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল! সকল দেশেই রাজা প্রজার বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইংলণ্ডে প্রজাশক্তির কি অসীম ক্ষমতা, যে প্রজাপীড়ন অপরাধে প্রজাগণ বিচার করিয়া রাজার প্রাণদণ্ড করিল!

তাঁহার পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া হল্যাণ্ডে পলাইয়া গেলেন। পালিয়ামেণ্ট হইতে ঘোষণা হইল যে অতঃপর ইংলণ্ডে আর রাজা বা রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী থাকিবে না, তৎপরিবর্তে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ( Commonwealth ) প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রজা-

সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ পার্লিয়ামেণ্টে সমবেত হইয়া রাজকার্য্য চালাইবেন। জেনারেল ওলিভার ক্রমওয়েল Protector ( রক্ষক ) নামে অভিহিত হইয়া তাহার শীর্ষস্থানীয় হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ রাজাকে তাড়াইয়া একজন সৈনিকের দ্বারা শাসিত হইতে চাহিল না। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দুই বৎসর একরূপ অরাজকতায় কাটিলে প্রজাসাধারণ দেখিল যে রাজা না থাকিলে শুধু প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজা চলে না, অতএব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পলায়িত রাজপুত্র দ্বিতীয় চার্লস্‌কে ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল

কিন্তু স্বেচ্ছাচারীতার বীজ এই রাজবংশীয়দের অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পিতার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াও দ্বিতীয় চার্লসের চৈতন্য হইল না। তিনি ধীরে ধীরে যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রাজদরবার বিলাসিতার ও নানাপ্রকার পাপের লীলাস্থল হইয়া উঠিল। তিনি ১৬৮৫ অব্দে নিঃসন্তান মারা গেলে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজা হইলেন। ইনিও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইংরাজগণ তখন সাধারণতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন ও রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বীদিগকে দারুণ ঘৃণা বিদ্বেষ করিতেন। রাজাকে ঐ ঘৃণিত মতাবলম্বী দেখিয়া, ও তাঁহার অন্যান্য নানাবিধ অত্যাচার আর সহিতে না পারিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। এবং তাঁহার কন্যা মেরীকে ও জামাতা উইলিয়ামকে হল্যাণ্ড হইতে আনিয়া রাজপদে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজা ও রাণী হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইনানুসারে বংশপরম্পরায় পরিচালিত হইবেন, এইরূপ চুক্তি করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই চুক্তির কয়েকটী প্রধান সর্ত্ত এই :—

১। ইংলণ্ডীয় রাজা বা রাণী প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন। রোমান ক্যাথলিক বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইলে রাজা হইতে পারিবেন না।

২। স্বীয় পুত্রকন্যাগণকে রোমান ক্যাথলিকের সহিত বিবাহ দিতে পারিবেন না।

৩। পালিয়ামেণ্টের মত লইয়া রাজ্যশাসন করিবেন।

৪। পালিয়ামেণ্টের সাধারণ স্থিতিকাল সাধারণতঃ সাত বৎসর স্থির হইল। তৎপরেই আবার জেনারেল ইলেকশন হইয়াও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া নূতন পালিয়ামেণ্ট গঠিত হইবে। যদি রাজার সহিত পালিয়ামেণ্টের মতভেদ হয়, তবে তিনি তাহা ভঙ্গ করিয়া প্রজাসাধারণকে নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বলিবেন। সেই নূতন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত পালিয়ামেণ্টের মতানুসারে চলিবেন। বিনা পালিয়ামেণ্টে রাজ্যশাসন চলিবে না।

৫। পালিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যের বিশ্বাসভাজন লোক লইয়া মন্ত্রীসমাজ গঠন করিবেন। কোনও মন্ত্রীসমাজ যদি কখনও অধিকাংশ সভ্যের ভোট না পান, তবে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া অধিকাংশের মতানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিবেন।

৬। কোন রাজকীয় কার্য্যের জন্য রাজা আর এখন হইতে প্রজার নিকট দায়ী থাকিলেন না কিন্তু তাঁহার কার্য্যের জন্য মন্ত্রীসমাজই, বা রাজার কর্ম্মচারীগণই দায়ী থাকিলেন। সুতরাং রাজার অত্যাচারের পথ বন্ধ হইয়া গেল, কারণ কোন মন্ত্রী বা কোন কর্ম্মচারী রাজাকে কোন কুপরামর্শ, কোন বেআইনী পরামর্শ দিলে, বা তাঁহার বেআইনী আদেশ পালন করিলে তৎক্ষণাৎ পালিয়ামেণ্টের বিচারে দণ্ডিত হইবেন।

৭। পার্লিয়ামেন্টের অনুমতি ব্যতীত রাজা স্বয়ং কোন ট্যাক্স্ ধার্য্য করিতে বা আদায় করিতে পারিবেন না।

৮। প্রতি বৎসরের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবার জন্য পার্লিয়ামেন্ট হইতে বজেট প্রস্তুত হইবে। বজেটে নির্দ্ধারিত টাকার অপেক্ষা একটী পয়সাও অতিরক্ত খরচ করিতে কেহ ক্ষমবান নহে। রাজ্যের ব্যয় সংকুলান জন্য যত টাকা দরকার, কোন্ কোন্ ট্যাক্স দ্বারা তাহা পুরণ হইবে, তাহা পার্লিয়ামেন্ট সভাই ধার্য্য করিয়া দিবেন। এই আইনের পর উহার কোন কোন বিধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলতঃ উহাই এক্ষণে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী। পাঠকগর্গ উহা হইতেই বুঝিবেন যে ইংলণ্ডীয় রাজা প্রজার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী মাত্র। প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় সমবেত হইয়া যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, রাজা তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ইহার মধ্যে তাঁহার কোনও স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নাই। এই মহাসভায় যে সকল আইন পাস হয়, তাহাতে রাজার স্বাক্ষর না হইলে কার্য্যকরী হয় না। রাজার এরূপ ক্ষমতা আছে যে তিনি ইচ্ছা করিলে কোনও আইনে স্বাক্ষর না করিতেও পারেন, কিন্তু তিনি এখন আর সমবেত প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন না। সুতরাং স্বাক্ষর করিতে আপত্তি করেন না। তবে স্বাক্ষরের পূর্ব্বে মন্ত্রীবর্গ দ্বারা পার্লিয়ামেন্টকে বুঝাইয়া স্বেচ্ছামত সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করাইয়া লইয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে এই মহাসভাই সমগ্র ব্রিটীশসাম্রাজ্যের শাসক ও আইনকারক। এই অপরিসীম ক্ষমতাশালী মহাসভা দুইভাগে বিভক্ত। একভাগের নাম "হাউস অফ লর্ডস্" অর্থাৎ "অভিজাত সম্প্রদায়ের সভা, অপরভাগের নাম "হাউস অফ কমন্স্" অর্থাৎ "জনসাধারণের সভা"। "হাউস অফ কমন্সে" এক্ষণে ৬৭০ জন সভ্য আছেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয়

প্রজাগণ ৪৬৫ জন, স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ ৭২ জন, ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশস্থ প্রজাগণ ৩৯ জন, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজাগণ ১০৩ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। সম্প্রতি একটী আইন হইয়াছে, তদনুসারে স্ত্রীলোকগণও ভোট দিতে, ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিতা হইতে অধিকারিণী হইয়াছেন। এবং কয়েকমাস পূর্ব্বে লেডী অ্যাস্‌টর নাম্নী জনৈক মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিতা হইয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অল্পদিন পরেই অনেক মহিলাই যে মহাসভায় স্থান পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। * ইংলণ্ডীয় আর একটী আইনে এরূপ বিধান হইয়াছে যে প্রতি সত্তর হাজার ভোটার একজন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। তদনুসারে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট শেষ হইয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হইলে তাহাতে ৭০৭ জন সভ্য হইবেন।

সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় যত কিছু আইন, ও আয় ব্যয়ের হিসাব প্রথমে হাউস অফ কমন্‌সে দাখিল হইয়া থাকে। যে কোনও সভ্য তৎসম্বন্ধে বা অপর যে কোনও বিষয়ে সমালোচনা বা প্রশ্ন করিতে পারেন, সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে যে কোন ঘটনা ঘটিতেছে, বা যে কোন কর্ম্মচারী যেরূপ

* ভারতীয় আইনগুলিতেও যাহাতে স্ত্রীলোকেরা ভোট দিতে ও সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তজ্জন্য অনেক বিদুষী ভারত মহিলা চেষ্টা করিতেছেন। জগদ্বিখ্যাত বক্তা শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু (হাইদ্রাবাদের ডাক্তার ৺অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা), বোম্বাই নিবাসিনী ধনকুবের পার্শী মহিলা লেডী পেটিট প্রভৃতি মনস্বিনী রমণীগণের আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমান ভারত শাসন সংস্কার আইনে এইরূপ একটী বিধান হইয়াছে যে যদি কোনও সময়ে কোনও ভারতীয় বা প্রাদেশিক আইন সভার অধিকাংশ সভ্য এরূপ প্রস্তাব ধার্য্য করেন যে ভারতের কোন প্রদেশের মহিলাগণ ভোট দিতে ও সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে যোগ্য, তবে সেই প্রদেশের মহিলাগণ সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

আচরণ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্যও প্রশ্ন করিতে পারেন। সেই সেই বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ( মিনিষ্টার ) বা সেক্রেটারী তাহার সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য।

"হাউস অফ লর্ডসে" নির্ব্বাচন প্রথা নাই। যাঁহারা লর্ড বংশীয়, অথবা লর্ড উপাধি ভূষিত, ( যথা লর্ড এস. পি. সিংহ ), তাঁহারা সকলেই এই হাউস অফ লর্ডসের সভা। এতদ্‌ভিন্ন বিশপ আর্কবিশপ প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যক্ষগণও ইহার সভ্য। ইহাতে প্রায় ৬০০ সভ্য আছেন। উভয় সভার সভ্যগণের অনেকগুলি সুবিধা ( Priwilege ) ও সম্মান আছে। তাঁহারা কোনও আদালতের দ্বারা গ্রেপ্তার হইতে পারেন না, মহাসভায় যাহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলুন না কেন, তজ্জন্য মানহানির বা অপর কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন না এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার আছে।

মহাসভার অধিকাংশ সভ্য যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করেন, তিনিই প্রধান মন্ত্রী ( Prime Minister ) নিযুক্ত হন, ও উভয় সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে অন্যান্য মন্ত্রী ( Minister ) নির্ব্বাচিত করিয়া মন্ত্রীসমাজ ( Ministry ) গঠন করেন। যতদিন তাঁহারা অধিকাংশ সভ্যের ভোট পাইতে থাকেন, ততদিন তাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের কার্য্য অধিকাংশ সভ্যের মনঃপূত হয় না, ও অধিকাংশ সভ্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে প্রস্তুত হন, তখনই মন্ত্রীসমাজ আর কার্য্য করিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা তখন আবার এই অধিকাংশ সভ্যের মতানুবর্ত্তী নূতন প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীসমাজ গঠন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডে প্রজাগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই মন্ত্রীসমাজকে ও রাজাকে কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছে, তথায় প্রজাশক্তিই অসীম ক্ষমতাশালী। তদ্বিরুদ্ধে রাজার বা মন্ত্রীসমাজের

কোন ক্ষমতাই নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা এই শাসন প্রণালীর ক্রমবিকাশ অতি সংক্ষেপে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই তথায় প্রজাশক্তি জাগরূক ছিল। এবং রাজশক্তির সহিত বিস্তর সংঘর্ষের পর, বিস্তর রক্তপাত ও রাষ্ট্র বিপ্লবের পর প্রজাশক্তি জয়যুক্ত হইয়া তাহার বর্ত্তমান অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

যখন কোনও আইন করিবার দরকার হয়, তখন মন্ত্রীসমাজের কেহ, বা উভয় সভার যে কোনও সদস্য তাহার পাণ্ডুলিপি ( Bill ) "হাউস্ অফ কমন্সে" বা "হাউস অফ লর্ডসে" পেস করেন। ইহাকে বলে First Reading of the Bill. তাহার নকল সমস্ত সভ্যের নিকট দেওয়া হয়, ও সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করা হয়। তৎপরে সাধারণের ও সভ্যগণের মন্তব্য বুঝিয়া অপর একটী দিনে উহা পুনঃ পেষ হয়। ইহাকে বলে Second Reading of the Bill. যদি সেদিন সভ্যগণ দেখেন যে ঐরূপ আইন দেশের লোকের বা তাহার অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধ, এবং অধিকাংশ সভ্য অমত করেন, তবে তাহা তখনই পরিত্যক্ত হয়। আর যদি মত হয়, তবে নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকজন লোক দ্বারা একটী Select Committee গঠন করেন, ও সেই কমিটী পাণ্ডুলিপিখানি তন্ন তন্ন ভাবে বিচার করিয়া সংশোধন পরিবর্ত্তন, বা ভাষা দুরস্ত করেন। তৎপরে আবার একটী নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ সংশোধিত পাণ্ডুলিপি মহাসভায় পেষ হয়, ও অধিকাংশের মত হইলে পাস হয়। তাহাকে বলে Third Reading of the Bill.

"হাউস অফ কমন্সে" Third Reading হইয়া পাস হইলে তাহা "হাউস অফ লর্ডসে" প্রেরিত হয়। যদি "হাউস অফ লর্ডসের" সভ্যগণ

তাহা পাস না করেন, তবে আইনের বা প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি পরিত্যক্ত হয়, বা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য "হাউস অফ কমন্‌সে" প্রেরিত হয়। * আর যদি তাঁহাদের অধিকাংশের মনঃপূত হয়, তবে পাস করিয়া দেন।

এই প্রকারে "হাউস অফ লর্ডস" সভাতেও কোন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রথমে উপস্থিত হইতে পারে, ও তাহার Third Reading পর্য্যন্ত হইয়া "হাউস অফ কমন্‌সে" প্রেরিত হইয়া তথায় পাস হইতে পারে।

এই প্রকারে কোনও আইন উভয় সভা হইতে পাস হইলে স্বাক্ষর জন্য রাজার নিকট পেষ হয়, ও তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইলেই আইনে পরিণত হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বাক্ষর না করিতেও পারেন, কিন্তু তিনি

* এইরূপে হাউস অফ কমন্‌সের পাস করা অনেক পাণ্ডুলিপি "হাউস অফ লর্ডসে" গিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্ত শাসন দিবার উদ্দেশ্যে মহামতি প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব "আইরিষ হোমরূল বিল" নামক আইনের পাণ্ডুলিপি "হাউস অফ কমন্‌স্" হইতে পুনঃপুনঃ পাস করিয়া "হাউস অফ লর্ডসে" পাঠাইলে এই সভা তাহা পাস করিতে অস্বীকৃত হইয়া "হাউস অফ কমন্‌সে" ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। লর্ড সভা চিরদিনই রক্ষণশীল, উন্নতিকর সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় বাধা দিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা মহামতি গ্ল্যাডষ্টোনের আইরিষ হোমরূল বিল পাস করিয়া দিতেন, তবে আজ আয়র্লণ্ডে এত অশান্তি, মারামারি কাটাকাটি হইতে থাকিত না। তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য খুব চেষ্টা করা হইতেছে। এবং সম্প্রতি ১৯১১ সালে একটী আইনও হইয়া গিয়াছে যে কোন কোন স্থলে যদি "হাউস অফ কমন্‌স্" কোনও আইন তিন তিন বার পাস করেন, ও "হাউস অফ লর্ডস" তাহা পাস করিতে অস্বীকৃত হন, তবে রাজার স্বাক্ষর যুক্ত হইলে তাহাই আইন বলিয়া গণ্য ও বলবৎ হইবে। এই আইন দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের স্থিতিকাল ৫ বৎসর বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

প্রজাদের মতের বিরুদ্ধে যাইতে চাহেন না। তাহারা উভয় সভাতে মিলিত হইয়া যে বিধি ব্যবস্থা করে, তিনি তাহাতে সায় দিয়া স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি একবারেই ক্ষমতাহীন পুত্তলিকা মাত্র তাহাও নহেন। ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালীতে তাঁহার স্থান উচ্চতম স্থানে, রাজনীতিঘটিত দলাদলির বাদবিসম্বাদের অতীত স্থানে; তিনি সকল সম্মানের উৎস; মুদ্রা অঙ্কিত ও প্রচারিত করিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। তিনিই স্থল সৈন্য বা নৌসৈন্য বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী, সকল উচ্চতম আদালতের জজ, রাজদূত, এবং ক্যানেডা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি রাজ্যের গবর্ণর জেনারেল বা গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনিই ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ; কোন সম্প্রদায় বিশেষকে তিনিই সনন্দপত্র (Charter) দিতে পারেন, যুদ্ধঘোষণা করিতে, সন্ধি করিতে, অপরাধীর শাস্তি কমাইতে বা মাপ দিতেও তিনিই ক্ষমবান। নৌসৈন্য বা স্থলসৈন্যের তিনিই সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনিই অসহায়, নাবালক, পাগল প্রভৃতির অভিভাবক, দেশের শান্তিস্থাপক, সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকারক। প্রত্যেক বিচারকের পশ্চাতে তিনি দণ্ডায়মান আছেন। আবার প্রত্যেক গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনিই বাদী হইয়া বিচারকের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতেছেন। যদু যদি শ্যামকে হত্যা করে, তবে প্রজাহত্যা অপরাধে সম্রাটই ফরিয়াদী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়াইবার চেষ্টা করেন। এইরূপ মকদ্দমাকে "সম্রাটবাদী মকদ্দমা" (Emperor Versus Case) বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু তিনি অবশ্য সশরীরে সর্ব্বস্থানে থাকিতে পারেন না। সেজন্য সর্ব্বপ্রকার আদালতে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে এক বা ততোধিক উকিল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, পবলিক প্রসি-

কিউটর, এটর্নী জেনারেল, ইত্যাদি নামে তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিয়া থাকেন।

সম্রাটের নিজের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও নিজ কর্ম্মচারী ভৃত্য-বর্গকে বেতন দিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে উপযুক্ত খরচা পাইয়া থাকেন, ও তাঁহার পুত্রকন্যার বা নিকট আত্মীয়ের ভরণ পোষণ, শিক্ষা প্রভৃতি জন্যও পার্লিয়ামেণ্ট হইতে পৃথক খরচা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সম্রাটকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রিভিকাউনসিল নামে একটী সভা আছে। মন্ত্রীসমাজের পরামর্শ লইয়া সম্রাট এই প্রিভিকাউন্‌সিলের সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন। রাজবংশীয়গণ, আর্কবিশপ প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যক্ষ-গণ, বৈদেশিক রাজদূতগণ ( Ambassadors ), হাউস অফ কমন্‌সের সভাপতি, ঔপনিবেশিক শাসন কর্ত্তাগণ, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ, বিচার, প্রভৃতি বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই সভ্য মনোনীত হইয়া থাকেন।

প্রিভিকাউন্‌সিলের আবার কয়েকটী বিভাগ আছে। যথা জুডিসি-য়াল কমিটী, ( বা বিচার বিভাগ ), বোর্ড অফ্ ট্রেড, (বা বাণিজ্য বিভাগ), বোর্ড অফ এডুকেশন ( বা শিক্ষা বিভাগ ), এবং লোক্যাল গবর্ণমেণ্ট বোর্ড ( বা স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ )। কতকগুলি করিয়া প্রিভিকাউন-সিলের সভ্য ঐ এক এক বিভাগের ভার লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে জুডিসিয়াল কমিটীর সহিতই ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পর্ক। ১৮৩৩ সালে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার আদালতের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে একটী আইন দ্বারা এই জুডিসিয়াল কমিটী গঠিত হয়। এক্ষণে ইহাই সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আপীল-আদালত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত সৈয়দ আমীর আলিই প্রিভিকাউনসিলের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সভ্য এবং জুডি-

সিয়্যাল কমিটীর জজ। এই জুডিসিয়্যাল কমিটীর বিচার অনিন্দ্যনীয়, এবং পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে বিমুক্ত। ইঁহারা সম্রাটের নামে রায় দিয়া থাকেন। *

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহাসভার অধিকাংশ সভ্যের ভোট বিশ্বাস ও সমর্থন যাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসমাজ ( Ministry ) গঠিত করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রীসমাজে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকেন :—

১। First Lord of the Treasury অর্থাৎ প্রধান ধনাধ্যক্ষ। এই পদে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। সুতরাং অন্য কার্য্যে মন দিতে পারেন বলিয়া প্রধানমন্ত্রীই এই পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বার্ষিক বেতন ৫০০০ পাউণ্ড।

২। Lord High Chancellor অর্থাৎ বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি হাউস অফ লর্ডসের সভাপতি, সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালতের এবং হাইকোর্টের সভাপতি, জুডিসিয়াল কমিটীর একজন মেম্বর, ইত্যাদি। ইঁহাকে সকল মন্ত্রী অপেক্ষা বেশী খাটিতে হয়। এই পদের বেতন বার্ষিক দশহাজার পাউণ্ড।

---

* প্রিভিকাউনসিলের কমিটীর বিচারকগণ নিম্নলিখিত ভাবে রায় দিয়া থাকেন।

"Considering all these circumstances of the case their Lordships humbly advise His Majesty to dismiss ( or to allow ) this Appeal." ইত্যাদি।

অর্থাৎ "তাঁহারা সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্রাট মহোদয়কে এই আপীল অগ্রাহ্য ( বা মঞ্জুর ) করিতে পরামর্শ দিতেছেন।"

ইঁহাদের এইরূপ পরামর্শ ক্রমে সম্রাটের নামে আপীলের রায় প্রচারিত হইয়া থাকে।

৩। Home Secretary অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র সচিব। ইনি ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ কার্য্য সকল পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৪। Foreign Secretary অর্থাৎ বৈদেশিক সচিব। সাম্রাজ্যের সহিত বৈদেশিক রাজার বা রাজ্যের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, তাহার তত্ত্বাবধান করেন ও তাহাদের সহিত পত্র লেখালেখি করেন।

৫। Colonial Secretary বা ঔপনিবেশিক সচিব। ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যের যেখানে যত উপনিবেশ আছে (যথা ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, কেপকলনি, দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি) সেই সকলের সহিত পত্রলেখালেখিকরা, তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি কার্য্য করেন।

৬। War Secretary অর্থাৎ যুদ্ধমন্ত্রী। যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, স্থলসৈন্য, নৌসৈন্য, বিমান সৈন্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা, তাহাদের খরচ চালাইবার ব্যবস্থা করা, ও তাহাদের কার্য্যের জন্য পালিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদেহী করা ইত্যাদি কার্য্য করেন।

৭। Secretary of state for India, অর্থাৎ ভারত সচিব। ইনি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামক সভার সাহায্যে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই কাউন্সিলে শুদ্ধ ইংরাজ নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু ১৯০৯ সাল হইতে একজন করিয়া ভারতবাসী হিন্দু বা মুসলমানকে সভ্য নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমে শ্রীযুক্ত সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, তৎপরে সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামী, আগা খাঁ, প্রভৃতি মহোদয়গণ এই কাউনসিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জনৈক সভ্য আছেন। ভারতসচিবের ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কার্য্য ও দায়িত্ব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত পাঁচজন সেক্রেটারীর মধ্যে ভারতীয় সেক্রেটারীর ও তাঁহার কাউনসিলের বেতন ভারতীয় রাজকোষ হইতে এতকাল প্রদত্ত হইত। অপর চারিজন সেক্রেটারীর বেতন ও অন্যান্য খরচা ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। ১৯১৯ সালের নূতন ভারত শাসন সংস্কার আইনের বিধানমতে বর্ত্তমান বৎসর হইতে ভারত সচিবের ও ইণ্ডিয়া কাউনসিলের খরচ ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতেই দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। তাহাতে এদেশের দুইটী লাভ হইল। প্রথম লাভ এই যে অনেকগুলি টাকা বাঁচিয়া গেল। দ্বিতীয় লাভ এই যে ব্রিটীশ করদাতা-গণকে এতগুলি টাকা বেতন দিতে হওয়ায়, পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহাদের বেতনের বজেট মঞ্জুর করিবার সময় তাঁহাদের কার্য্যাবলী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবেন।

উপরিউক্ত ৫জন সেক্রেটারী ভিন্ন আরো অনেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীসমাজে অধিষ্ঠিত আছেন। সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্য কোন প্রশ্ন করিলে যে মন্ত্রী সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, তিনি তাহার সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রীকেই কোন কার্য্য করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিতে হয় যে যখন এই বিষয় লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে 'প্রশ্ন উঠিবে তখন সন্তোষজনক কি উত্তর দিতে পারিব? অতএব তাঁহাকে প্রতিপদে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। কারণ স্বীয়কার্য্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলেও মহাসভা হইতে censure (নিন্দা) প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং পাঠকগণ বুঝিতেছেন যে ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি কিরূপ ক্ষমতাশালী।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাইব যে ১৯১৫।১৬ সালের ভারতশাসন আইন (Government of India Act) দ্বারা কি কি বিধান হইয়া-

ছিল। বর্ত্তমানে এই আইন অনুসারেই ভারত শাসনকার্য্য চলিতেছে। ১৯১৯ সালের নবপ্রবর্ত্তিত আইন অনুসারে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্য হইবে। তাহা আমরা তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে সরল প্রাঞ্জল-ভাষায় বিবৃত করিয়া দেখাইব যে নূতন আইন বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, এবং এতদ্বারা আমরা আমাদের দেশশাসনে কত দূর ক্ষমতা পাইলাম।

# ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন। *

২৯ জুলাই ১৯১৫।

বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সমবেত লর্ডস্ ও কমন্স্ সভার সভ্যগণের উপদেশ, সম্মতি এবং ক্ষমতা অনুসারে মহোচ্চ সম্রাট মহোদয়ের দ্বারা এই আইন প্রণীত হউক যে :—

## প্রথম অংশ—ইংলণ্ডস্থিত ভারত শাসন কার্য্য।

## ( PART I. HOME GOVERNMENT )

### সম্রাট ( The Crown )

১। যিনি ইংলণ্ডের রাজা এবং ভারতবর্ষের সম্রাট, তাঁহার উপরই ভারতশাসনভার বিন্যস্ত রহিয়াছে। ঐ দেশ তাঁহার নামেই শাসিত

* ভারত শাসন সম্বন্ধে যে সকল আইন পাস হইয়াছে, তৎ সমস্ত একত্রিত করিয়া ১৯১৫ সালে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এই আইন পাস হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। তদবধি এই আইনানুসারেই ভারত শাসন কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। গত ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর যে ভারত শাসন সংস্কার আইন পার্লিয়ামেণ্ট হইতে পাস হইয়াছে, এবং যাহার অনুসারে আগামী ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্য হইবে, তাহা এই আইনেরই পরিশোধন মাত্র। নূতন আইনে এই আইনকে মূল আইন ( Principal Act ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং নূতন আইন বুঝিতে হইলে এই আইনটীও বুঝা দরকার বলিয়া ইহার অনুবাদ প্রথমতঃ দেওয়া গেল।

হইবে, এবং ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ( Government of India Act ) পাস না হইলে সাবেক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার পরিচালনা করিতে পারিতেন, সম্রাট মহোদয়ও ভারত শাসন কার্য্যে সে সকলই পরিচালনা করিতে পারিবেন।

## ষ্টেট সেক্রেটারী ( Secretary of State )

২। (১) যদি ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন পাস না হইত, তাহা হইলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকগণ, বা তাঁহাদের নিযুক্ত ডিরেক্টারগণ ভারত শাসন কার্য্য, রাজস্ব আদায়কার্য্য বা অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যে ভারতীয় কর্ম্মচারীদের উপর যে সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, ষ্টেটসেক্রেটারীও সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

(২) ভারত গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ষ্টেট সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইবে, এবং তিনি ভারতীয় রাজস্ব হইতে তৎতাবৎ কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন, পেনসন বা ভাতা দিবেন এবং অন্যান্য খরচ করিবেন।

(৩) ভারতীয় রাজস্ব হইতে ষ্টেটসেক্রেটারীর ও তাঁহার অণ্ডার-সেক্রেটারীদের বেতন প্রদত্ত হইবে। *

## ইণ্ডিয়া কাউনসিল ( The Council of India )

৩। (১) ইণ্ডিয়া কাউনসিলে ১০ জনের কম নয়, এবং ১৪ জনের

* নূতন আইনের ৩০ ধারাতে এই বিধান উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ষ্টেট সেক্রেটারী প্রভৃতির বেতন ১৯২০ সাল হইতে ভারতীয় রাজকোষ হইতে না দিয়া ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইবে। সুতরাং ঐ টাকা এখন হইতে ব্রিটীশ করদাতাদিগকে দিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারীর কার্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিবেন।

বেশী নয়, এরূপ সংখ্যক সভ্য থাকিবেন। সভ্য সংখ্যা ষ্টেটসেক্রেটারী স্থির করিয়া দিবেন।

(২) এই কাউনসিলের সভ্যপদ শূন্য হইলে ষ্টেটসেক্রেটারী শূন্যপদে সভ্য নিযুক্ত করিবেন।

(৩) কোন শূন্যপদ পূর্ণ করিবার সময় যদি তিনি দেখেন যে তৎকালীন সভ্যদের মধ্যে নয় জন সভ্য দশ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করেন নাই বা গবর্ণমেণ্টচাকরী করেন নাই, এবং পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে ভারত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তবে তিনি এমন লোককে নিযুক্ত করিবেন, যিনি ৫ বৎসরের মধ্যে ভারত হইতে আসিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে দশ বৎসর তথায় বসতি করিয়াছেন বা চাকরী করিয়াছেন।

(৪) এই কাউনসিলের প্রত্যেক সভ্য (member) ৭ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(৫) কোনও সভ্যের ৭ বৎসর কার্য্যকাল শেষ হইলে ষ্টেটসেক্রেটারী তাঁহাকে পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য পুনর্নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু কেন পুনর্নিযুক্ত করিতেছেন, তাহার কারণ উল্লেখে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিবেন। নচেৎ কোন সভ্য পুনর্নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৬) যে কোন সভ্য লিখিতপত্রদ্বারা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার অনুরোধ অনুসারে সম্রাট মহোদয় যে কোন সভ্যকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

(৮) ভারতীয় রাজস্ব হইতে প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড বেতন দেওয়া হইবে। *

* নূতন আইনের ৩১ ধারাতে উপরোক্ত ৩ ধারার (১) হইতে (৮) দফা পর্য্যন্ত বিধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

৪। এই কাউনসিলের কোন সভ্য পালিয়ামেন্ট সভায় আসন পাইতে বা ভোট দিতে পারিবেন না।

৫। সভ্যগণ ষ্টেটসেক্রেটারীর আদেশ এবং এই আইনের বিধানানুসারে ভারত শাসনসম্পর্কীয় ইংলণ্ডস্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রাদি লেখালেখি করিবেন। কিন্তু বিলাত হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল আদেশ বা চিঠিপত্র যাইবে, তাহাতে ষ্টেটসেক্রেটারী স্বাক্ষর করিবেন।

৬। (১) ইণ্ডিয়া কাউনসিলের যে মিটীংয়ে পাঁচজন সভ্য উপস্থিত থাকিবেন, কেবল সেই মিটীংয়েই ধার্য্য প্রস্তাব বলবৎ গণ্য হইবে।

(২) কাউনসিলের কোন সভ্য পদ শূন্য আছে বলিয়া তাহার অধিবেশন বা কার্য্য বন্ধ হইবে না।

৭। (১) ষ্টেটসেক্রেটারী এই কাউনসিলের সভাপতি হইবেন ও তাঁহার ভোট দিবার ক্ষমতা রহিল।

(২) তিনি কোন সভ্যকে কাউনসিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিতে বা অপসারিত করিতে পারিবেন।

---

*১ম দফায়—"১০ জনের কম নয় ১৪ জনের বেশী নয়" স্থলে "৮ জনের কম নয় ১০ জনের বেশী নয়" এরূপ হইয়াছে।

৩য় দফায়—"৯ জন সভ্য" স্থলে "অর্দ্ধেক সভ্য" ধরিয়া লইতে হইবে।

৪র্থ দফায়—"সাত বৎসর" স্থলে "পাঁচ বৎসর" কার্য্য কাল স্থির হইয়াছে। তবে যাঁহারা মুল আইন অনুসারে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যকাল ৭ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।

৮ম দফা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সভ্যদের বেতন বার্ষিক বার শত পাউণ্ড হইল। কোন ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হইলে অতিরিক্ত ছয় শত পাউণ্ড ভাতা পাইবেন। এবং এই সকল বেতন ও ভাতা ভারতীয় রাজস্ব বা ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের প্রদত্ত টাকা দ্বারা দেওয়া হইবে।

(৩) কাউনসিলের অধিবেশনে ষ্টেটসেক্রেটারী সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতে ভাইস প্রেসিডেণ্ট তাহা করিবেন। উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮। ষ্টেটসেক্রেটারীর নির্দ্দেশ মত স্থানে ও সময়ে কাউনসিলের অধিবেশন হইবে। কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ একবার অধিবেশন হইবেই।

৯। (১) অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কার্য্য করিতেই হইবে বলিয়া এই আইনে যে সকল বিধান আছে, কেবল সেই সকল স্থলে ভিন্ন অন্য কোন স্থলে, কাউনসিলের অধিবেশন সময়ে সভ্যগণের মতভেদ হইলে ষ্টেটসেক্রেটারীর মতই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(২) কোন অধিবেশনে উভয় পক্ষের ভোট সমান হইলে সভাপতি দ্বিতীয় আর একটা ( casting ) ভোট দিতে পারিবেন।

(৩) ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুপস্থিতিতে যে অধিবেশন হইবে, তাহার কার্য্যাবলীতে ষ্টেটসেক্রেটারীর লিখিত অনুমোদন থাকা আবশ্যক হইবে।

(৪) কোনও অধিবেশনে সভ্যগণের মতভেদ ঘটিলে তাঁহার মত ও যুক্তি কার্য্যবিবরণী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে যে কেহ ঐরূপে তাঁহার মত ও যুক্তিও ঐ পুস্তকে লেখাইতে বলিতে পারিবেন।

১০। কার্য্য সুবিধার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারী কাউন্সিলের সভ্যদের লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কমিটী গঠন করিয়া তাঁহাদের উপর বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্য্য চালাইবার ভার দিতে পারিবেন। এবং সেই সকল কমিটী কিরূপভাবে কার্য্য করিবেন, তাহার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

## আদেশ ও পত্র লেখালেখি
## ( Orders and Communications )

১১। ( ১ ) বিলাত হইতে যে কোন আদেশ বা পত্র ভারতে পাঠান হইবে, তাহা যদি কাউনসিলের অধিবেশনে পেষ না করা হইয়া থাকে, তবে পাঠাইবার পূর্ব্বে ৭ দিন ধরিয়া কাউনসিল গৃহে রাখা হইবে, যাহাতে সমস্ত সভ্য তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

( ২ ) যে কোন সভ্য সেই পত্র বা আদেশ দৃষ্টে নিজ মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন, এবং তাহা তৎক্ষণাৎ ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হইবে।

( ৩ ) যদি অধিকাংশ সভ্য কোন প্রস্তাবিত কার্য্যের বিরুদ্ধে মত দেন, ও ষ্টেটসেক্রেটারী তদ্বিরুদ্ধে কার্য্য করেন, তবে তদ্রূপ করিবার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১২। ( ১ ) যদি তিনি দেখেন যে কোন পত্র বা আদেশ জরুরী ভারতে পাঠান দরকার, তবে সেরূপ আদেশ পাঠাইতে কাউনসিলের অধিবেশনে তাহা উপস্থিত না করিয়া অথবা উপরোক্ত ভাবে ৭ দিন কাউনসিলগৃহে তাহা না রাখিয়াও পাঠাইতে পারিবেন।

( ২ ) এরূপ স্থলে ঐ অর্ডার বা পত্র পাঠাইবার কি জরুরী বা গুরুতর কারণ ছিল, তাহা লিখিয়া প্রত্যেক সভ্যকে জানাইবেন।

১৩। ( ১ ) যুদ্ধ বা শান্তিঘোষণা করা, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করা, কোন রাজার বা রাজ্যের সহিত পত্র লেখালেখি করা, কোন রাজার প্রতি কোন বিশেষ নীতি অবলম্বন করা, ইত্যাদি বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন আদেশ বা পত্র পাঠাইবার দরকার হইলে, এবং এই আইনের বিধান অনুসারে তাহা কাউনসিলে পেষ করিয়া অধিকাংশ সভ্যের মত লওয়া আবশ্যক না হইলে, এবং তাহা গোপনীয় ভাবে পাঠান

উচিত বিবেচিত হইলে, ষ্টেটসেক্রেটারী তাহা উপরোক্ত ভাবে কাউনসিলের সভ্যগণের গোচরে না আনিয়াও ভারতে পাঠাইতে পারিবেন।

(২) ভারতীয় বড়লাট বা কোন গবর্ণর ষ্টেট সেক্রেটারী যদি কোন পত্র পাঠান যাহার মর্ম্ম সাধারণে জানা উচিত নয়, তবে তদুপরি "গোপনীয়" (secret) কথা লিখিয়া দিবেন। ষ্টেটসেক্রেটারীর আদেশ ভিন্ন তাহার মর্ম্ম কোনও সভ্যকে জানান হইবে না।

১৪। সকৌনসিল ভারতীয় বড়লাট বা কোন সকৌন্সিল গবর্ণর যে কোন পত্র (despatch) পাঠাইবেন, তাহা ষ্টেট সেক্রেটারীর নামেই পাঠাইবেন।

১৫। ভারতীয় গবর্ণমেন্টকে কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইবার ৩ মাস মধ্যে সেই বিষয় পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভায় জানাইতে হইবে।

১৬। সকৌন্সিল বড়লাটের উচিত যে ভারত শাসন রাজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদা ষ্টেট সেক্রেটারীতে সঠিক বিস্তৃত সংবাদ দেন।

## ষ্টেট সেক্রেটারীর দপ্তরখানা

## (Establishment of Secretary of State)

১৭। (১) শ্রীযুক্ত সম্রাট মহোদয়ের আদেশভিন্ন ষ্টেট সেক্রেটারীর অফিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা বা বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে না। যখন তাহা করা হইবে, তাহার ১৪ দিনের মধ্যে সেই আদেশ পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভায় জানান হইবে।

(২) অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় যেরূপ নিয়মানুসারে পরীক্ষা, প্রশংসাপত্র, শিক্ষানবিশী, ইত্যাদি যোগ্যতা দেখা হয়, এই আফিসের কর্ম্মচারী নিয়োগ সময়েও তাহা দেখিতে হইবে।

(৩) উপরিলিখিত বিধান বজায় রাখিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহার আফিসের যে কোনও কর্ম্মচারীকে বহাল বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

১৮। সাম্রাজ্যের অন্যান্য সেক্রেটারী বা সিভিল বিভাগের কর্ম্মচারী, বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত, ওয়ারেষদিগকে যেরূপ পেনসন, ভাতা বা ক্ষতি পূরণ দিবার ব্যবস্থা আছে, সম্রাট মহোদয় ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারীকে, তাঁহার অফিসের কোন কর্ম্মচারীকে, বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত, ওয়ারেষকে সেইরূপ পেনসন, ভাতা, বা ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

## ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ

১৯। যদি ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন পাস না হইত, তাহা হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটরগণ কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়নে ক্ষমবান ছিলেন, ষ্টেট সেক্রেটারীও (এই আইনের বিধান বজায় রাখিয়া) সেই সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।

তবে সৈনিক বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ সময়ে তিনি দেখিবেন যে পদপ্রার্থীর পিতৃ পিতামহ কেহ সম্রাটের অধীনে বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছে কিনা।

## দ্বিতীয় অংশ—ভারতীয় রাজস্ব

(Part II. The Revenues of India)

২০। (১) ভারতীয় রাজস্ব সম্রাট মহোদয়ের নামেই আদায় হইবে। এবং এই আইনের বিধান অনুসারে কেবলমাত্র ভারত শাসন কার্য্যে ব্যয় হইবে

(২) ভারতীয় রাজস্ব হইতে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যয় প্রদত্ত হইবে। যথা :—

(ক) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের ঋণ।

(খ) ঐ কোম্পানীর আমলে কোন সন্ধি, চুক্তি, স্বীকারোক্তি, দায়িত্বগ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা ভারতীয় রাজস্ব হইতে যে কোন টাকা দিবার দায় বা দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে।

(গ) ভারত শাসন কর্ম্ম চালাইবার জন্য যে কোন খরচা, বা ঋণ, বা দায়িত্ব আইন সঙ্গতরূপে দেয় হইবে।

(ঘ) এই আইনানুসারে যে সকল খরচা করিবার বিধান হইল।

(৩) "ভারতীয় রাজস্ব" কথা দ্বারা ব্রিটীশ ভারতে জমির খাজনা, ট্যাক্স্, মাশুল, জরিমানার টাকা, ফৌতিফেরারী বাজেয়াপ্তী আয়, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের আয় বুঝাইবে।

(৪) ভারতে যাহা কিছু গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তি আছে, তাহাও ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

২১। ভারতীয় রাজস্ব সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর আয়ত্তাধীনে থাকিবে। ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের মত না লইয়া তাহার কোন অংশ ষ্টেট সেক্রেটারী নিজে খরচের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

২২। ব্রিটীশ ভারতের কোন অংশ সত্য সত্যই (actually) শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে, বা আশু শত্রু আক্রমণ নিবারণ করা আবশ্যক না হইলে, বা তদ্রূপ কোন জরুরী গুরুতর ঘটনা না ঘটিলে, ভারতের সীমার বাহিরে কোন যুদ্ধ কার্য্যের খরচ পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে না।

২৩। (১) ভারতীয় রাজস্ব হইতে যে টাকা বিলাতে প্রেরিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষের কোনও বিলাতস্থ সম্পত্তির আয় বা বিক্রয় লব্ধ টাকা যাহা হইবে, সমস্তই এই আইন মত খরচ করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীকে দেওয়া হইবে।

(২) এবং তাহা "ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে" সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী নামীয় (To the account of the Secretary of State for India in Council) হিসাবে জমা হইবে।

(৩) ভারতবর্ষের হিসাবে কোনও বিষয়ে কোন টাকা খরচ করিতে হইলে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের দুইজন সভ্যের ষ্টেট সেক্রেধারীর (অথবা একজন অণ্ডার সেক্রেটারীর) কিম্বা ইণ্ডিয়া অফিসের একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল, ইত্যাদি দ্বারা স্বাক্ষরিত চেকের দ্বারা খরচের টাকা প্রদত্ত হইবে।

(৪) চল্‌তি খরচ চালাইবার জন্য সকৌন্‌সিল ষ্টেট সেক্রেটারী উক্ত ব্যাঙ্কে "চল্‌তি হিসাবে" (current accountএ) উপযুক্ত টাকা রাখিবেন।

(৫) "ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড" সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর নামে "ষ্টক" খরিদ করিয়া তাহার দস্তুরমত হিসাব বহি রাখিবে।

(৬) এইরূপ হিসাব (Public Account) বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন কেশিয়ারের উপর আমমোক্তার নামা দিয়া সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী এরূপ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে তাঁহারা

(ক) ঐ ষ্টক বা তাহার কোন অংশ দরকার মত বিক্রয় করিতে,

(খ) নূতন ষ্টক খরিদ করিতে,

(গ) তাহার সুদ বা ডিভিডেণ্ট আদায় করিতে পারিবেন, এবং ইণ্ডিয়া কাউনসিলের দুইজন সভ্যের স্বাক্ষরিত ও ষ্টেট সেক্রেটারীর মঞ্জুরীযুক্ত (countersigned) অনুমতি পত্র অনুসারে উক্ত টাকা রাখিবেন, বা এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে লইয়া যাইবেন।

২৫। উক্ত ব্যাঙ্কস্থিত সমস্ত ষ্টক ঐরূপ দুইজন সভ্য দ্বারা স্বাক্ষরিত ও ষ্টেট সেক্রেটারীর মঞ্জুরীযুক্ত (countersigned) আদেশ পত্র দ্বারা ব্যবস্থা করা হইবে।

২৬। (১) (ক) প্রতিবৎসর ২৯শে মে তারিখের মধ্যে সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভাতে গত বৎসরের সর্ব্বপ্রকার ভারতসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিবেন।

(খ) সেই হিসাবে দেখাইবেন যে গতবৎসরের সর্ব্বশেষ বজেট এষ্টিমেট কিরূপ ছিল।

(গ) গতবৎসরের প্রথমে ও শেষে কত ষ্টক, ও কতদেনা বা দায়িত্ব ছিল।

(ঘ) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর আফিসের কর্ম্মচারীদের ও তাহাদের বেতনের, বা ভাতায় তালিকা।

(২) বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড বা ততোধিক বেতন বা পেনসন্ যদি কাহারও জন্য কোনও কারণে গতবৎসরে মঞ্জুর করা হইয়া থাকে, তবে তাহার তালিকা ও বিশেষ বিবরণ দিবেন।

(৩) ভারতীয় প্রত্যেক প্রদেশের রিপোর্ট হইতে সঙ্কলন করিয়া রিপোর্ট দিবেন যে ভারতের কিরূপ উন্নতি হইতেছে।

২৭। (১) সম্রাট মহোদয় রাজনামাঙ্কিত শিলমোহরযুক্ত আদেশ পত্র দ্বারা সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর আয়ব্যয় পরীক্ষার জন্য অডিটার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) এই অডিটার উক্ত আয় ব্যয় ও মজুত সম্পত্তির হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ উক্ত অডিটারের নিকট সমস্ত হিসাব বহি, কাগজাৎ রসীদ, ভাউচার, পরীক্ষার্থ পেষ করিবেন।

(৪) হিসাব পরীক্ষা সময়ে অডিটার ঐ সকল ব্যক্তিদের যাঁহাকে ইচ্ছা তলব দিয়া আবশ্যক মত প্রশ্ন করিতে বা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৫) হিসাব পরীক্ষার পর তিনি তাঁহার মন্তব্য ও রিপোর্ট সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট পাঠাইবেন। এবং যথার্থ রূপে ভারত শাসন কার্য্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কোন খরচ হইয়া থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবেন।

(৬) যদি তিনি দেখেন যে যে সকল আয় ব্যয় বা মজুত টাকার হিসাব তালিকাযুক্ত করা উচিত ছিল, অথচ তালিকাযুক্ত করা হয় নাই, অথবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনও খরচ করা হইয়াছে, তবে তাহা এবং অপর কোনও ভ্রম, ক্রুটী, অশুদ্ধতা দৃষ্ট হইলে তাহা স্বীয় রিপোর্টে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিবেন।

(৭) তাঁহার সমস্ত রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভাতেও পেষ করিবেন।

(৮) যতদিন ভাল ভাবে কাজ করিবেন, ততদিন উক্ত অডিটার কার্য্য করিতে থাকিবেন।

(৯) অডিটারকে ও তাঁহার সহকারীদিগকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে সম্রাটমহোদয় স্বীয় বিবেচনা মত বেতনাদি দিবেন।

(১০) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর আফিসের কর্ম্মচারীদের পেনসন, ভতা ইত্যাদি দিবার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে অডিটারের বা তাঁহার সহকারীদের পেনসন, ভতা ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা হইবে।

## তৃতীয় অংশ—সম্পত্তি, চুক্তি ও দায়িত্ব।

## ( Part III. Property, contracts and Liabilities )

২৮। (১) ভারত শাসন জন্য সম্রাট মহোদয়ের নামে যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, ষ্টেটসেক্রেটারী ইণ্ডিয়া কাউনসিলের

অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, ও তদ্দ্বারা নূতন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

(২) কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক সম্বন্ধীয় দলিল কাউনসিলের দুই জন সভ্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও শিলমোহরযুক্ত হইবে।

(৩) যে কোনও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উক্তরূপে অর্জ্জিত হইবে, তাহা সম্রাট মহোদয়ের নামেই হইবে।

২৯। (১) ষ্টেটসেক্রেটারী কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া যে কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

(২) এরূপ চুক্তি সকৌন্‌সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর নামে হইবে।

(৩) (৪) তাহা কাউনসিলের দুই জন সভ্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(৫) কোন মালামাল তৈয়ারি করিয়া দিবার বা কোন খরিদ বিক্রয় করিবার, কিম্বা জাহাজ ভাড়া, বা ইনসিওর‍্যান্‌সের, চুক্তিতে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের স্থায়ী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্ম্মচারী স্বাক্ষর করিলেই চলিবে। তবে এই বিষয় যথা সময়ে ষ্টেট-সেক্রেটারীকে জানাইতে হইবে।

(৬) যিনি যখন ষ্টেটসেক্রেটারী থাকিবেন, তাঁহার উপরেই ঐ সকল চুক্তির দায়িত্ব ও ফলাফল বর্ত্তিবে।

৩০। (১) সকৌন্‌সিল বড়লাট এবং কোনও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভারত শাসন কার্য্যের জন্য আবশ্যক বুঝিলে সকৌন্‌সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন ক্রমে স্বস্ব এলেকাস্থিত যে কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি

বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে, ও তৎসক্রান্ত দলিল সম্পাদন করিতে, বা যে কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবেন। *

(২) সকৌন্সিল বড়লাট যে ব্যক্তির দ্বারা যেরূপ ভাবে ঐ রূপ দলিল সম্পাদন করিতে আদেশ দিবেন, সেই ব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ ভাবে সম্পাদিত হইলে তাহা ষ্টেটসেক্রেটারীর উপর বাধ্যকর হইবে।

(৩) এই বিধান অনুসারে যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হইবে, তাহা সম্রাট মহোদয়ের নামেই অর্জ্জিত হইবে।

৩১। ভারতবর্ষে ফৌতিফেরারী বাজেয়াপ্তী যে সকল সম্পত্তি সম্রাট মহোদয়ের হস্তে আসিবে। সকৌন্সিল বড়লাট, (অথবা কোনও আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি) তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবেন।

৩২। (১) কোনও আদালতে নালিষ করিতে হইলে "সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী" এই নামে তাঁহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নালিষ হইবে।

(২) যদি ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন পাস না হইত, তাহা হইলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির নালিষ করিবার যে ক্ষমতা থাকিত, ষ্টেটসেক্রেটারীর বিরুদ্ধেও তাহার সেইরূপ নালিষ করিবার ক্ষমতা ও অধিকার রহিল।

(৩) এবং ঐ আইন পাস না হইলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সম্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতের রায় ডিক্রী যেরূপ ভাবে জারী হইতে পারিত,

* ১৯১৯ সালের নূতন আইনের ২ ধারার ১।২।৩ দফা অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির স্ব স্ব এলেকাস্থিত সম্পত্তি বা রাজস্ব বন্ধক দিবার অধিকার প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন আর লইতে হইবে না। পশ্চাতে নূতন আইনের ঐ ধারার নিম্নে ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

সম্রাট মহোদয়ের ভারতীয় সম্পত্তির বিরুদ্ধেও সেরূপ ভাবে জারী করিতে পারা যাইবে।

( ৪ ) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী, বা তাঁহার কাউনসিলের কোন সভ্য, বা তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিয়াছেন, এমন কোন কর্ম্মচারী উপরোক্ত কোন চুক্তি বা দায়িত্বের জন্য নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হইবেন না। তজ্জন্য ভারতীয় রাজস্ব দায়ী থাকিবে।

## চতুর্থ অংশ—সকৌন্সিল বড়লাটের সাধারণ ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কার্য্য।

## ( Part IV—General Powers of the Governor General in Council )

৩৩। ভারত গবর্ণমেণ্টের সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের সমস্ত কার্য্য তত্বাবধান, ও পরিচালনা করা, এবং আয়ত্তাধীনে রাখার ভার সকৌন্সিল বড়লাটের উপর ন্যস্ত থাকিল। ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট হইতে তিনি যখন যে আদেশ পাইবেন, তাহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিলেন।

৩। সম্রাট মহোদয়ের স্বাক্ষরিত রাজকীয় শিলমোহর যুক্ত পরোয়ানা দ্বারা গবর্ণর-জেনারেল ( বড়লাট ) নিযুক্ত হইবেন।

৩৫। গবর্ণর-জেনেরেলের একজিকিউটিভ কাউনসিলে সাধারণ ( ও দরকার হইলে ) অতিরিক্ত মেম্বর ( সভ্য ) থাকিবে।

৩৬। ( ১ ) সাধারণ মেম্বরগণ সম্রাট মহোদয়ের স্বাক্ষরিত রাজকীয় শিলমোহর যুক্ত পরোয়ানা দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

( ২ ) ইহাদের সংখ্যা ৫ জন হইবে। তবে সম্রাট মহোদয় উপযুক্ত মনে করিলে আর একজন ষষ্ঠমেম্বর নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

: (৩) ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন সভ্য এরূপ হইবেন যাঁহারা নিয়োগের সময়ে অন্ততঃ পক্ষে দশবৎসর ভারতে সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, এবং আর একজন এরূপ লোক হইবেন, যিনি ইংলণ্ডে স্কটলণ্ডে, বা আয়র্লণ্ডে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া অন্ততঃ পক্ষে পাঁচবৎসর ব্যারিষ্টরী করিয়াছেন।

(৪) কাউনসিলে নিয়োগের সময় যদি কোন সভ্য সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত থাকেন, তবে যতদিন তিনি কাউনসিলে সভ্য থাকিবেন, ততদিন তিনি সেনানায়কত্ব করিতে বা কোনও actual যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। *

৩৭। (১) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী উপযুক্ত মনে করিলে ভারতীয় প্রধান সেনাপতিকে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের এক জন অতিরিক্ত (Extraordinary) মেম্বর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সেরূপ স্থলে তিনি বড়লাটের অব্যবহিত নিম্নে স্থান প্রাপ্ত হইবেন।

(২) ভারতের কোনও প্রদেশে যখন একজিকিউটিভ কাউনসিলের অধিবেশন হইতে থাকিবে, সেই অধিবেশনের সময় তৎতৎ প্রদেশের গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর, বা চীফকমিসনার, কাউনসিলের অতিরিক্ত (Extraordinary) মেম্বর হইবেন। †

৩৮। বড়লাট একজন সভ্যকে স্বীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।

* নূতন আইনের ২৮ ধারার দ্বারা এই ৩৬ ধারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে নূতন আইনের ২৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

† নূতন আইনের ২৮ ধারার ৪র্থ দফা দ্রষ্টব্য। তাহাতে এই দফার বিধান রহিত করা হইয়াছে।

৩৯। (১) বড়লাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ কাউনসিলের অধিবেশন হইবে।

কাউনসিলের অধিবেশনে বড়লাট, (বা তাঁহার অনুপস্থিত কালে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তিনি) এবং একজন সাধারণ মেম্বর উপস্থিত থাকিলেই তাঁহাদের কার্য্যাবলী ও ক্ষমতা সকৌন্সিল বড়লাটের কার্য্য ও ক্ষমতা পরিচালন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। (১) এই কাউনসিল হইতে যাহা কিছু আদেশ হইবে, তাহা "সকৌন্সিল বড়লাটের" আদেশ বলিয়া প্রচারিত হইবে, এবং তাহাতে ভারত গবর্ণমেন্টের কোন সেক্রেটারীর স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) কাউনসিলের কার্য্য সৌকর্য্যের জন্য বড়লাট নিয়ম প্রণয়ণ করিয়া দিবেন। তদনুসারে যে কিছু কার্য্য ও আদেশ হইবে, তাহা "সকৌন্সিল বড়লাটের" কার্য্য বা আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১। (১) কাউনন্সিলে উত্থাপিত কোন বিষয়ে যদি মত ভেদ হয়, তবে অধিকাংশের মতে কার্য্য করিতে বড়লাট বাধ্য হইবেন। যদি উভয় পক্ষের ভোটসংখ্যা সমান হয়, তবে বড়লাট (অথবা তাঁহার অনুপস্থিতে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন তিনি) একটী দ্বিতীয় (casting) ভোট দিতে পারিবেন।

(২) তবে যদি বড়লাট বিবেচনা করেন যে উপস্থিত প্রস্তাব দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের বা তাহার কোন অংশের শান্তি, স্বার্থ কিম্বা নির্ব্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তবে তিনি নিজ ক্ষমতায় অধিকাংশের মত সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক রূপে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৩) সেইরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী দুইজন সভ্য এইরূপ বলিতে পারিবেন যে তাঁহাদের প্রতিবাদ ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করা

হউক। তদনুসারে সেই রিপোর্ট ও কাউনসিলের অন্যান্য সভ্যগণের লিখিত মতামত যুক্ত কার্য্য বিবরণী তাঁহার নিকট পাঠান হইবে।

(৪) বড়লাট তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের মত লইয়াও যে কার্য্য আইন মত করিতে পারেন না, তদ্রূপ কোন কার্য্য উপরোক্ত বিধান মতে ও করিতে পারিবেন না।

৪২। যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে বড়লাট কাউনসিলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া লিখিত পত্রের দ্বারা জানান, তবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, অথবা তাঁহার ও অনুপস্থিতি সমবেত সাধারণ মেম্বরগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কর্ম্মচারী তিনিই সভাপতি হইবেন, এবং বড়লাট এই কাউন্সিলে যেরূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন, তদ্রূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।

কিন্তু যেস্থানে কাউনসিলের ঐরূপ অধিবেশন হইবে, সেই নগরে যদি বড়লাট তৎকালে বাস করিতে থাকেন, তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে উক্তরূপে কাউনসিলে যে কোন কার্য্য হইবে, তাহাতে বড়লাটের স্বাক্ষর থাকা দরকার হইবে। (তবে যদি তিনি পীড়া বশতঃ স্বাক্ষর করিতে না প্যারেন তাহা স্বতন্ত্র কথা) যদি তিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তবে উপরোক্ত ৪১ (২) ধারার ন্যায় কার্য্য হইবে।

৪৩। (১) যখন সকৌন্সিল বড়লাট ঘোষণা করিবেন যে ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাঁহার পরিদর্শন করিতে যাওয়া দরকার এবং তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণ সঙ্গে যাইবেন না, তখন ঐ কাউনসিল হইতে বড়লাটের উপর এরূপ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে, যদ্বারা তিনি পরিদর্শনের সময় একাকীই সকৌন্সিল বড়লাটের সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা স্বীয় বিবেচনামত পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) কাউনসিল হইতে দূরে অনুপস্থিত থাকার সময়ে বড়লাট আবশ্যক বিবেচনা করিলে নিজ ক্ষমতায় ও দায়িত্বে যে কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর, বা তদধীন কোন রাজকর্ম্মচারীর উপর যে কোন আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। এবং সেই আদেশ "সকৌন্সিল বড়লাটের" আদেশের সমান গণ্য হইবে। কিন্তু সেই আদেশের নকল, ও আদেশ প্রচারের কারণ ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তাহা পাইয়া ষ্টেট-সেক্রেটারী এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাটের উপরোক্ত ক্ষমতা দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া তক স্থগিত থাকে। এবং সে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে বড়লাটের ঐরূপ ক্ষমতা স্থগিত থাকিবে।

৪৪। (১) সকৌন্সিল ষ্টেট-সেক্রেটারীর স্পষ্ট মঞ্জুরী ভিন্ন সকৌন্সিল বড়লাট কোনও যুদ্ধ ঘোষণা করিতে, বা কাহারও সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিতে, বা ভারতীয় কোন রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অপর কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে, বা কোন রাজার দখল বজায় রাখিবার জন্য কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। তবে যেখানে অপর পক্ষ প্রকৃতই যুদ্ধ ঘোষণা বা আরম্ভ করিয়াছে, কিম্বা ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বা তদধীন কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, সেক্ষেত্রে ষ্টেট-সেক্রেটারীর পূর্ব্বাহ্লে অনুমোদন আবশ্যক হইবে না বা তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

(২) কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে সকৌন্সিল বড়লাট এমন কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না বা সন্ধিতে আবদ্ধ হইবেন না যিনি সত্যই (actually) শত্রুতা করিতেছেন না বা করিবার আয়োজন করিতেছেন না।

(৩) যখনই সকৌন্সিল বড়লাট কোন যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন বা কোন সন্ধি করিবেন তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় যুক্তিসহ ষ্টেট-সেক্রেটারীকে জানাইবেন।

## পঞ্চম অংশ—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট।

## ( Part V. Local Government )

৪৫। (১) প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকৌন্সিল বড়লাটের আদেশ পালন করিবেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী সর্ব্বদা তৎপরতার সহিত তাঁহাকে জানাইবেন। যে সকল ঘটনা তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা উচিত, তাহা রিপোর্ট করিবেন, এবং যে সকল সংবাদ তিনি জানিতে চাহেন, তাহাও তাঁহাকে জানাইবেন। সেই প্রদেশ শাসন সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে তাঁহার আদেশাধীনে, তত্ত্বাবধানের অধীনে ও আয়ত্তাধীনে থাকিবেন।

(২) কোনও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোনও ভারতীয় রাজার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা কোনরূপ সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না, যে পর্য্যন্ত সকৌন্সিল বড়লাটের বা ষ্টেট সেক্রেটারীর স্পষ্ট আদেশ না পান। তবে হঠাৎ কোন জরুরী ঘটনা ঘটিলে, বা আসন্নবিপদ বুঝিলে, বা এরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিলে বা সন্ধি না করিলে বিপজ্জনক হইবে এরূপ বুঝিলে, ঐরূপ আদেশ পূর্ব্বাহ্ণেই দরকার হইবে না। কোনও সন্ধি তাঁহারা করিলেও তাহাতে এরূপ বিধান থাকিবে যে বড়লাট ইচ্ছা করিলে তাহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন। যদি কোন গবর্ণর, লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর, চীফকমিশনার বা তাঁহাদের একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোন মেম্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক সকৌন্সিল বড়লাটের এই ধারানুযায়ী আদেশ অমান্য করেন, তবে তাঁহাকে সসপেণ্ড বা পদচ্যুত করা হইবে, ও ইংলণ্ডে

পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া, আইনানুসারে অপর যে কোনও শাস্তি হইতে পারে, তাহাও হইবে।

(৩) কোন প্রদেশে বড়লাট উপস্থিত থাকিলে তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোনও ক্ষমতার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না।

৪৬। (১) বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী সকৌন্সিল গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইবে। *

(২) এই তিন প্রদেশের গবর্ণরগণ সম্রাট মহোদয়ের স্বাক্ষরিত রাজকীয় শিলমোহরযুক্ত পরোয়ানা দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

(৩) এই তিন প্রদেশে একজিকিউটিভ কাউনসিল নিয়োগের ব্যবস্থা ষ্টেট সেক্রেটারী উপযুক্ত বিবেচনা করিলে স্থগিদ বা রদ করিতে পারিবেন। এবং সেরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণর একাই সকৌন্সিল গবর্ণরের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

৪৭। (১) গবর্ণরের একজিকিউটীভ কাউনসিলের মেম্বরগণ সম্রাট মহোদয়ের স্বাক্ষরিত রাজকীয় শিলমোহরযুক্ত পরোয়ানা দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। এবং ষ্টেট সেক্রেটারী যেরূপ নির্দ্দেশ করিবেন সেই সংখ্যক মেম্বর নিযুক্ত হইবেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা ৪ জনের অধিক হইবে না।

(২) এই ৪ জনের মধ্যে অন্ততঃ ২ জন সভ্য এরূপ হইবেন যাঁহারা ভারতবর্ষে ন্যূনপক্ষে ১২ বৎসর সম্রাটের অধীনে চাকরী করিয়াছেন।

(৩) যদি ভারতীয় প্রধান সেনাপতি ঐ তিন প্রদেশের কোন

* নূতন আইন মতে পঞ্জাব, আসাম, মধ্য প্রদেশ, আগ্রা অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ এই পাঁচটী প্রদেশেও সকৌন্সিল গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন। এবং ৪৬ হইতে ৫১ ধারা পর্য্যন্ত ধারাগুলি তৎ তৎ প্রদেশেও প্রযুজ্য হইবে।

প্রদেশে উপস্থিত থাকেন তবে তথায় থাকাকালীন তিনিও কাউনসিলের একজন মেম্বর হইবেন। *

৪৮। গবর্ণর তাঁহার কাউনসিলের সভ্যগণের মধ্যে একজনকে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।

৪৯। (১) কাউনসিলে মিলিত হইয়া যে সকল আদেশ বা কার্য্য-বিবরণী প্রচারিত হইবে, তাহা "সকৌন্সিল গবর্ণরের" আদেশ বা কার্য্য-বিবরণী বলিয়া প্রচারিত হইবে। এবং তাহা সেই গবর্ণমেণ্টের কোনও সেক্রেটারী দ্বারা, অথবা সকৌন্সিল গবর্ণরের আদেশমত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) স্বীয় কাউনসিলের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে গবর্ণর নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিবেন। এবং তদনুসারে যা কিছু আদেশ বা কার্য্য হইবে, তাহা সকৌন্সিল্ গবর্ণরের আদেশ বা কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। (১) কাউনসিলে উত্থাপিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মতে কার্য্য করিতে গবর্ণর বাধ্য থাকিবেন। যদি উভয়পক্ষে সমান ভোট হয়, তবে গবর্ণর ( বা যিনি সভাপতিত্ব করিবেন তিনি ) একটী অতিরিক্ত ( casting vote ) দিতে পারিবেন।

(২) তবে যদি গবর্ণর বিবেচনা করেন যে অধিকাংশের মতে কার্য্য করিতে গেলে স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশের শান্তি স্বার্থ বা নির্ব্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তবে তিনি নিজ ক্ষমতায় ও দায়িত্বে তাঁহাদের মত সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণর ও উপস্থিত সভ্যগণ স্ব স্ব বক্তব্য বিস্তৃতভাবে তাঁহাদের গোপনীয় কার্য্যবিবরণী পুস্তকে যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং

* নূতন আইনের ৫ ( ১ ) ধারা অনুসারে প্রধান সেনাপতি অতঃপর আর কোনও প্রাদেশিক গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর হইবেন না।

তৎপরে গবর্ণরের যেরূপ আদেশ হইবে, সেই আদেশের নিম্নভাগে গবর্ণর ও ঐসকল মেম্বার স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) কাউনসিলের সম্মতি লইয়াও আইনসঙ্গতভাবে গবর্ণর যাহা করিতে পারেন না, উপরোক্ত বিধান দ্বারা সে কার্য্য তিনি করিতে পারিবেন না।

৫১। যদি পীড়া বা অন্য কারণে গবর্ণর কাউনসিলের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভ্যগণকে জানান, তবে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কর্ম্মচারী, তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। এবং গবর্ণরের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।

তবে যে যেখানে কাউনসিলের অধিবেশন হইতেছে, গবর্ণর যদি সে নগরে উপস্থিত থাকেন, তবে ঐ অধিবেশনের কার্য্যাবলীতে তাঁহার স্বাক্ষর আবশ্যক হইবে। (পীড়াবশতঃ স্বাক্ষর করিতে না পারিলে স্বতন্ত্র কথা)। যদি তিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তবে উল্লিখিত ৫০ (২) (৩) ধারার বিধানমত কার্য্য হইবে।

৫২। সকৌন্সিল ষ্টেট-সেক্রেটারী উপযুক্ত মনে করিলে আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশকে একটী প্রেসিডেন্সীতে পরিণত করিয়া সকৌন্সিল গবর্ণরের শাসনাধীন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। *

৫৩। (১) বিহার ও উড়িষ্যা, আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, ও ব্রহ্মদেশ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইবে। তাহাদের একজিকিউটিভ কাউনসিল থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

(২) সকৌন্সিল বড়লাট সম্রাটের আদেশ ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট

---

* নূতন আইনে এই প্রদেশ সকৌন্সিল গবর্ণরের শাসনাধীন হইবার বিধান হইয়াছে। ৪৬ ধারার নিম্নে ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

হইতে পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া কোনও নূতন প্রদেশকে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন বলিয়া গঠিত করিতে পারিবেন। * (২)

৫৪। (১) সম্রাট মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া বড়লাট কর্ত্তৃক লেফটে-ন্যাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

(২) যিনি সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষে ন্যূনকল্পে দশ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ লোকই লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর হইতে পারিবেন।

(৩) সম্রাট মহোদয়ের আদেশ ষ্টেট-সেক্রেটারীর মারফৎ গ্রহণ করিয়া বড়লাট লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরদের ক্ষমতা ঘোষণা করিতে ও সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

৫৫। (১) সকৌন্সিল ষ্টেট-সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া যে কোন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের কার্য্য সাহায্য জন্য একজিকিউটিভ কাউনসিল সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

(ক) কাউনসিলে কতজন সভ্য থাকিবেন (কিন্তু চারিজনের অধিক হইবে না) তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

(খ) কোন মেম্বর পীড়া বা অন্য কারণে অনুপস্থিত হইলে অস্থায়ী মেম্বর নিয়োগ করিবার ও সভ্যগণের মতভেদ হইলে কিরূপভাবে কার্য্য হইবে, তাহা স্থির করিবার, জন্য ব্যবস্থা করিবেন। উভয়পক্ষে ভোট সমান হইলে, বা পীড়া প্রভৃতি কারণে লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর অনুপস্থিত থাকিলে কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য হইবে তাহাও বড়লাট স্থির করিয়া দিবেন।

তবে এইরূপ নিয়ম প্রণয়ণ ও বিজ্ঞাপন করিবার ৬০ দিন পূর্ব্বে তাহার একটী পাণ্ডুলিপি পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিতে হইবে।

---

† ব্রহ্মদেশ ভিন্ন অন্য তিনটী প্রদেশ নূতন আইন অনুসারে সকৌন্সিল গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। ঐ ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

যদি সেই সময়মধ্যে কমন্‌স্‌ সভা বা লর্ড্‌স্‌ সভা তদ্বিরুদ্ধে সম্রাট সমীপে প্রতিবাদ করেন, তবে ঐরূপ কোন কার্য্য বা নিয়ম করা হইবে না।

(২) লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরদিগকে বড়লাট বাহাদুর সম্রাট মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া নিযুক্ত করিবেন।

৫৬। লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্বীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের জন্য একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। তিনি লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের অনুপস্থিতিকালে কাউনসিলের সভাপতিত্ব করিবেন।

৫৭। লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্বীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের কার্য্যপ্রণালীর জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ণ করিয়া দিবেন। এবং তদনুসারে যে কোন কার্য্য বা আদেশ হইবে, তাহা "সকৌন্সিল লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের আদেশ" বলিয়া প্রচারিত হইবে।

৫৮। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ, ব্রিটীশ বেলুচিস্তান, দিল্লী, কুর্গ, আজমীর-মাড়োয়ারা, এবং আণ্ডামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এই কয়টা প্রদেশ চীফকমিশনার দ্বারা শাসিত হইবে।

৫৯। সকৌন্সিল বড়লাট ষ্টেট-সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া ও গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্রিটীশভারতের যে কোন অংশকে "সকৌন্সিল বড়লাটের" ক্ষমতাধীন ও আয়ত্তাধীন করিয়া দিতে পারিবেন, ও তাহা চীফকমিশনার বা অন্য কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইবার পক্ষে উপযুক্ত ও আবশ্যকমত আদেশ দিতে পারিবেন।

৬০। সকৌন্সিল বড়লাট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্রিটীশ-ভারতের যে কোন প্রদেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারিবেন।

(১) তবে সম্রাট মহোদয়ের আদেশ ষ্টেট সেক্রেটারীর মারফৎ পূর্ব্বাহ্ণে

না পাইলে একটী সম্পূর্ণ জেলা এক প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবেন না।

(২) এবং এই বিধান অনুসারে যদি কোনও বিজ্ঞাপন দেন, তবে তাহা ষ্টেট সেক্রেটারী পরে রদ করিয়া দিতে পারিবেন।

৬১। এইরূপে কোন প্রদেশের সীমা পরিবর্ত্তিত হইলে বা কোন জেলা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে সংযুক্ত হইলে সেই জেলার প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

৬২। সকৌন্সিল বড়লাট এবং মান্দ্রাজ বোম্বাই বাঙ্গালার সকৌন্সিল গবর্ণরগণ গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা সহরের সীমা বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। এবং যে কোনও ইংলণ্ডীয় আইন, বিশেষ আইন, বা প্রথা ঐ ঐ নগরে প্রচলিত আছে, তাহাও ঐ বর্দ্ধিত অংশে প্রযুজ্য করিতে পারিবেন।

## ষষ্ঠ অংশ—ভারতীয় আইনসভা।

## ( Part VI, Indian Legislature )

৬৩। (১) আইন প্রণয়ণ উদ্দেশ্যে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যগণ এবং আরও কতকগুলি নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া "ভারতীয় আইন সভা" ( Indian Legislative Council ) গঠিত হইবে।

(২) এই নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য সংখ্যা কত হইবে, অন্ততঃ কতগুলি মেম্বর উপস্থিত হইলে কাউনসিলের কার্য্য চলিবে ( কোরম্ Quorum হইবে ), সভ্যগণের কার্য্যকাল কতদিন হইবে, এবং মৃত্যু, পদত্যাগ, কর্ত্তব্যকরণে অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে সভ্যপদ শূন্য হইলে শূন্যপদে সভ্য নিয়োগ করিবার প্রণালী, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় এই আইনের

বিধান অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যের সংখ্যা এই আইনের ১ম তপশীল লিখিত সংখ্যার ( ৬০ জনের ) বেশী হইবে না।*

(৩) এই নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক এরূপ হইবেন যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে সিভিল বা মিলিটারী চাকরী করেন না। যদি কোন বেসরকারী সভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পদশূন্য গণ্য করিয়া তৎস্থানে আর একজন সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন।

(৪) কোন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফকমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশে যখন ভারতীয় আইন সভার অধিবেশন হইতে থাকিবে, তখন সেই লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফকমিশনার তাহার একজন অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

(৫) আইন সভার সভ্যগণ বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অধিকারী হইবেন না।

(৬) এই সভার সভ্যগণের কিরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, এবং কি প্রণালীতে তাঁহারা নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে সকৌন্সিল বড়লাট ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া নিয়ম প্রণয়ণ করিবেন।

(৬ ক) কোনও মেম্বরের নির্ব্বাচন আইনতঃ ঠিক হইয়াছে কিনা,

* নূতন আইনের ১৯ ( ১ ) ধারার বিধান অনুসারে বড়লাটের আইন সভার সভ্য সংখ্যা ১৪০ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে জনসাধারণের দ্বারা ১০০ জন নির্ব্বাচিত ও ৪০ জন বড়লাট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই ৪০ জনের মধ্যে ২৬ জন মাত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন।

তৎসম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধ উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে।

(৬ খ) ভারতীয় কোন রাজা বা তাঁহার কোন প্রজা (অন্যান্য যোগ্যতা বিশিষ্ট হইলে) এই আইন সভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৭) এইরূপে যে সকল নিয়মাবলী প্রণীত হইবে, তাহা যতশীঘ্র সম্ভব পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিয়া অনুমোদন লইতে হইবে। এবং তাহা পরে আর সকৌন্সিল বড়লাটের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

৬৪। (১) সকৌন্সিল বড়লাটের দ্বারা নির্দ্দিষ্টস্থানে এই "ভারতীয় আইন সভার" অধিবেশন হইবে।

(২) বড়লাট ( বা অন্য যে কেহ সভাপতিত্ব করিবেন, তিনি ) আইনসভার অধিবেশন স্থগিত বা মূলতুবী করিয়া অন্যদিন ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(৩) বড়লাটের অনুপস্থিতি সময়ে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট, এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কর্ম্মচারী যিনি উপস্থিত থাকিবেন, তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। বার্ষিক আয়ব্যয়ের বজেট আলোচনার সময়, বা সভ্যগণ-কর্ত্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় ভাইসপ্রেসিডেণ্ট অথবা এই আইনের বিধানানুসারে নিযুক্ত অপর কেহ সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কোন বিষয়ে উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে সভাপতি একটী দ্বিতীয় (অর্থাৎ Casting) ভোট দিতে পারিবেন।

৬৫। (১) আইনসভাধিষ্ঠিত বড়লাট নিম্নলিখিত বিষয়ে আইন প্রণয়ণ করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) ব্রিটিশভারতের সকল লোকের, সকল আদালতের, সকল স্থানের ও সকল বিষয়ের জন্য।

(খ) ভারতের অন্যান্য স্থানে সম্রাট মহোদয়ের যে সকল প্রজা বা কর্ম্মচারী আছে, তাহাদেরও জন্য।

(গ) ভারতের সীমার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ভারতীয় প্রজা আছে, তাহাদের জন্য।

(ঘ) সম্রাট মহোদয়ের ভারতীয় সৈন্যদলের কর্ম্মচারী, সৈনিক, প্রভৃতির শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য; (তাঁহারা যেখানেই থাকুন না, বা কার্য্য করুন না)।

(ঙ) ভারতীয় নৌসৈন্য বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের জন্য।

(চ) ভারতের কোন অংশে এক্ষণে যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীর পরিবর্ত্তন রদ, বা বাতিল করিবার জন্য।

(২) তবে, পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে তিনি এমন কোনও আইন করিতে পারিবেন না যদ্বারা—

(ক) ১৮৬০ সালের পরবর্ত্তী পার্লিয়ামেণ্ট প্রণীত কোন আইন খর্ব্ব বা রদ বাতিল হইতে পারে। *

(খ) অথবা ষ্টেট সেক্রেটারীকে ইংলণ্ডে টাকা কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা দিয়া পার্লিয়ামেণ্ট হইতে যে আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহা খর্ব্ব বা রদ বাতিল হইতে পারে। অথবা যদ্বারা গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের কোন অলিখিত আইন বা প্রথা, অথবা ব্রিটিশভারতের কোন স্থানে সম্রাটের

* এই বিধান দ্বারা বুঝাইতেছে যে ১৮৬০ সালের পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল আইন পাস হইয়াছে, আইন সভাধিষ্ঠিত বড়লাট তাহার পরিবর্ত্তন রদ বাতিল জন্য আইন করিতে পারিবেন।

রাজক্ষমতা, অথবা পার্লিয়ামেণ্টের কোন ক্ষমতা, খর্ব্ব, ক্ষুণ্ণ, বা হ্রাস হইতে পারে।

(৩) এবং ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন পূর্ব্বাহ্নে না লইয়া এমন কোন আইন করিতে পারিবেন না, যদ্বারা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের বিচারে সম্রাট মহোদয়ের কোনও ইউরোপীয় প্রজা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। এবং কোন হাইকোর্ট উঠাইয়া দিবার আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না।

৬৬। (১) পশ্চিমে উত্তমাশা অন্তরীপ, পূর্ব্বে ম্যাজিলন প্রণালী পর্য্যন্ত স্থান যাহাকে "ভারতীয় সাগর" ( Indian Waters ) বলে, এই সীমার মধ্যস্থিত ভারতীয় নৌসৈন্য বিভাগে ও যুদ্ধজাহাজে যাহারা কার্য্য করিতেছে, তাহাদের উপর ভিন্ন অপর কোন স্থানের কোন নৌকর্ম্মচারীর উপর ভারতীয় বড়লাটের কোন আইন প্রযুজ্য হইবে না।

(২) এইরূপ আইনে যে শাস্তির বিধান থাকিবে, তাহা সম্রাট মহোদয়ের অন্যস্থানস্থ নৌসৈন্য বিভাগের নির্দ্দিষ্ট শাস্তির সমান হইবে।

৬৭। (১) "ভারতীয় আইন সভাতে" আইন প্রণয়ণ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব ( motion ) উত্থাপিত হইবে না। তবে কোন আইন যদি ইতিপূর্ব্বেই পেষ হইয়া থাকে, বা পেষ হইবার প্রস্তাব হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তন সংশোধন ইত্যাদি সম্বন্ধে, বা আইন সভার কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কোনও আলোচনার জন্য প্রস্তাব (motion) উত্থাপিত হইতে পারিবে। ঐ সকল ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় আলোচিত হইতে পারিবে না।

(২) বড়লাটের মঞ্জুরী পূর্ব্বে না লইয়া নিম্নলিখিত বিষয় ঘটিত কোন আইনের পাণ্ডুলিপি আইন সভার অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে না :—

(ক) ভারতীয় সরকারী ঋণ, বা রাজস্ব, বা ভারতীয় রাজস্বের উপর দায় সংযোগ হইতে পারে, এমন কোন বিষয়।

(খ) ভারতীয় প্রজার ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, বা প্রথা সম্পর্কীয় কোন বিষয়।

(গ) সম্রাট মহোদয়ের মিলিটারী বা নৌসৈন্য বিভাগের শৃঙ্খলা, শাসন, ইত্যাদি।

(ঘ) বৈদেশিক রাজ্যের সহিত ভারতগবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ঘটিত বিষয়।

(৩) সকৌন্সিল বড়লাট ষ্টেট-সেক্রেটারীর মঞ্জুরী লইয়া আইন সভার অধিবেশনে ভারতীয় বার্ষিক আয়ব্যয় বজেট সমালোচনা করিবার, ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিবার ও সে সময়ে কে সভাপতিত্ব করিবেন, তাহা স্থির করিয়া দিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ণ করিতে পারিবেন। এই ধারা অনুসারে যে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে, তাহা পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিয়া অনুমোদন লইতে হইবে। এবং তৎপরে বড়-লাট তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৬৮। (১) আইনসভাতে কোন আইন পাস হইলে বড়লাট তাহাতে সম্মতি দিতে বা না দিতে পারিবেন, অথবা সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য রাখিয়া দিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপে বড়লাটের (অথবা সম্রাট মহোদয়ের) সম্মতিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনসভার পাস করা কোন আইন কার্য্যকর হইবে না।

৬৯। (১) কোন আইন আইনসভায় পাশ হইয়া বড়লাটের সম্মতি-যুক্ত হইলে তিনি তাহার একটা নকল ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাই-বেন। সম্রাট মহোদয় ইচ্ছা করিলে ষ্টেট সেক্রেটারীর মারফৎ জানাইতে পারিবেন যে তিনি উহা রদ করিলেন।

(২) সম্রাটের উক্তরূপ আদেশ পাইবামাত্র সেই আইন রদ হইবে, ও বড়লাট তাহা গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

৭০। "ভারতীয় আইনসভার" কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আইনসভাধিষ্ঠিত বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। কিন্তু সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী তাহা রদ করিতে পারিবেন।

## রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্স।

৭১। (১) কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্বীয় এলাকায় শান্তি সুশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনও "সাময়িক আইন" ( Regulation ) প্রণয়ন করা উপযুক্ত মনে করিলে তাহার একটী খশড়া পাণ্ডুলিপি যুক্তিসহ সকৌন্সিল বড়লাটের নিকট পাঠাইবেন। *

২) সকৌন্সিল বড়লাট তাহা বিবেচনাকরতঃ তাহাতে সম্মতি দিলে ইণ্ডিয়া গেজেটে ও স্থানীয় গেজেটে প্রকাশিত করা হইবে। এবং তাহা "ভারতীয় আইনসভায়" পাস করা আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে।

(৩) এরূপ রেগুলেশনের একটী নকল বড়লাট ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইবেন।

(ক) যে আদালতের বা কর্ম্মচারীর যতদূর এলাকা, তাহার বহির্ভূত স্থানে বিচার বা কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র এই কারণে কোনও রেগুলেশন অকার্য্যকর হইবে না।

(৪) ষ্টেট সেক্রেটারী স্বীয় কাউনসিলের মত লইয়া এই ধারার বিধান ব্রিটিশভারতের যে কোন স্থানে প্রবর্ত্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

* আইনের এই বিধান ক্রমে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্জাব গোলযোগের সময় তথাকার ছোট লাট স্যার মাইকেল ও' ডয়ার পঞ্জাব দলনের জন্য অনেকগুলি রেগুলেশনের প্রস্তাব করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহাতে সায় দিয়া তাহা প্রচার করিয়াছিলেন।

৭২। ব্রিটীশভারতে বা তাহার কোন অংশে শান্তিরক্ষা সুশৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি কারণে আবশ্যক বোধ করিলে ও জরুরী বিবেচিত হইলে বড়লাট নিজেই অর্ডিন্যান্স (জরুরী সাময়িক আইন) প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। তাহা আইনসভায় পাস করা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে। কিন্তু তাহা ছয়মাসের অধিক বলবৎ থাকিবে না। এবং সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী স্বীয় ক্ষমতানুসারে উক্ত অর্ডিন্যান্স রদ রহিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন। *

## প্রাদেশিক আইনসভা।

৭৩। (১) প্রাদেশিক আইন প্রণয়ণ করিবার জন্য গবর্ণর বা লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যগণ ও আরও কয়েকজন অতিরিক্ত নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া "প্রাদেশিক আইনসভা" স্থাপিত হইবে। তাঁহাদের মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণীত করা হইবে।

(২) মান্দ্রাজ বোম্বাই ও (বাঙ্গালার গবর্ণর আদেশ করিলে) বাঙ্গালার আইন সভাতে তৎ তৎ প্রদেশের এডেভোকেট জেনারেল "আইন সভার" একজন সভ্য হইবেন।

(৩) যে সকল লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিল নাই, তাঁহাদের ও চিফকমিশনারদের শাসনাধীন প্রদেশে এই আইনানুসারে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য দ্বারা আইন সভা গঠিত হইবে।

* এই ধারা অনুসারে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বড় লাট অনেকগুলি অর্ডিন্যাস প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। এবং ছয় মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাহা আবার আইন সভায় পেশ করিয়া পাস করাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

(৪) ইহাদিগকে "প্রাদেশীক আইনসভা" বলা হইবে।

৭৪। (১) বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক আইন সভাতে কতগুলি অতিরিক্ত নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য থাকিবেন, নূনকল্পে কতগুলি সভ্য উপস্থিত থাকিলে আইন সভার কার্য্য চলিবে, (কোর্‌ম্ Quorum হইবে), তাঁহারা কতদিন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, শূন্য পদে সভ্য নিয়োগ করা, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধানানুসারে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে। তবে এই আইনের তপশীলে লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা সভ্য সংখ্যা অধিক হইবে না। *

(২) নির্ব্বাচিত এবং মনোনীত সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্য এরূপ হওয়া চাই যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী লন, তবে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) এই সকল আইন সভার এডিসন্তাল সভ্যগণ প্রাদেশিক

* এই ধারানুসারে তপশীল সভ্য সংখ্যা নিম্ন লিখিত মত ধার্য্য হইয়াছিল ঃ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাঙ্গলার | প্রাদেশিক | আইন সভায় | ৫০ জন |
| মান্দ্রাজের | ” | ” | ৫০ ” |
| বোম্বাইয়ের | ” | ” | ৫০ ” |
| বিহার ও উড়িষ্যার | ” | ” | ৫০ ” |
| যুক্তপ্রদেশের | ” | ” | ৫০ ” |
| পঞ্জাবের | ” | ” | ৩০ ” |
| বর্ম্মার | ” | ” | ৩০ ” |
| আসামের | ” | ” | ৩০ ” |
| মধ্য প্রদেশের | ” | ” | ৩০ ” |

অতঃপর আর কোনও লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের প্রদেশ সৃষ্ট হইলে তথাকার প্রাদেশিক আইন সভায় ৩০ জন। নূতন আইনে এই সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ৭ (২) ধারা ও তপশীল দ্রষ্টব্য।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কোনও অধিবেশনে উপস্থিত হইতে হকদার হইবেন না।

( ৪ ) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন যে কিরূপ সর্ত্তে, কি প্রকারে, কোন ভারতবাসী এই সকল আইন সভাতে সভ্য মনোনীত বা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের কিরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, নির্ব্বাচনের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে কিরূপে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। ইত্যাদি।

( ৪ ক ) ভারতীয় কোন রাজা বা তাঁহার অধীনস্থ প্রজা এই সকল আইন সভাতে মনোনীত হইতে পারিলেন।

( ৫ ) এইরূপে যে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে, তাহা পালিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেয করিয়া মঞ্জুরী লওয়া হইবে। তৎপরে সকৌন্সিল বড়লাট তাহার কোন রদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৭৫। ( ১ ) বাঙ্গালা, মাদ্রাজও বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আইন সভার অধিবেশন হইবে।

( ২ ) গবর্ণরের দ্বারা, অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সভাপতিদ্বারা, আইন সভার অধিবেশন স্থগিত হইয়া অন্য দিন ধার্য্য হইতে পারিবে।

( ৩ ) গবর্ণরের অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেণ্ট, এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সিভিল কর্ম্মচারী সভাপতিত্ব করিবেন। *

( ৪ ) কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে সভাপতি একটী দ্বিতীয় ( বা Casting ) ভোট দিতে পারিবেন।

---

* নূতন আইনে এই ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ৯ (১) (২) (৩) (৪) (৫) দফা দ্রষ্টব্য।

৭৬। (১) কোনও লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের বা চীফ কমিশনারের আইন সভাতে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য কতগুলি থাকিবেন, ন্যূনকল্পে কতগুলি সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিবে ( অর্থাৎ কোরম্ Qu rum হইবে ), কোন কারণে সভ্যপদ শূন্য হইলে কি প্রণালীতে তাহা পূর্ণ করা হইবে, সভ্যদের কার্য্যকাল, ইত্যাদি সম্বন্ধে এই আইনানুসারে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে।

তবে সভ্যগণের সংখ্যা তপশীল লিখিত সংখ্যার অধিক হইতে পারিবে না।

( ২ ) লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফকমিশনারের আইন সভার মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্যগণের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সভ্য বেসরকারী হইবেন। *

( ৩ ) সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রণয়ণ করিয়া দিবেন যে কি নিয়মে ও কি কি যোগ্যতা থাকিলে এই সকল সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

( ৩ ক ) কোন নির্ব্বাচনের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যবস্থাও ঐ নিয়মাবলীতে থাকিবে।

( ৩ খ ) অন্যান্য যোগ্যতা থাকিলে ভারতীয় কোন রাজা বা তদীয় প্রজা আইন সভাতে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

( ৪ ) এই নিয়মাবলী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিয়া মঞ্জুরী লইতে হইবে। এবং সকৌন্সিল বড়লাট তৎপরে আর তাহা রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

---

* নূতন আইনে এই বিধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বেসরকারী সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। নূতন আইনের ৭ (১) (২) ও তপশীল দ্রষ্টব্য।

৭৭। (১) সম্রাটমহোদয়ের আদেশ ষ্টেটসেক্রেটারীর মারফৎ লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট কোন নূতন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের পদ দৃষ্টি করিতে ও তাঁহাব প্রাদেশিক আইন সভা গঠিত করিয়া তাহার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের প্রদেশের আইন সভা সম্বন্ধে উপরে যাহা বিধান হইল, তাহার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করতঃ চিফকমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশেও তাহা প্রযুজ্য হইবে, সকৌন্সিল বড়লাট এরূপ আদেশ গেজেটে প্রচারিত করিতে পারিবেন।

৭৮। (১) লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর ও চিফকমিশনার স্বস্ব আইন সভার জন্য একজন ভাইসপ্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।

(২) লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চিফকমিশনার অনুপস্থিত থাকিলে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট, এবং তিনিও অনুপস্থিত থাকিলে সভ্যগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, তিনি, সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কোন বিষয় মতদ্বৈধ হইলে সভাপতি একটা দ্বিতীয় (বা Casting) ভোট দিতে পারিবেন।

৭৯। (১) প্রাদেশিক আইন সভা স্বস্ব প্রদেশের শান্তি ও সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়ণ করিতে ক্ষমবান হইবেন।

(২) বড়লাটের অনুমোদন লইয়া স্বস্ব প্রদেশে প্রচলিত কোন আইন রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

(৩) বড়লাটের অনুমোদন না লইয়া কোনও প্রদেশের আইন সভা নিম্ন লিখিত বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন না।—

(ক) ভারত শাসন জন্য সকৌন্সিল বড়লাট কর্ত্তৃক স্থাপিত আমদানী রপ্তানী মাশুল, বা কোনও ট্যাক্স্, বা ভারতীয় সরকারী ঋণ সম্বন্ধে;

( খ ) চলিত মুদ্রা বা নোট প্রচলন।

( গ ) পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্য্যের কোনও ব্যবস্থা।

( ঘ ) ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন।

( ঙ ) ভারতবাসীর ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, বা প্রথা বা দেশাচার ঘটিত কোনও ব্যবস্থা।

( চ ) সম্রাটমহোদয়ের মিলিটারী বা নৌসেনা বিভাগের কোনও ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা।

( ছ ) পেটেন্ট বা কপিরাইট সম্পর্কে ব্যবস্থা।

( জ ) বৈদেশিক রাজ্যের সহিত ভারত গবর্ণমেন্টের যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা।

( ৪ ) পার্লিয়ামেন্ট কর্ত্তৃক প্রণীত কোন আইনে প্রাদেশিক আইন-সভা হস্তক্ষেপ করিবেন না।

( ৫ ) প্রাদেশিক সভার কোন আইন যদি এই আইনের বিধান অনুসারে বড়লাটের সম্মতিযুক্ত হয়, তবে, পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতি লওয়া হয় নাই, শুদ্ধ এই কারণে তাহা অকর্ম্মণ্য গণ্য হইবে না।

৮০। ( ১ ) কোন আইন প্রণয়ণ জন্য পাণ্ডুলিপি পেষ করিবার প্রস্তাব, বা কোন প্রস্তাবিত আইনের সংশোধন প্রস্তাব, অথবা আইন-সভার কার্য্য প্রণালী সম্পর্কীয় কোন প্রস্তাব ভিন্ন অপর কোন প্রস্তাব ( Motion ) প্রাদেশিক আইন সভাতে উপস্থিত করা বা আলোচনা করা হইবে না।

( ২ ) গবর্ণর, লেঁফ্‌টেন্যান্টগবর্ণর, বা চিফ কমিশনারের অনুমোদন পূর্ব্বে না লইয়া কোন সভ্য প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধে, অথবা প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দায় সংযোগ হইতে পারে, এরূপ কোন আইন করা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

(৩) সকৌন্সিল বড়লাটের অনুমোদন লইয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ণ করিতে পারিবেন যে প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশনে প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের বজেট আলোচিত হইবে। সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা হইবে, এবং কোন কোন বিষয়ে সংবাদ জানিবার জন্য সভ্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ঐ সকল বিষয়ের আলোচনাকালে, বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও গবর্ণমেণ্টর তরফ হইতে উত্তর দিবার সময়ে গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্টগবর্ণর বা চিফকমিশনারের পরিবর্ত্তে কে সভাপতি হইবেন তাহাও নিয়মাবলীতে ব্যবস্থিত হইবে। এই নিয়মাবলী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিয়া মঞ্জুরী লইতে হইবে। এবং সকৌন্সিল বড়লাট বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পরে তাহা রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৮১। (১) আইন সভায় কোন আইন পাস হইলে গবর্ণর বা চিক কমিশনার তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন।

(২) যদি তিনি সম্মতি না দেন, তবে আইন কোন কার্য্যকর হইবে না।

(৩) যদি সম্মতি দেন, তবে অবিলম্বে তাহার একটী নকল বড়লাটের নিকট পাঠাইবেন, ও তাঁহার সম্মতি পাইয়া গেজেটে ঘোষণা না করা পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকর হইবে না।

(৪) বড়লাট ঐরূপ কোন আইনে সম্মতি দিতে অসম্মত হইলে তাহার কারণ লিখিয়া গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্টগবর্ণর, বা চিফকমিশনারকে জানাইবেন।

৮২। (১) বড়লাট সম্মতি দিলে সেই আইনের একটী নকল ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট পাঠান হইবে। এবং সম্রাট মহোদয় ষ্টেটক্রেটারীর মারফৎ ঐ আইনে অসম্মতি জানাইতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ অসম্মতি জানান হইলে গবর্ণর, লেফটেন্যান্ট গবর্ণর, বা চিফকমিশনার তাহা গেজেটে ঘোষণা করিবেন। ও সেই আইন রদ বাতিল হইবে।

৮৩। (১) অতঃপর কোন প্রদেশে আইনসভা গঠিত হইলে তাহার প্রথমত অধিবেশনের পূর্ব্বেই সেই প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বড়লাটের সম্মতি লইয়া প্রস্তাবিত আইন সভার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

(২) প্রাদেশিক আইনসভা( গঠিত হইবার পর ) গবর্ণর, লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর, বা চীফকমিসনারের সম্মতি লইয়া ঐ নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু সকৌন্সিল বড়লাট সেই পরিবর্ত্তন মঞ্জুর না করিলে তাহা কার্য্যকর হইবেনা।

৮৪। ব্রিটীশ ভারতে যাঁহাদের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের প্রণীত আইন শুদ্ধ নিম্নলিখিত কোনও কারণেই যে অকর্ম্মণ্য গণ্য হইবে তাহা নয়, অর্থাৎ ;—

(ক) সম্রাটমহোদয়ের কোনও ক্ষমতার ( Prerogative ) খর্ব্ব করিয়াছে বলিয়া।

(খ) কোন আইন পাস হইবার সময় আইনসভার বেসরকারী সভ্য সংখ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া।

(গ) যিনি জষ্টিশ অফ দি পিস ( Justice of the Peace ) এমন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে যদি কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় ব্রিটীশ প্রজার বিচার ক্ষমতা দেন।

এই আইনের, অথবা পার্লিয়ামেণ্টের পাস করা কোন আইনের বিরোধী, এমন কোন আইন যদি ভারতের কোনও আইনসভা পাস করেন, তবে তাহা সেই পরিমাণে বাতিল হইবে।

# সপ্তমঅংশ-বেতন, ছুটী, নিয়োগ ও পদত্যাগ।

# Part VII—Salaries, Leave of Absence, Vacation of office, Appointments &c.

৮৫। এই আইনের দ্বিতীয় তপশীলে যেরূপ লিখিত হইল, তদনুসারে ভারতীয় বড়লাট প্রভৃতিকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে বেতন দেওয়া হইবে। সরঞ্জামী খরচ ইত্যাদি কত দেওয়া হইবে, তাহা ষ্টেটসেক্রেটারী স্থির করিয়া দিবেন। *

(ক) বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যদের বেতন সংক্রান্ত কোন আদেশ ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি ব্যতীত প্রচার করা হইবে না।

(খ) যদি ঐ ব্যক্তিগণ ঐ ঐ পদে নিযুক্ত হইবার সময় কোনও পেনসন প্রভৃতি পাইতে থাকেন, তবে তপশীল লিখিত বেতন হইতে সেই পেনসনের টাকা বাদ যাইবে।

(খ) এই ধারার বিধান মতে ভাতা বা বেতন দিবার জন্য ভারতীয় রাজস্বের উপর কোন অতিরিক্ত দায় charge চাপান হইবে না।

* আইনের দ্বিতীয় তপশীলে লিখিত ঊর্দ্ধতম বার্ষিক বেতন এইরূপ :—

বড়লাট———আড়াইলক্ষটাকা

প্রাদেশিকগবর্ণর———একলক্ষ কুড়ীহাজার টাকা

ভারতীয় প্রধানসেনাপতি——একলক্ষটাকা

লেফটেন্যাণ্টগবর্ণর——একলক্ষটাকা

অন্য সভ্যগণের কোনও ঊর্দ্ধতম বেতন নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে তাঁহারা বায়াত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক বেতন পাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যগণ—

চৌষট্টি হাজার টাকা।

(৩) উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যেদিন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিন হইতেই উক্ত বেতন প্রদেয় হইবে। তাঁহার কার্য্য জন্য উক্ত বেতন মাত্রই তাঁহার প্রাপ্য। (অর্থাৎ তাঁহার কোনও বাজে পাওনা থাকিবে না)

৮৬। (১) সকৌন্সিল বড়লাট, সকৌন্সিল গবর্ণর, ও সকৌন্সিল লেফটেন্যান্টগবর্ণর স্বস্ব একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরদিগকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দৃষ্টে ছয় মাসের অনধিককালের জন্য ছুটী দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ ছুটী প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুপস্থিত কালে তাঁহার চাকরী বজায় থাকিবে, ও ছুটার পর কার্য্যে যোগদান করিলে ছুটার সময়ের জন্য অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। কিন্তু ছয় মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৭। বড়লাট, বা প্রাদেশিক গবর্ণর বা ভারতীয় প্রধান সেনাপতি, কিম্বা (উক্তরূপে ছুটী না লইয়া) একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপে গেলে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৮। (১) সম্রাট মহোদয় স্বীয় স্বাক্ষরিত রাজকীয় শিলমোহর যুক্ত পরোয়ানা দ্বারা ঐ সকল শূন্যপদে সাময়িক ভাবে কাহাকেও নিযুক্ত করিতে, বা নিযুক্তির আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যিনি এইরূপ সাময়িক ভাবে নিযুক্ত হইবেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কার্য্য না করিলে তৎ তৎ পদের বেতন বা ক্ষমতা পাইবার হকদার হইবেন না।

৮৯। যিনি ঐ রূপ অস্থায়ী ভাবে, বা স্থায়ী ভাবে বড়লাটের পদে নিযুক্ত হইতেছেন, তিনি যদি সেইরূপে নিয়োগের সময় ভারতবর্ষে থাকেন, এবং কাউনসিলে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বড়লাটের সমস্ত ক্ষমতা

পরিচালনা করা আবশ্যক বা উপযুক্ত মনে করেন, তবে তিনি তাঁহার নিয়োগ ও ক্ষমতা পরিচালনার ইচ্ছা গেজেটে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) এবং তৎপরে কাউনসিলের অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত একাই সকৌন্সিল বড়লাটের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) তিনি ঐরূপে গেজেটে ঘোষণা দিবার পর হইতে এবং কাউনসিলের মেম্বরগণ তাহা জানিবার পূর্ব্বে কাউনসিলের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা বলবৎ হইবে। তবে যিনি ঐরূপে বড়লাটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে সেই সকল কার্য্য প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করিতেও পারিবেন।

(৪) ঐ মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মেম্বর কাউনসিলের সভাপতিত্ব করিবেন।

৯০। (১) বড়লাটের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে উক্ত দফা অনুসারে সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার না লওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রে গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি বড়লাটের কার্য্য করিবেন।

(২) এবং তিনি ঐ ভাবে কার্য্য করিবার সময় বড়লাটপদের বেতন পাইবেন ও বড়লাটের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। তাঁহার নিজ গবর্ণরী পদে এই আইনের বিধান মত অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন।

(৩) তিনি যদি বোধ করেন যে কাউনসিলে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বড়লাটের ক্ষমতা পরিচালনা করা আবশ্যক, তবে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তদ্বিষয় ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে উপরি লিখিত ৮৯ (১) (২) (৩) ধারার বিধান মত কার্য্য হইবে।

(৪) তিনি দস্তুর মত কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কাউনসিলের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাউনসিলের সিনিয়র মেম্বর বড়লাটের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।

(৩) এইরূপ কার্য্য করার জন্য তিনি বড়লাটপদের বেতন পাইবেন, কিন্তু তদুপরি আর নিজপদের বেতন দাবী করিতে পারিবেন না।

৯১। (১) যদি কোন গবর্ণরের পদশূন্য হয়, ও অস্থায়ী ভাবে বা স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হন নাই এরূপ হয়, তবে তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট, অথবা তাঁহারও অনুপস্থিতিতে ঐ কাউনসিলের সিনিয়র মেম্বর, তদভাবে সেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চীফসেক্রেটারী কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণরের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।

(২) এইরূপে কার্য্য করার জন্য তিনি বেতন পাইবেন, কিন্তু তদুপরি আর নিজপদের বেতন পাইবেন না।

৯২। (১) বড়লাটের বা প্রাদেশিক গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে দস্তুরমত তৎপদে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাট (বা গবর্ণর) অ্যাক্টিং সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপে নিযুক্ত সভ্য কার্য্য করার সময়ের জন্য কাউনসিল সভ্যের বেতনাদি পাইতে থাকিবেন। কিন্তু তদুপরি আর নিজপদের বেতন পাইবেন না।

(৩) পীড়া বা অপর কোন কারণে একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোন সভ্য কার্য্যে অক্ষম হইলে বা ছুটী লইলে, বা কার্য্যান্তরে প্রেরিত

deputed হইলে বড়লাট ( বা গবর্ণর ) তৎস্থানে কাহাকেও সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) এই অ্যাকৃটীং কার্য্যকারক ঐরূপে কার্য্যকরা কালে নিজপদের বেতনের অর্দ্ধেকও অ্যাকৃটীং পদের বেতনের অর্দ্ধেক পাইতে থাকিবেন।

(৫) (ক) তবে এইরূপ অ্যাকটীং পদে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবেনা যিনি আইন অনুসারে সে পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না।

(খ) এবং যদি ষ্টেটসেক্রেটারী বড়লাটকে জানান যে সেই শূন্য পদে আর কাহাকেও মেম্বর নিযুক্ত করা সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রেত নহে, তবে তাহা জানিবার পর ঐ শূন্যপদে কাহাকেও নিযুক্ত রাখিবেন না।

৯৩। ভারতীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার কোনও নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সভ্য ( যথাক্রমে ) বড়লাট বা গবর্ণরের বা লেফেটেন্যাণ্ট-গবর্ণরের বা চীফকমিশনারের নিকট পত্র লিখিয়া স্বীয় সদস্য পদ ইস্তফা করিতে পারিবেন। ইস্তফা গৃহীত হইলে ঐ পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন সভ্য ক্রমাগত দুইমাস ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিত থাকেন, বা স্বীয় পদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অক্ষম হন, তবে তাঁহার সদস্য পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৪। ষ্টেটসেক্রেটারী ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীগণের ছুটী, বিশেষ কার্য্যে কোথাও পাঠান, ইত্যাদি সম্বন্ধে, ও তাঁহাদের তৎকালীন বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রাপ্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৫। (১) ষ্টেটসেক্রেটারী ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে তাঁহাদের মধ্যে কে কোন্ পদে কিরূপ নিয়মে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে

পারিবেন, বা কর্ম্মচারীদের প্রোমোশন দিবেন। কোন কর্ম্মচারী ভারতীয় কোন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সসপেণ্ড বা বরখাস্ত হইলে ষ্টেটসেক্রেটারী পুনর্ব্বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে স্বপদে পুনঃ স্থাপিত করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের প্রারম্ভ সময়ে যে কর্ত্তৃপক্ষ যে আইন, রেগুলেশন, বা প্রথা অনুসারে কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদনুসারে, এবং এই আইনের বিধান বজায় রাখিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি করিতে থাকিবেন।

৯৬। ব্রিটীশ ভারতের কোন অধিবাসী, অথবা সম্রাট মহোদয়ের যে কোন প্রজা ভারতে বাস করিবে, তন্মধ্যে কেহই কেবল মাত্র জাতি, ধর্ম্ম, বাসস্থান, ইত্যাদি কারণ বশতঃ ভারতে রাজকার্য্য পাইতে বঞ্চিত হইবে না।

৯৬। (ক) সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিতে পারিবেন যে ভারতীয় কোন রাজা, বা তদীয় প্রজা সম্রাট মহোদয়ের অধীনে যাবতীয় সিভিল বা মিলিটারী বিভাগে যে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এবং ভারত সংলগ্ন কোনও স্বাধীন দেশের কোনও বিশেষ ব্যক্তিগণ মিলিটারী বিভাগে যে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। *

* এই বিধান অনুসারে রাজপুত, শিখ, মহারাট্টা, প্রভৃতি জাতীয় করদ ব মিত্র রাজ্যের রাজাগণ বা তদীয় প্রজাগণ ভারতীয় সিভিল বা মিলিটারী বিভাগে, এবং নেপাল ভুটান প্রভৃতি ব্রিটীশ ভারত সংলগ্ন স্বাধীনরাজা বা তদীয় প্রজাগণ ভারতীয় মিলিটারী বিভাগে নিযুক্ত হইতেছেন।

## অষ্টম অংশ-ভারতীয় সিভিল সার্ভিস।

## ( Part VIII—The Indian Civil Service )

৯৭। (১) সিভিল-সার্ভিস কমিশনারদের পরামর্শ ও সাহায্যে ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের অধীনে সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পরীক্ষার্থীদের কত বয়স ও কিরূপ যোগ্যতা থাকা উচিত এবং পরীক্ষার বিষয় কি হইবে তাহা নিয়মাবলীতে বর্ণিত থাকিবে।

(২)(ক) যে ব্যক্তি নিজে, বা যাহার পিতা কিম্বা মাতা সম্রাট মহোদয়ের সাম্রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এরূপ ব্যক্তিকে সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ঐ নিয়মাবলীতে থাকিবে।

(৩) নিয়মাবলী প্রণীতে হইবার ১৪ দিন মধ্যে তাহা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট পেষ করা হইবে।

(৪) যে সকল পরীক্ষার্থী ঐ নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন, ও সার্টিফিকেট পাইবেন তাঁহারা পরীক্ষার ফল অনুসারে কার্য্য পাইবেন।

৫। যাঁহারা এইরূপে সার্টিফিকেট পাইবেন, কেবল তাঁহারই সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী কর্ত্তৃক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইবেন।

৯৮। এই আইনের তৃতীয় তপশীলে যে পদগুলির উল্লেখ করা গেল সেই সেই পদ সিভিল সার্ভিস ভুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।*

---

* আইনের তৃতীয় তপশীলভুক্ত পদগুলি এই :—

১। মিলিটারী, নৌসেনা, এবং পূর্ত্তবিভাগ ভিন্ন ভারতীয় বা প্রাদেশিক

৯৯। (১) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে সক্ষম এরূপ ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ, এমন লোককেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যাঁহাদের যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রমানিত হইয়াছে, যিনি ব্রিটিশ ভারতে নিয়ত বসবাস করেন (অর্থাৎ সাময়িকভাবে ভারতে আসেন নাই) এরূপ পিতামাতার সন্তান, অথচ উপরিলিখিত বিধান অনুসারে পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করেন নাই।

(২) কিরূপ ভাবে এই সকল নিয়োগ হইবে, সকৌন্সিল বড়লাট তৎ সম্বন্ধে ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(৩) যাঁহারা এই ধারানুসারে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের কিরূপ যোগ্যতা থাকা দরকার, তাহা ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী দ্বারা স্থির করিয়া দিবেন, এবং তাহা কার্যাকর হইবার ৩০ দিন পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ হইয়া মঞ্জুর হইবে।

১০০। (১) ভারতীয় যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে ক্ষমবান, তাঁহারা যদি কোন বিশেষ স্থলে

গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমস্ত সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, ডেপুটী সেক্রেটারীর পদ।

২। একাউনটেণ্ট জেনারেল পদ।

৩।৪ বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রেভিনিউবোর্ডের মেম্বর ও সেক্রেটারীর পদ।

৫। লবণ, আবগারী ও আফিমের কমিশনার পদ।

৬। আফিম বিক্রয়ের এজেণ্ট পদ।

৭।৮। ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ।

৯।১০।১১। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

১২। রাজস্ব বিভাগের কমিশনার।

১৩।১৪। জেলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারী বা কলেক্টর ও এসিষ্ট্যাণ্ট কলেকটর।

এরূপ বুঝেন যে সিভিল সার্ভ্যান্ট ভিন্ন অন্য কোন লোককেও সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা উচিত, তবে যিনি অন্ততঃ সাতবৎসর ভারতে বাস করিয়াছেন, ও সিভিল সার্ভ্যান্টের তুল্য গুণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন, এরূপ লোককে সেই সার্ভিসে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

( ২ ) কিন্তু এরূপ নিয়োগ সাময়িক ভাবে হইবে। এবং নিয়োগের কারণ ও যুক্তিসহ অবিলম্বে ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি যদি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া উক্ত নিয়োগ অনুমোদন না করেন, অথবা একবৎসর মধ্যে অনুমোদন না জানান, তবে ঐরূপ নিয়োগ রহিত হইবে।

## নবম অংশ—ভারতীয় হাইকোর্ট

( Part IX—The Indian High Courts ).

১০১। ( ১ ) সম্রাট মহোদয়ের সনন্দ পত্র ( Letters patent ) দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে যে সকল হাইকোর্ট গঠিত, এই আইনে কেবলমাত্র তাহাদিগকেই হাইকোর্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

( ২ ) প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন চীফ জষ্টিশ থাকিবেন, ও সম্রাট মহোদয় যাহা উপযুক্ত মনে করেন, ততগুলি অন্য জজ ( পিউনি জজ ) থাকিবেন।

তবে বড়লাট আবশ্যকমত দুইবৎসরের অনধিক সময়ের জন্য কোন এডিসন্যাল জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই জজ সেই সময়ের জন্য সম্রাট মহোদয়ের দ্বারা নিযুক্ত জজের সমস্ত ক্ষমতা পাইবেন। এবং চিফজষ্টিশ সহ অন্যান্য জজগণের সংখ্যা ২০ জনের অধিক হইবে না।

( ৩ ) ( ক ) ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড বা আয়র্লণ্ডের কোন ব্যারিষ্টার যিনি পাঁচবৎসর ব্যারিষ্টারী করিয়াছেন।

(খ) যিনি দশবৎসর বা ততোধিক সময় সিভিল সার্ভিসে কার্য্য করিয়াছেন ও তন্মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসর কাল ডিষ্ট্রীক্ট জজের কার্য্য করিয়াছেন।

(গ) যিনি অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল সবর্ডিনেট জজের বা কোন ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিয়াছেন।

(ঘ) এবং যিনি দশবৎসর বা ততোধিক কাল কোন হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছেন।

এরূপ ব্যক্তিই হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) কিন্তু এডিসন্যাল জজ ভিন্ন অন্যান্য যতগুলি জজ থাকিবেন, সেই সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ (মায় চিফজষ্টিশ) উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যারিষ্টার হইবেন," এবং এক তৃতীয়াংশ সিভিল সার্ভাণ্ট হইবেন।

(৫) আগ্রা অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশের হাইকোর্টকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ও বাঙ্গালার হাইকোর্টকে কলিকাতা হাইকোর্ট বলা হইবে।*

১০২। (১) হাইকোর্টের জজগণ সম্রাট মহোদয়ের ইচ্ছামত সময়ের জন্য স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন

(২) কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজ পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে সকৌন্সিল বড়লাটের নিকট, ও অন্যান্য হাইকোর্টের জজ সেই প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিবেন।

---

* পঞ্জাবের সর্ব্বপ্রধান আদালতকে পূর্ব্বে লাহোর চীফকোর্ট বলা হইত। সম্প্রতি তাহা হাইকোর্টে পরিণত হইয়াছে। বিহার উড়িষ্যার হাইকোর্টকে পাটনা হাইকোর্ট বলা হয়। ব্রহ্মদেশের জন্য রেঙ্গুন চীফকোর্ট আছে। তাহা হাইকোর্টে পরিণতকরিবার প্রস্তাব চলিতেছে। মধ্যপ্রদেশের জন্য নাগপুরে জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্ট আছে। তাহা ঐ প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত। কিন্তু এ সকল আদালত হাইকোর্টের তুল্য নির্ভীক, তেজস্বী বা ক্ষমতাপন্ন নহে। কারণ সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত নহে।

১০৩। (১) হাইকোর্টের চীফজষ্টিসের পদ ও সম্মান সেই কোর্টের অন্যান্য জজ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ হইবে।

(২) অন্যান্য জজেরা, যিনি যতদিন পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব পাইবেন।

১০৪। (১) চীফজষ্টিশের ও অন্যান্য জজেদের বেতন, ভাতা, ফার্লো ছুটী, যাতায়াত খরচা, ইত্যাদি সম্বন্ধে সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারী নিয়ম ধার্য্য করিয়া দিবেন।

(২) তদনুসারে প্রত্যেক জজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর হইতে বেতনাদি পাইতে থাকিবেন।

(৩) যদি কোন হাইকোর্টের জজ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার সময় পথে মারা যান, অথবা ভারতে পৌঁছিবার ছয় মাস মধ্যে মারা যান, তবে ষ্টেটসেক্রেটারী তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে এক বৎসরের বেতন পুরাইয়া দিবেন।

(৪) যদি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার ছয় মাস মধ্যে কোন জজ মারা যান, তবে ষ্টেটসেক্রেটারী তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত প্রাপ্য বাদে আরও ছয় মাসের বেতন পুরাইয়া দিবেন।

১০৫। (১) কলিকাতা হাইকোর্টের চীফজষ্টিশের পদ শূন্য হইলে, বা তিনি ছুটী লইয়া অনুপস্থিত থাকিলে সম্রাট মহোদয়ের নিযুক্ত নূতন চিফজষ্টিশ আসিয়া কার্য্যভার না লওয়া পর্য্যন্ত, বা ছুটীর সময় পর্য্যন্ত বড়লাট তৎপদে অফিসিয়েটীং চীফজষ্টিশ নিযুক্ত করিবেন। অন্যান্য হাইকোর্টে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এরূপ অফিসিয়েটীং চীফজষ্টিশ নিযুক্ত করিবেন।

(২) চীফজষ্টিশ ভিন্ন অন্য কোন জজের পদ ঐ ঐ কারণে শূন্য

হইলে তৎ স্থানেও ঐ ঐ ভাবে জজ নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা সম্রাট মহোদয়ের নিযুক্ত জজেদের তুল্য ক্ষমতায় কার্য্য করিতে থাকিবেন।

১০৭। (১) সমস্ত হাইকোর্ট গুলিই কোর্ট-অফ-রেকর্ড। তাঁহাদের আদিম (অর্থাৎ Original) মকদ্দমার ও আপীল মকদ্দমার ও সামুদ্রিক মকদ্দমার (marine) বিচার ক্ষমতা থাকিবে। এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কীয় যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদয়ের উপর ক্ষমতা থাকিবে। হাইকোর্টের কেরাণী বা কর্ম্মচারী নিয়োগ, কর্ম্মপ্রণালী, ইত্যাদি সম্বন্ধে জজেরাই নিয়ম করিয়া দিতে পারিবেন।*

(১ ক) সম্রাট মহোদয় যে সনন্দ পত্র (Letters patent) দ্বারা হাইকোর্ট গঠিত করিবেন, আবশ্যক মত তাহার পরিবর্ত্তন করিতেও পারিবেন।

(২) কিন্তু ভারতীয় রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কোন আদিম ক্ষমতা (Original iurisdicti n) কোন হাইকোর্ট পরিচালনা করিবেন না। † (২)

১০৭। যে সমস্ত আদালত হইতে আপীল শুনিবার অধিকার হাই কোর্টের কাছে, সেই সমস্ত আদালতের উপর তত্ত্বাবধান ক্ষমতা হাই কোর্টের থাকিল, এবং হাইকোর্ট নিম্নলিখিত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন। যথা:—

---

* এই ক্ষমতা অনুসারে সমস্ত দেওয়ানী ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলিত ও নিয়মিত করিবার জন্য হাইকোর্ট হইতে সাকুলার, অর্ডার, ফরম্ প্রেরিত হইয়া থাকে।

† (২) অর্থাৎ কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী বেআইনী আদায় বা আদেশ প্রচার করিলে ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিলে হাইকোর্ট সে আপীলের বিচার করিতে পারিবেন।

( ক ) এই সকল নিম্নআদালতের রিটর্ণ ( Return ) অর্থাৎ মকদ্দমার তালিকা, বিবরণ, ইত্যাদি তলব করিতে পারিবেন।

( খ ) এক আদালত হইতে অন্য আদালতে মকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার ( transfer ) আদেশ দিতে পারিবেন।

( গ ) নিম্ন আদালত সমূহের কর্ম্ম প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য নিয়মাবলী, ফরম, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

( ঘ ) নিম্নআদালতের রেজিষ্টার, হিসাব বহি, ও খাতা পত্রাদি কিরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

( ঙ ) সেই সকল আদালতের উকীল, মোক্তার, এটর্ণী, ক্লার্ক, সেরিফ, বেলিফ, ও কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য ফির পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিবেন।

তবে সেই সকল নিয়মাবলী কোনও প্রচলিত আইনের বিরোধী হইবে না। কলিকাতা হাইকোর্ট সকৌন্সিল বড়লাটের সম্মতি লইয়া, এবং অন্যান্য হাইকোট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া তাহা প্রণয়ন করিবেন।

১০৮। ( ১ ) আদিম বা আপীল মকদ্দমা শ্রবণ জন্য কোন্ কোন্ জজ হাইকোর্টের কোন্ কোন্ বিভাগে বসিয়া কার্য্য করিবেন, তাহা প্রত্যেক হাইকোর্ট স্ব স্ব নিয়মাবলী দ্বারা বিধান করিতে পারিবেন।

( ২ ) চীফজষ্টিশ স্থির করিয়া দিবেন যে কোন্ স্থলে কোন্ জজ একাকী বসিয়া কার্য্য করিবেন, এবং কোন্ স্থলে দুই বা ততোধিক জজ একত্র বসিয়া কার্য্য করিবেন।

১০৯। ( ১ ) সকৌন্সিল বড়লাট কোনও স্থান বিশেষকে এক হাইকোর্টের এলাকা হইতে অন্য হাইকোর্টের এলাকাধীন করিতে পারিবেন অথবা যে স্থান পূর্ব্বে কোনও হাইকোর্টের এলাকাধীনে ছিল

না, সেই স্থানে কোনও হাইকোর্টের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালিত হইবে, এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন। এবং ব্রিটিশ ভারতের সীমার বাহিরে ব্রিটীশ প্রজার উপর ক্ষমতা পরিচালনা করিবার আদেশ দিতেও পারিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে সকৌন্সিল বড়লাট যে আদেশে দিবেন, তাহার একটা নকল ষ্টেটসেক্রেটারীর নিকট পাঠাইবেন।

(৩) সম্রাট মহোদয় সেরূপ কোনও আদেশে অসম্মতি দিলে ষ্টেট-সেক্রেটারী তাহা বড়লাটকে জানাইবেন। জানাইবার পর হইতে সেই আদেশ আর কার্য্যকর হইবে না। তবে জানাইবার পূর্ব্বে সেই আদেশ অনুসারে কোনও হাইকোর্ট যদি কিছু করিয়া থাকেন, তাহা রদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

১১০। (১) বড়লাট, গবর্ণর, লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর, চীফকমিশনার, ও তাঁহাদের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণ ;—

(ক) সরকারী কর্ম্মচারী রূপে (in their public capacity only) যে কোন কার্য্য করিয়াছেন, আদেশ প্রচার করিয়াছেন, বা পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য কোনও হাইকোর্টের আদিম বিভাগে বিচারিত হইবেন না, কিম্বা—

(খ) কোন হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কোনও মকদ্দমা সূত্রে গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ হইবে না, কিম্বা—

(গ) রাজদ্রোহ (অথবা ভীষণ দুষ্কর্ম্ম) ভিন্ন অন্য কোনও অপরাধে হাইকোর্টের আদিম ফৌজদারী বিচার ক্ষমতার অধীন হইবেন না।

(২) উপরিলিখিত ধারা হাইকোর্টের চীফজষ্টিশ বা অন্য সমস্ত জজের উপরেও প্রযুজ্য হইবে।

১১১। কোনও হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কোন দেওয়ানী

বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন রাজকর্ম্মচারী বা অপর কোনও ব্যক্তি যদি স্বীয় কৃত কার্য্যের জন্য বড়লাটের লিখিত আদেশপত্র দাখিল করেন, তবে সেই আদেশ পত্রই তাঁহার কৃত কার্য্যের সাফাই স্বরূপ ( full justification ) হইবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভারতীয় হাইকোর্টের বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত আদালতে এই সকল কার্য্যের জন্য মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বড়লাট, বা তাঁহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যগণ, বা তাঁহাদের আদেশ মত কার্য্য কারক কোনও ব্যক্তি সেই মকদ্দমার বিচারের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

১১২। কলিকাতা মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট যখন কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহরের অধিবাসীগণের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বা জমিজমা, খাজনা, মালামাল সংক্রান্ত কোন আদিম মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তখন উভয় পক্ষই যে আইন বা প্রথার অধীন * সেই অনুসারে বিচার করিবেন। এবং যেখানে একপক্ষ এক ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের অধীন, অপর পক্ষ অপর এক ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের অধীন, সেরূপ স্থলে প্রতিবাদী যে ধর্ম্ম বা শাস্ত্র আইনের অধীন, তদনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

১১৩। সম্রাট মহোদয় উপযুক্ত বিবেচনা করিলে (Letters patent) (সনন্দ পত্র) দ্বারা ব্রিটীশ ভারতের যে কোনও স্থানে নূতন হাইকোর্ট স্থাপন করিতে পারিবেন, এবং এই আইন দ্বারা বর্ত্তমান হাইকোর্টের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, সেই সমস্ত ক্ষমতা নবস্থাপিত হাইকোর্টের উপরও দিতে পারিবেন। যে স্থান এক্ষণে কোন

* অর্থাৎ উভয় পক্ষই হিন্দু হইলে হিন্দু আইন, মুসলমান হইলে মুসলমান আইন, খৃষ্টান হইলে খৃষ্টান আইন, ইত্যাদি অনুসারে বিচার হইবে।

হাইকোর্টের এলাকাভুক্ত, তাহার মধ্যে অপর একটি হাইকোর্ট স্থাপন করিতে, উভয় হাইকোর্টের এলাকা নির্দ্ধারিত করিতে এবং তৎসংক্রান্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।*

১১৪। (১) সম্রাটমহোদয় রাজকীয় শিলমোহর যুক্ত পরোয়ানা দ্বারা বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের জন্য একজন এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। †

(২) সম্রাটের ইংলণ্ডীয় এটর্নি জেনারেল যে প্রণালীতে সম্রাটের তরফে কার্য্য করিয়া থাকেন, উক্ত প্রদেশস্থ এডভোকেট জেনারেলও তদ্রূপ কার্য্য করিতে থাকিবেন।

(৩) কোনও কারণে বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল পদশূন্য হইলে সকৌন্সিল বড়লাট, এবং মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের এডভোকেট জেনারেল পদ শূন্য হইলে তৎতৎ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট অস্থায়ীভাবে এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সম্রাট মহোদয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি কার্য্যভার না লওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী এডভোকেট জেনারেল স্বীয় পদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

## দশম অংশ—খ্রীষ্টীয় পৌরহিত্য ব্যবস্থা।

## ( Part X. Ecclesiastical Establishment )

১১৫। (১) সম্রাট মহোদয়ের সনন্দ পত্র (Letters patent) দ্বারা কলিকাতা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের বিশপগণ স্বস্ব এলেকার মধ্যে

* আইনের এই বিধান অনুসারে ১৯১৫ সাল হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বতন সীমার মধ্যে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে।

† এই বিধান অনুসারে ১৯০৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এস্, পি, সিংহ ( এক্ষণে লর্ড সিংহ ) এডভোকেট জেনারেল পদ স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন নাই।

ধর্ম্মযাজন কার্য্য করিবেন। ইংলণ্ড প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের পুরোহিত (পাদ্‌রী) গণের কার্য্য তত্ত্বাবধান ও সুশৃঙ্খল করিবেন।

(২) কলিকাতার বিশপ ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশপ হইবেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ক্যাণ্টারবরীর আর্কবিশপের (ধর্ম্মাধ্যক্ষের) আদেশাধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিবেন।

(৩) মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের বিশপগণ কলিকাতার বিশপের অধীন থাকিবেন, এবং কলিকাতার বিশপের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবার শপথ গ্রহণ করিবেন।

(৪) সম্রাট মহোদয় উক্ত বিশপগণের পৌরহিত্য সীমানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(৫) কোনও বিশপ অন্য কোন বিশপের অনুরোধক্রমে তাঁহার এলাকার মধ্যে পৌরহিত্য করিতে পারিবেন।

১১৬। (এই ধারা ১৯১৬ সালের Govt. of India Act অনুসারে রদ হইয়াছে)

১১৭। (বিশপগণের Consecration সম্বন্ধীয় এই ধারা সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও অনাবশ্যক বিবেচনায় লেখা হইল না)

১১৮। (১) বিশপগণের বেতন ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী তাহার পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিবেন।

(২) তাঁহারা স্বস্ব কার্য্য করার সময় পর্য্যন্ত বেতনাদি পাইতে থাকিবেন।

(৩) পৌরহিত্য উদ্দেশ্যে তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যয় ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী যাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন, তাহার অধিক ব্যয় দেওয়া হইবে না।

১১৯। (১) যদি কলিকাতার বিশপ কর্ম্মে যোগদান জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিবার সময় পথেই মারা যান, অথবা কলিকাতা, মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ের বিশপ ভারতে আসিয়া কার্য্যভার লইবার পর ছয় মাসের মধ্যে মারা যান, তবে ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে এক বৎসরের বেতন পুরাইয়া দিবেন।

(২) ছয় মাসের পর কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন কোন বিশপের মৃত্যু হইলে ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে ভারতীয় রাজস্ব হইতে মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত প্রাপ্য ছাড়া আরও ছয় মাসের বেতন প্রদান করিবেন।

১২০। বিশপগণের পেনসন সম্বন্ধীয় এই ধারা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অনাবশ্যক বোধে অনুবাদ করা হইল না।

১২১। সম্রাট মহোদয় উক্ত বিশপগণের ছুটী ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিতে পারিবেন।

১২২। (১) (২) (বঙ্গীয় পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল)।

১২৩। যে সকল খৃষ্টান সম্প্রদায় Church of England ভুক্ত নহে, তাহাদের শিক্ষা বা ধর্ম্মমন্দির সংরক্ষণ জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশ লইয়া বড়লাট উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

## একাদশ অংশ—অপরাধ, কার্য্য-বিধি ও শাস্তি।

### ( Part XI. Offences, Procedure and Penalties ).

১২৪। (১) যদি ভারতীয় কোন রাজ-কর্ম্মচারী স্বীয় এলেকাস্থিত কোনও ব্রিটীশ প্রজার উপর জুলুম বা অত্যাচার করেন; কিম্বা

(২) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ইচ্ছা পূর্ব্বক ষ্টেট সেক্রেটারীর কোন আদেশ প্রতিপালন না করেন ; কিম্বা

(৩) তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্রুটী করেন ; কিম্বা

(৪) কোন বড়লাট, গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর, চীফ কমিসনার, একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর, রাজস্ব কর্ম্মচারী কি বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী ( জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশীদার Shareholder হওয়া ভিন্ন ) ভারতের কোন স্থানে ব্যবসাবাণিজ্য করেন ; কিম্বা

(৫) নিজের জন্যই হউক বা অপর কাহার জন্যই হউক, কোনও পুরস্কার বা উৎকোচ ইত্যাদি চাহেন বা লয়েন, তবে তিনি কদাচার (Misdemeanour) অপরাধে অপরাধী হইবেন, এবং বিচারে দোষী প্রমাণিত হইলে যত টাকা পুরস্কার, দান বা উৎকোচ লইয়াছেন সাব্যস্ত হইবে তত টাকা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং যাহার নিকট লওয়া হইয়াছে, তাহাকে অথবা যে ব্যক্তি সংবাদ দিয়াছে তাহাকে আরও তত টাকা দেওয়াইবার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে ষ্টেট সেক্রেটারী ডালি বা উপঢৌকন দিবার অথবা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করেন, এরূপ কোন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, সার্জ্জন বা খৃষ্টীয় পুরোহিতের পারিশ্রমিক ( Fee ) দিবার জন্য যে নিয়ম ধার্য্য করিয়া দিবেন, তদনুসারে লইলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১২৫। (১) যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটীশ প্রজা ষ্টেট সেক্রেটারীর, বড়লাটের বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের লিখিত অনুমতি না লইয়া

(ক) ভারতীয় কোন রাজাকে টাকা বা মূল্যবান জিনিষ ধার দেন, কিম্বা

(খ) কোন রাজার টাকা ধার করা সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত হন, বা জামীন হন, কিম্বা

(গ) কোনও রাজাকে টাকা ধার দিবার উদ্দেশ্যে অপর কাহাকেও টাকা ধার দেন,

(ঘ) কিম্বা ঐরূপ ধার করা সম্বন্ধীয় কোনও দলিলে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট থাকেন,

তবে তিনি কদাচার ( Misdemeanour ) অপরাধে অপরাধী হইবেন।

(২) এবং কোন ইউরোপীয় ব্রিটীশ প্রজার স্বার্থমূলক ঐরূপ দলিল পণ্ড, রদ ও বাতিল হইবে।

১২৬। (১) যদি কোনও লোক ব্রিটীশ ভারতের কোনও অংশে শান্তি বা নিরাপদতার ব্যাঘাতজনক কোনও বে-আইনী চিঠিপত্র ভারতীয় কোন রাজার বা জমীদারের বা ক্ষমতাশালী লোকের সহিত অথবা কোন ইউরোপীয় জাতির ভারতীয় উপনিবেশের কর্তৃপক্ষের সহিত লেখালেখি করেন, তবে তিনি কদাচার ( Misdemeanour ) অপরাধে অপরাধী হইবেন, এবং বড়লাট বা কোন গবর্ণর তাঁহাকে আটক রাখিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

(২) যদি সকৌন্সিল বড়লাট বা গবর্ণরের সম্মুখে বিশ্বাসী ব্যক্তির শপথযুক্ত সাক্ষ্যের দ্বারা প্রকাশ পায় যে অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে, তবে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন, এবং ৫ দিনের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহার একটী নকল তাহাকে দিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি লিখিত জবাব দ্বারা আত্ম সমর্থনার্থ যাহা বক্তব্য তাহা জানাইতে ও স্বীয় সাক্ষীগণের তালিকা দাখিল করিতে পারিবে।

(৪) তাহার সম্মুখে উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইবে, জেরা করা হইবে, এবং তাহা লিখিয়া লওয়া হইবে।

(৫) সমস্ত শুনিয়া যদি সকৌন্সিল বড়লাট বা গবর্ণরের প্রতীতি হয় যে, অভিযোগের এবং আটক রাখিবার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে, তবে বিচারার্থ তাহাকে ব্রিটীশ ভারতে আনিতে অথবা ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

(৬) উপরোক্ত জেরা, জবানবন্দী ও অন্যান্য কাগজাৎ হাইকোর্টের মোহরযুক্ত করিয়া অবিলম্বে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠান হইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির ইংলণ্ডে বিচারকালীন তাহা তত্রত্য আদালতে প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হইবে।

(৭) পীড়াবশতঃ সমুদ্রযাত্রা করিতে অক্ষম না হইলে, তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ইংলণ্ডে পাঠান হইবে।

(৮) উপরোক্ত বিধান মতে কাগজাৎগুলি যাহা পাঠান হইবে, তাহা সকল আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।

১২৭। (১) যদি কোন ভারতীয় রাজ-কর্ম্মচারী এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেন, অথবা তাঁহার এলেকাভুক্ত বা ক্ষমতার অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেন, তবে সে ব্যক্তি (অন্য কোনও উপযুক্ত আদালতে বিচারিত হওয়া ভিন্ন) ইংলণ্ডীয় হাইকোর্টেও বিচারিত হইতে পারিবে। (যেন সে ইংলণ্ডীয় (Middle Sex) জেলাতেই অপরাধ করিয়াছে)

(২) যে কোন ব্রিটীশ প্রজা ভারতের সীমার ভিতরে বা বাহিরে কোন অপরাধ করিলে ইংলণ্ডীয় সকল প্রকার উপযুক্ত আদালতের বিচারাধীন হইতে পারিবে।

১২৮। উপরোক্ত ধারা অনুসারে কেহ অপরাধ করিলে যদি ছয়

বৎসরের মধ্যে ভারতীয় কোন হাইকোর্টে তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করা না হয়, তবে তাহা তামাদি দোষে বারিত হইবে।

১২৯। কেহ এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে বিচারক তাহার জরিমানা করিতে, কারাদণ্ড দিতে, বা উভয় প্রকার শাস্তিই দিতে পারিবেন। তৎসহ এরূপ আদেশও দিতে পারিবেন যে, সে ব্যক্তি ভারতে কোন সিভিল বা মিলিটারী চাকরী পাইবে না। কোন হাইকোর্টে তাহার ঐরূপ দণ্ড হইবার সময় এরূপ আদেশও হইতে পারিবে যে, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

## দ্বাদশ অংশ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইন রদ সম্বন্ধে

( Part XII. Repeal of Acts. )

১৩০। এই আইনের ৪র্থ তপশীলে লিখিত আইনগুলি তপশীলে লিখিত মত ভাবে রদ করা হইল। তবে সেই সকল আইন অনুসারে ইতিপূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা পণ্ড বা বাতিল গণ্য করা হইবে না।

১৩১। (১) এই আইনের কোন বিধান দ্বারা সম্রাট মহোদয়ের বা সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর উপর ভারত গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই দেওয়া আছে (ও যাহা এই আইন দ্বারা রদ হইল না) সেই সকল ক্ষমতার কোন হ্রাস হইবে না।

(২) সকৌন্সিল বড়লাটের কার্য্যের উপর ক্ষমতা চালাইবার, অথবা ভারতীয়দের জন্য আইন করিয়া বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত কোন আইন রদ বাতিল পরিবর্ত্তন করিবার যে অধিকার বা ক্ষমতা পার্লিয়ামেণ্টের আছে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন খর্ব্বতা হইবে না।

(৩) এই আইনের পঞ্চম তপশীলে লিখিত যে সকল বিধান রদ

পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা সকৌন্সিল বড়লাটের আছে, সে ক্ষমতা এই আইনের দ্বারা হ্রাস হইবে না।

১৩২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে রাজার সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন, সম্রাট মহোদয়ও তাহা বজায় রাখিয়া তদ্দ্বারা আবদ্ধ থাকিবেন। এবং ঐ কোম্পানী যাহার সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন বা যে দায়িত্বে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর উপর বাধ্যকর হইবে।

১৩৩। ঐ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইতিপূর্ব্বে বৈধভাবে যে সকল আদেশ, উপদেশ বা নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন, এবং যাহা এই আইনের প্রচলন সময়েও বলবৎ আছে, তাহা সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর দ্বারা এই আইনানুসারে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ গণ্য করিয়া লইতে হইবে।

১৩৪। (১) ভারতীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যগণের সহযোগে বড়লাট যখন কার্য্য করিবেন তখন তাঁহাকে "সকৌন্সিল বড়লাট" বলা যাইবে।

(২) (৩) প্রাদেশিক একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যগণের সহ-যোগে গবর্ণর বা লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর যখন কার্য্য করিবেন, তখন তাঁহাকে "সকৌন্সিল গবর্ণর" বা "সকৌন্সিল লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর" বলা যাইবে।

( ৪ ) "প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট" বলিলে সকৌন্সিল গবর্ণর, সকৌন্সিল লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফ কমিশনারকে বুঝাইবে।

( ৫ ) "প্রদেশ" বলিলে প্রেসিডেন্সীও বুঝাইবে।

( ৬ ) "নিয়মাবলী" বলিলে এই আইনের বিধানানুসারে প্রণীত নিয়মাবলী ও ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য আইনের বিধানানুসারে যে সকল

নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে, এবং এই আইনের দ্বারা রদ হয় নাই, তাহাও বুঝাইবে।

১৩৫। এই আইনকে ১৯১৫ সালের "গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া" (ভারত শাসন) আইন বলা হইবে, এবং ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহার কার্য্য আমলে আসিবে।

## তপশীল ( Schedule )

১ম তপশীল ( ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যগণের উর্দ্ধতম সংখ্যা। ইহা এই আইনের ৬৩ (২), ৭৪ (১), ৭৬ (১) ধারার ফুটনোটে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২য় তপশীল ( বড়লাট প্রভৃতির বেতন )। ৮৫ ধারার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

৩য়, তপশীল ( ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মেম্বরগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদের তালিকা ) ৯৮ ধারার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

৪র্থ তপশীল—পূর্ব্বেকার যে সকল আইন রদ করা হইল। ইহা কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়ীগণের কার্য্যে লাগিবে। সুতরাং তাঁহারা অনুবাদ অপেক্ষা মূল ইংরাজী আইন পাঠে বেশী উপকার পাইবেন বিবেচনায় তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

| Session and Chapter. | Short Title | Extent of Repeal |
|---|---|---|
| 10 Geo. 3. c. 47 | The East India Company Act 1770. | The Whole Act. |
| 13 Geo. 3. c. 63 | The East India Company Act 1772. | Do (Except Sec. 42, 43, 45). |

| Session and Chapter. | Short Title | Extent of Repeal |
|---|---|---|
| 21 Geo. 3. c. 70 | The East India Company Act 1780 | " (Except Sec. 18) |
| 26 Geo. 3. c. 57 | The East India Company Act 1786 | Sec. 38 |
| 33 Geo. 3. c. 52 | The East India Company Act 1793 | The Whole Act. |
| 37 Geo. 3. c. 142 | The East India Company Act 1797 | Do (Except Sec 12) |
| 39 & 40 Geo. 3. c. 79 | The Government of India Act 1800 | " |
| 53 Geo 3. c. 155 | The East India Company Act 1813 | " |
| 58 Geo. 3. c. 84 | The Indian Presidency Towns Act 1815 | " |
| 4 Geo. 4. c. 71 | The Indian Bishops and Courts Act 1823 | The Whole Act. |
| 6 Geo. 4. c. 85 | The Indian Salaries and Pensions Act 1825 | " |
| 7 Geo. 4. c. 56 | The East India Officers Act 1826 | " (Except Sec 112) |
| 3 & 4 Will. 4. c. 85 | The Government of India Act 1833 | " |
| 5 & 6 Will. 4. c. 52 | The India North-West Provinces Act 1835 | " |

| Session and Chapter. | Short Title | Extent of Repeal |
|---|---|---|
| 7 Will 4, and 1. Vic. c. 47 | The India Officers Salaries Act 1837 | " |
| 5 & 6 Vic. c. 119 | The Indian Bishops Act 1842 | " |
| 16 & 17 Vic. c. 95 | The Government of India Act 1853 | " |
| 17 & 18 Vic. c. 77 | The Government of India Act 1854 | |
| 21 & 22 Vic. c. 106 | The Government of India Act 1858 | " (Except Sec 4) |
| 22 & 23 Vic. c. 41 | The Government of India Act 1859 | " |
| 23 & 24 Vic. c. 100 | The European Forces ( India ) Act 1860 | " |
| 23 & 24 Vic. c. 102 | The East India Stock Act 1860 | " (Except Sec 6 |
| 24 & 25 Vic. c. 54 | The Indian Civil Service Act 1861 | " |
| 24 & 25 Vic. c. 67 | The Indian Councils Act 1861 | " |
| 24 & 25 Vic. c. 104 | The Indian High Courts Act 1861 | " |
| 28 & 29 Vic. c. 15 | The Indian High Courts Act 1865 | " |

| Session and Chapter. | Short Title | Extent of Repeal |
|---|---|---|
| 28 & 29 Vic. c. 17 | The Government of India Act 1865 | " |
| 32 & 33 Vic. c. 97 | The Government of India Act 1869 | " |
| 32 & 33 Vic. c. 98 | The Indian Councils Act 1869 | " |
| 33 & 34 Vic. c. 3 | The Government of India Act 1870 | " |
| 33 & 34 Vic. c. 59 | The East India Contracts Act 1870 | " |
| 34 & 35 Vic. c. 34 | The Indian Councils Act 1871 | " |
| 34 & 35 Vic. c. 62 | The Indian Bishops Act 1871 | " |
| 37 & 38 Vic. c. 3 | The East Indian Loans Act 1874 | (Sec 15) |
| 37 & 38 Vic. c. 77 | The Colonial Clergy Act 1874 | (Sec 13) |
| 37 & 38 Vic. c. 91 | The Indian Councils Act 1874 | The Whole Act. |
| 43 Vic. c. 3 | The Indian Salaries and Allowances Act 1880 | " |
| 44 & 45 Vic. c. 63 | The India Office Auditors Act 1881 | " |

| Session and Chapter. | Short Title | Extent of Repeal |
|---|---|---|
| 47 & 48 Vic. c. 38 | The Indian Marine Service Act 1884 | Sections 2, 3, 4, 5. |
| 55 & 55 Vic. c. 14 | The Indian Councils Act 1892 | The Whole Act. |
| 3. Edw. 7. c. 11 | The Contracts (India Office) Act 1903 | " |
| 4. Edw. 7. c. 26 | The Indian Councils Act 1904 | " |
| 7. Edw. 7. c. 35 | The Council of India Act 1907 | " |
| 9. Edw. 7. c. 4 | The Indian Councils Act 1909 | " |
| 1 & 2 Geo. 5. c. 18 | The Indian High Courts Act 1911 | " |
| 1 & 2 Geo. 5. c. 25 | The Government of India (Amendment) Act 1911 | " |
| 2 & 3 Geo. 5. c. 6 | The Government of India Act 1912 | " |

# ৫ম তপশীল ( ১৩১ (৩) ধারা দ্রষ্টব্য )

## এই আইনের যে সকল বিধান আইন সভার সহিত যোগে বড়লাট বাহাদুর রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

| Section | Subject |
|---|---|
| 62 | Power to extent limits of Presidency towns. |
| 106 | Jurisdiction, Powers and Authority of High Courts. |
| 108 (1) | Exercise of Jurisdiction by Single judges or Division Courts. |
| 109 | Powers for Governor-General in Council to alter local limits of Jurisdiction of High Courts &c. |
| 110 | Exemption from jurisdiction of High Courts. |
| 111 | Written order by Governor-General in Council a justification for act in High Courts. |
| 112 | Law to be administered in cases of inheritence, succession, contract and dealing between party and party. |
| 114 (2) | Powers of Advocate General. |
| 124 (1) | Oppression. |
| 124 (4) So far as it relates to persons employed or concerned in the collection of Revenue, or the administration of Justice | Trading. |

| Section | Subject |
|---|---|
| 124 (5) So far as it relates to persons other than the Governor-General, a Governor, or a member of the executive council. | Receiving presents. |
| 125 ......... | Loans to princes or chiefs. |
| 126 ......... | Carrying on dangerous correspondence. |
| 128 ......... | Limitation for prosecution in British India |
| 129 ..... ... | Penalties. |

# নূতন ভারত শাসন আইন

অর্থাৎ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন

( শ্রীমান্ মহারাজ পঞ্চম জর্জ্জের নবম ও দশম
বৎসর রাজত্ব কালের ১০১
সংখ্যক আইন )

( ভারত শাসন সম্বন্ধে আরও অতিরিক্ত কতকগুলি
বিধান করিবার জন্য আইন )

( ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯ ) *

## আইনের ধারাগুলির সূচীপত্র

### প্রথম অংশ ( প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট )

ধারা—



* এই তারিখে এই আইন সম্রাট মহোদয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া বলবৎ হইয়াছে।

৭। গবর্ণরের আইন সভার সভ্য নিয়োগ।

৮। ঐ আইন সভার অধিবেশন ও স্থিতিকাল।

৯। ঐ আইন সভায় সভাপতি নিয়োগ।

১০। প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতা।

১১। প্রাদেশিক আইন সভার করণীয় কার্য্য ও কার্য্য-প্রণালী।

১২। আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর কর্ত্তৃক ফেরৎ দেওয়া বা রিজার্ভ রাখা।

১৩। ঐ আইনসভা কোন আইন পাস করিতে অসম্মত বা অক্ষম হইলে কি প্রণালীতে কার্য্য হইবে।

১৪। ঐ সভার সভ্য পদশূন্য হওয়া ও তৎ পদে নূতন সভ্য নিযুক্ত হওয়া।

১৫। নূতন প্রদেশ গঠন ও অনুন্নত স্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

১৬। কোন কোন আইন, ক্ষমতা বা কার্য্য বলবৎ রাখা (Saving)

## দ্বিতীয় অংশ

ধারা—

১৭। ভারতীয় আইন সভা।

১৮। কাউনসিল অফ ষ্টেট (সাম্রাজ্য সভা)।

১৯। বড়লাটের আইন সভা (লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লি)।

২০। ঐ আইন সভার সভাপতি নিয়োগ।

২১। ঐ আইন সভার ও সাম্রাজ্য সভার অধিবেশন ও স্থিতিকাল।

২২। ঐ উভয় সভার মেম্বর নিয়োগ।

২৩। ঐ উভয় সভার গঠন সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিধান।

২৪। ঐ উভয় সভার করণীয় কার্য্য ও কার্য্য-প্রণালী।

২৫। ভারতীয় বজেট ( আয় ব্যয় হিসাব )।

২৬। কোন আইন পাস করিতে অসম্মত বা অক্ষম হইলে যে প্রণালীতে কার্য্য হইবে।

২৭। ঐ উভয় সভার ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিধান।

২৮। বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের গঠন (মেম্বর নিয়োগ)

২৯। কাউনসিলের সেক্রেটারী নিয়োগ।

## তৃতীয় অংশ—সকৌন্সিল ষ্টেট-সেক্রেটারী

ধারা—

৩০। পার্লিয়ামেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট টাকা দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটারী প্রভৃতির বেতন দিবার ব্যবস্থা।

৩১। ইণ্ডিয়া কাউনসিল।

৩২। ঐ কাউনসিল সম্বন্ধে অতিরিক্ত ব্যবস্থা।

৩৩। ষ্টেট সেক্রেটারীর কর্ত্তৃত্ব হ্রাস।

৩৪। উহার সহিত ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের পত্র লেখালেখি সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

৩৫। ভারতবর্ষের তরফে বিলাতে হাই কমিশনার থাকিবার ব্যবস্থা।

## চতুর্থ অংশ—ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

৩৬। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস।

৩৭। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৩৮। পবলিক সার্ভিস কমিসন।

৩৯। রাজস্বের উপর কর্ত্তৃত্ব।

৪০। এই চতুর্থ অংশের বিধান মতে নিয়মাবলী প্রণয়ণ করা সম্বন্ধে।

## পঞ্চম অংশ—দশ বৎসরান্তে পুনরায় কমিশন নিয়োগ।

৪১। দশ বৎসর গতে পুনরায় কমিশন নিযুক্ত করিয়াও তৎকালীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতবাসীকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে।

## ষষ্ঠ অংশ—সাধারণ

৪২। মূল আইনের ১২৪ ধারার পরিবর্ত্তন।

৪৩। "সম্রাট মহোদয়ের সম্মতি" কথার তাৎপর্য্য।

৪৪। নিয়মাবলী প্রণয়ণ ক্ষমতা।

৪৫। এই আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মূল আইনের সংশোধন।

৪৬। "অফিসিয়াল" অর্থাৎ "সরকারী কর্ম্মচারী" কথার অর্থ।

৪৭। আইনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলনের সময় ইত্যাদি।

## তপশীল ( Schedule )

# ( নূতন আইন )

## ( ভূমিকা ) ( Preamble )

যেহেতু পালিয়ামেণ্ট মহাসভা এই নীতি ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারত শাসন কার্য্যের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবাসীকে বহুল পরিমাণে সহযোগী করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং স্বায়ত্ত শাসন মূলক কার্য্যক্ষেত্র গুলি ( Institutions ) এরূপ ভাবে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, যদ্দ্বারা কালক্রমে প্রজার নিকট দায়িত্ব মূলক শাসন-প্রণালী ব্রিটীশ ভারতে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ;

এবং যেহেতু, এই শাসন নীতি কেবলমাত্র ক্রমিক পদক্ষেপের দ্বারাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে ও তদুদ্দেশ্যে এখন হইতেই যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া উচিত ;

এবং যেহেতু, কোন্ সময়ে ও কিরূপে এইরূপ ক্রমিক অগ্রসর হওয়া হইবে, তাঁহা কেবলমাত্র পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কারণ ভারতবাসীর উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য পার্লিয়ামেণ্টই দায়ী ;

এবং যেহেতু, যাঁহাদের উপরে স্বদেশের কার্য্য করিবার জন্য নূতন সুবিধা দেওয়া হইতেছে তাঁহাদের নিকট হইতে যে পরিমাণ সাহায্য ( co-operation ) পাওয়া যাইবে, এবং তাঁহাদের দায়িত্ব জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করা যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণে পার্লিয়ামেণ্টের ভবিষ্যৎকার্য্য প্রণালী স্থিরীকৃত হইবে ;

এবং যেহেতু ভারতীয় প্রদেশ সকলে স্বায়ত্ত শাসন মূলক কার্য্যক্ষেত্র গুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশকে প্রাদেশিক ব্যাপারে

ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব হইতে ততদূর স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক, যত দূর দিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বীয় দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যাঘাত না ঘটে।

অতএব, বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে সমবেত লর্ড, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও জনসাধারণের পরামর্শ ও সম্মতি লইয়া ও তাঁহাদের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া মহামহিম সম্রাট মহোদয় কর্ত্তৃক এই আইন প্রণীত হউক যে :—

## প্রথম অংশ—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট

১। (১) ১৯১৫।১৬ সালের ভারত শাসন আইনকে ( Government of India Actকে ) এই আইনে "মূল আইন" নামে উল্লেখ করা হইবে। উক্ত মূল আইনের বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে। যথা :—

( ক ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ও প্রাদেশিক আইন সভার করণীয় কার্য্য ( functions ) এবং সকৌন্সিল বড়লাটের ও ভারতীয় আইন সভার করণীয় কার্য্য পৃথক করতঃ "প্রাদেশিক" ( Provincial ) ও "নিখিল ভারতীয়" ( central বা সাম্রাজ্যিক ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।

(খ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর প্রাদেশিক কার্য্য পরিচালন ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে ও তাঁহারা কোন্ কোন্ রাজস্ব বা আয় হইতে স্ব স্ব প্রদেশের শাসন খরচ চালাইবেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

( গ ) সকৌন্সিল বড়লাটের ক্ষমতাক্রমে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দ্বারা "নিখিল ভারতীয়" ( central ) কোন্ কোন্ কার্য্যে সুবিধাজনক ভাবে সম্পন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা হইবে, এবং তদুদ্দেশ্যে খরচপত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করা হইবে।

( ঘ ) প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ক্ষমতাধীন করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে "transferred ( অর্থাৎ হস্তান্তরিত ) বিষয়" বলা হইবে। প্রাদেশিক আইন-সভাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে গবর্ণর মিনিষ্টার নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার সহযোগে এই সকল "হস্তান্তরিত" বিষয় সম্বন্ধে করণীয় কার্য্য করিবেন, এবং সেরূপে কার্য্য চালাইবার জন্য রাজস্ব হইতে বা অন্য আয় হইতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

( ২ ) উক্ত সাধারণ ক্ষমতা ও বিধান বজায় রাখিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে।

(ক) কি কি সর্ত্তে ( condition ) এবং কি পরিমাণে, বা কত-দূর পর্য্যন্ত, কোনও বিষয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের উপর উক্ত রূপে ভারার্পণ বা হস্তান্তর ( transfer ) করা হইবে।

( খ ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি হইতে সকৌন্সিল বড়লাটকে বার্ষিক যে টাকা ( contribution ) স্বরূপ প্রদেয় তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। এই টাকা প্রাদেশিক রাজস্বের উপর প্রাথমিক দায় ( charge ) বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যে কোন প্রদেশে রাজস্ব বিভাগ (Finance Department) স্থাপনের বিধান করা, ও সেই বিভাগের করণীয় কার্য্য স্থির করিয়া দেওয়া। *

( ঘ ) প্রাদেশিক রাজকর্ম্মচারীদের উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা অর্পিত আছে, সেই ক্ষমতা পরিচালনের সুব্যবস্থা করা।

( ঙ ) কোন একটী বিষয় "প্রাদেশিক বিষয়" কিম্বা "হস্তান্তরিত

* বর্ত্তমানে একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টেরই "রাজস্ব বিভাগ" আছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির প্রকৃত পক্ষে কোন রাজস্ব বিভাগ নাই।

.বিষয়" তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা করা।

যদি কোনও বিষয় "হস্তান্তরিত বিষয়" ( transferred subject ) এবং "গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা বিষয়" ( Res rved Subject ) উভয় বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তৎসম্বন্ধে কি করণীয়, তাহারও ব্যবস্থা করা।

( চ ) উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক মত আনুষঙ্গিক বিধান ও ব্যবস্থা করা।

তবে সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন না লইয়া ঐরূপ কোন "হস্তান্তরিত বিষয়" বাতিল বা স্থগিত করিবার জন্য কোনও নিয়ম প্রণীত হইতে পারিবে না।

( ৩ ) "মূল আইন" দ্বারা সকৌন্সিল বড়লাটের উপর যে সকল ক্ষমতা দিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান ভার দেওয়া হইয়াছে, "হস্তান্তরিত বিষয় সম্বন্ধে" সেই ক্ষমতা পরিচালন করিবার জন্য ঐ আইন অনুসারে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে। কোন্ ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা বড়লাট পরিচালনা করিবেন, তাহা সকৌন্সিল বড়লাটই বিচার ও মীমাংসা করিবেন। *

( ৪ ) কোন্ কোন্ বিষয় "নিখিল ভারতীয় বিষয়" ( Central subject ), এবং কোন্ কোন্ বিষয় "প্রাদেশিক বিষয়" ( Provincial subject ) তাহা নিয়মাবলী দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। †

* অর্থাৎ বিনা কারণে, তুচ্ছকারণে বা স্বেচ্ছায় বড়লাট বাহাদুর কোনও "হস্তান্তরিত বিষয়ে" হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে করিতে হইবে।

† পরিশিষ্টের তালিকা দ্রষ্টব্য।

"প্রাদেশিক বিষয়" গুলির মধ্যে যাহা "হস্তান্তরিত বিষয়" বলিয়া নিয়মাবলীতে লিখিত হইবে, তদ্‌ভিন্ন আর সমস্তই "গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা বিষয়" ( Reserved Subject ) বলিয়া গণ্য হইবে। *

২। (১) "মূল আইনের" ৩০ ধারার ১ দফা অনুসারে, স্ব স্ব এলাকাস্থিত সরকারী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার যে ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর আছে, তাহা প্রসারিত করিয়া বিধান করা গেল যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব বা তাহার কোন অংশ বন্ধক দিয়া সরকারী কার্য্য জন্ম টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। † (১)

---

* এই পুস্তকের শেষ ভাগে "হস্তান্তরিত বিষয়ের" তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

† (১) সরকারী কার্য্য জন্ম রাজস্ব বন্ধকাদির টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা একটী অতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। একাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধক টাকা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা পাইলেও "রাজস্ব" বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। এই আইন দ্বারা সেই ক্ষমতা পাইলেন। এতদ্বারা কি উপকার হইল তাহা বলিতেছি।

মনে করুন কোন প্রদেশের মধ্য দিয়া একটী খাল কাটিয়া দিলে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমী আবাদ হয়, গ্রামের বা নগরের দূষিত জল বাহির হইয়া যায়, নৌকা ষ্টীমার চলাচলের সুবিধা হয়, কিন্তু তাহাতে এক কোটী টাকা খরচ। এই টাকা প্রাদেশিক বা "নিখিল ভারতীয়" রাজস্ব হইতে দেওয়া উচিত নয়, কেন না যে অংশের লোকেরা ঐ খালের সুখ সৌকর্য্য উপভোগ করিবে, তাহাদেরই ঐ টাকা দেওয়া উচিত। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করতঃ পরে ঐ খালের আয় হইতে, অথবা যাহারা উহার সুখ সুবিধা ভোগ করিবে তাহাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া ঋণের টাকা মায় সুদ ৩০।৪০।৫০ বৎসরে শোধ করা উচিত। সুতরাং দেশের সমস্ত লোককে ঐ ঋণের ভার বহিতে হয় না। ধরুন যে আমি

(২) কিরূপ সর্ত্তে ও কি প্রণালীতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি ঐরূপ ঋণ করিতে পারিবেন, তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) মূল আইনের ৩০ ধারার ১ দফা অনুসারে সকৌন্সিল ষ্টেট-সেক্রেটারীর ঐরূপ রাজস্ব বন্ধক দিয়া ঋণ করিবার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া সে ক্ষমতা দেওয়া ছিল, তাহা এই আইন দ্বারা রদ করা হইল। (অর্থাৎ অতঃপর প্রাদেশিক ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন হইলেন। প্রতিপদে আর ষ্টেটসেক্রেটারীর আদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না)।

৩। (১) বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা, অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম, এই আটটী প্রদেশে গবর্ণর থাকিবেন। যে সকল বিষয় "রিজার্ভ সবজেক্ট্" তৎসম্বন্ধে কার্য্য করিবার সময় তাঁহাকে "সকৌন্সিল গবর্ণর" বলা যাইবে, ও তিনি স্বীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য

---

আজ ঐ খালের সুখ সৌকর্য্য ভোগ করিতেছি। ১০।২০।২৫ বৎসর পরে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী সেখানে না থাকিতেও পারে। তৎস্থলে অপর ব্যক্তি তথায় আসিয়া ঐ খানের সুখ সুবিধা ভোগ করিবে। দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া ঋণ শোধের ব্যবস্থা থাকায় তাহাকেও অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং ব্যয়সাধ্য কার্য্য ঋণ করিয়া সম্পন্ন করাই অর্থনীতি শাস্ত্রের বিধান।

এতকাল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির এইরূপ ঋণ করিয়া বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া প্রাদেশিক খরচ চালাইবার জন্য যে টাকা বরাদ্দ পাইতেন, তদ্দারাই কার্য্য চালাইতেন। অর্থাভাবে কোনও বৃহৎ ব্যয়সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। সুতরাং অনেক জনহিতকর কার্য্য অর্থাভাবে এতকাল বন্ধ ছিল। আশা করা যায় যে অতঃপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলি এই ঋণ করার ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া প্রদেশস্থ বৃহৎ ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবেন।

করিবেন, এবং যেগুলি "ট্রান্সফার্ড সবজেক্ট্" (হস্তান্তরিত বিষয়) তৎসমূহে কার্য্য করিবার সময় মিনিষ্টারের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

এই আইনে উক্ত প্রদেশ গুলিকে "গবর্ণরের প্রদেশ" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

(২) বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর, এবং একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর নিয়োগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল আইনের ৪৬ হইতে ৫১ ধারাতে যে বিধান আছে, তাহা এই আইনের বিধান মত সংশোধিত হইয়া আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ এবং আসাম প্রদেশে প্রযুজ্য হইবে।

তবে বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সকল প্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত করা হইবে।

৪। (১) গবর্ণর গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া মিনিষ্টার নিযুক্ত করিবেন। মিনিষ্টারই "হস্তান্তরিত বিষয়" (Transferred Subjects) সকল পরিচালনা করিবেন। তিনি গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্য, বা কোনও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইবেন না। এবং গবর্ণরের ইচ্ছা মত সময়ের জন্য কার্য্য করিবেন।

মিনিষ্টারের বেতন সেই প্রদেশের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরের বেতনের সমান হইবে। তবে প্রাদেশিক আইনসভার ভোট দ্বারা তদপেক্ষা কম বেতনও ধার্য্য হইতে পারিবে।

(২) যিনি আইনসভার সভ্য নহেন এরূপ কোঁনও ব্যক্তি ছয়মাসের অধিককাল মিনিষ্টারের কার্য্য করিতে পারিবেন না। *

* অর্থাৎ যিনি মিনিষ্টার হইবেন, তাঁহার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সভ্য হওয়া দরকার। যদি কোনও কারণে গবর্ণরকে এমন লোক নিযুক্ত করিতে

(৩) "হস্তান্তরিত বিষয়" সম্বন্ধে কার্য্য করা কালীন গবর্ণর মিনিষ্টারের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবেন। তবে তিনি যদি মিনিষ্টারের মতে না চলিবার উপযুক্ত কারণ দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার মতের বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিবেন। যদি মিনিষ্টারের পদ কোনও কারণে শূন্য হয়, তবে "হস্তান্তরিত বিষয়" সকল পরিচালনা জন্য গবর্ণর যে কোনরূপ অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে।

(৪) প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে গবর্ণর কাউনসিল সেক্রেটারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা গবর্ণরের ইচ্ছামত সময়ের জন্য কার্য্য করিবেন। একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরদিগকে এবং মিনিষ্টার গণকে সাহায্য করিবেন। এই সেক্রেটারীদের বেতন আইন সভায় ভোটের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কোন কাউনসিল সেক্রেটারী যদি ছয় মাস ধরিয়া আইনসভার সভ্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিতে হইবে।

৫। (১) মূল আইনের ৪৭ ধারায় বিধান আছে যে প্রাদেশিক গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যদের মধ্যে দুইজন লোক এরূপ হইবেন যাঁহারা ভারতে অন্ততঃ ১২ বৎসর রাজকার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে বিধান হইল যে ঐরূপ লোক দুইজন না হইয়া একজন হইবেন।

---

হয়, যিনি আইন সভার সভ্য নহেন, তবে ছয়মাসের মধ্যে হয় তাঁহাকে সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে হইবে, নচেৎ ঐ সময় গতে পদত্যাগ করিতে হইবে।

* প্রাদেশিক গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলে ১৯০৯ সাল হইতে একজন করিয়া বে-সরকারী ভারতীয় সভ্য, এবং যাঁহারা অন্ততঃ ১২ বৎসর রাজকার্য্য করিয়াছেন, এরূপ দুইজন সভ্য নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। নূতন আইনে এরূপ সভ্য একজন হওয়ায় আর একজন বে-সরকারী ভারতবাসীকে একজিকিউটিভ কাউনসিলে নিযুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত হইল।

এবং ভারতীয় প্রধান সেনাপতি বাঙ্গালা, বোম্বাই বা মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালীন তৎ তৎ প্রদেশীয় একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্য হইবেন বলিয়া উক্ত ৪৭ ধারায় যে বিধান ছিল, তাহা রহিত হইল। অর্থাৎ এখন হইতে প্রধান সেনাপতি আর কোনও প্রাদেশিক একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর হইবেন না।

( ২ ) উক্ত ৪৭ ধারায় এবং এই ধারায় একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর দিগের যে যে যোগ্যতা ( qualification ) থাকা দরকার বলিয়া বিধান করা গেল, তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য যোগ্যতার সম্বন্ধে বিধান করিয়া নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে।

৬। (১) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের আদেশ ও কার্য্য-বিবরণী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আদেশ বলিয়াই গণ্য ও প্রচারিত হইবে। কিন্তু এরূপ নিয়ম করা হইবে, যদ্বারা "হস্তান্তরিত বিষয়" (Transferred subjects ) সম্পর্কীয় আদেশ ও কার্য্য-বিবরণী পৃথক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।

উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদ্বারা ঐরূপ আদেশ ও কার্য্য-বিবরণী প্রচারিত হইলে তাহা "প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দস্তুর মত ভাবে করা হয় নাই" বলিয়া কোনও মামলা মকদ্দমায় তর্ক বা ওজর উঠিতে পারিবে না।

( ২ ) গবর্ণর একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরদের সহিত মিলিত হইয়া সুবিধাজনক রূপে কার্য্য চালাইবার জন্য নিয়ম প্রনয়ণ করিয়া দিবেন। সেই নিয়মানুসারে যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত ও যে যে আদেশ প্রচারিত হইবে, তাহা তৎ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ও আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরদের সহিত মিনিষ্টারদের সম্পর্ক

বা সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা গবর্ণর নিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থিত করিয়া দিবেন। তবে সেই নিয়মাবলী যদি এই আইন দ্বারা সংশোধিত মূল আইনের বিধানের বিরোধী হয়, তবে তাহা পণ্ড ও বাতিল গণ্য হইবে।

৭। (১) প্রত্যেক গভর্ণরের প্রদেশে একটা আইন সভা (ব্যবস্থাপক সভা, Legislative council) থাকিবে। তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণ ইহারও সভ্য হইবেন, এবং তদ্ভিন্ন এই আইনানুসারে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যগণও থাকিবেন।

গবর্ণর স্বয়ং ইহার সভ্য হইবেন না। তবে তিনি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তব্য বলিতে পারিবেন, ও তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন সভার সভ্য সংখ্যা অত্র আইনের ১ম তপশীল লিখিত মত হইবে। তন্মধ্যে শতকরা ২০ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, ও অন্ততঃ শতকরা ৭০ জন নির্ব্বাচিত সভ্য হইবেন।

(ক) তবে ঐ অনুপাত বজায় রাখিয়া তপশীল লিখিত অপেক্ষা সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এবং

(খ) কোন আইনের পাণ্ডুলিপি আইন সভায় পেষ হইলে, ও গবর্ণর আবশ্যক বুঝিলে আসাম প্রদেশে একজন ও অন্যান্য প্রদেশে দুইজন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কেবল মাত্র সেই আইন আলোচনার জন্য অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন। তাঁহারা তৎকালে আইন সভার অন্যান্য সভ্যদের তুল্য অধিকার পাইবেন।

(গ) এবং বিরার প্রদেশের নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া মধ্য প্রদেশের গবর্ণর যে সকল ব্যক্তিকে সভ্য মনোনীত করিবেন, তাঁহারা মধ্য প্রদেশের আইন সভার নির্ব্বাচিত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কোন সভ্য পদশূন্য থাকিলেও আইন সভার সমস্ত ক্ষমতা

পরিচালিত হইতে পারিবে। (অর্থাৎ তজ্জন্য সভার কার্য্য স্থগিত থাকিবে না, বা বে-আইনী গণ্য হইবে না)

(৪) মূল আইনের বিধানমতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে, যথা :—

(ক) আইন সভার মনোনীত সভ্যদের কার্য্য কাল, মৃত্যু, ইস্তফা, গবর্ণমেণ্টের চাকরী লওয়া, কর্ত্তব্য সাধনে অক্ষমতা, ভারত হইতে অনুপস্থিত থাকা, ইত্যাদি কারণে সভ্যপদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা।

(খ) কিরূপ সর্ত্তে ও কিরূপ ভাবে ও কোন্ ব্যক্তিকে আইন সভার সভ্য মনোনীত করা হইবে।

(গ) নির্ব্বাচনকারীদের (অর্থাৎ Electorদের) যোগ্যতা, নির্ব্বাচন (Election) প্রণালী, কনষ্টিটুয়েন্সী (নির্ব্বাচন সম্প্রদায়) গঠন ইত্যাদি।

(ঘ) নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সভ্যগণের কি কি যোগ্যতা (Qualification) থাকা দরকার।

(ঙ) কোনও নির্ব্বাচন (Election) আইনসঙ্গতভাবে হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যবস্থা করা।

(চ) ঐ নিয়মাবলী কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

(৫) ঐ নিয়মাবলী অনুসারে ভারতীয় কোন রাজাকে, বা তদীয় কোন প্রজাকে আইন সভার সভ্য মনোনীত করিতে পারা যাইবে।

৮। (১) সাধারণতঃ আইন সভার স্থিতিকাল প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর।

(ক) তবে গবর্ণর তৎপূর্ব্বেও তাহা ভঙ্গ (Dissolved) করিয়া দিতে পারিবেন। *

* ইংলণ্ডে সম্রাট মহোদয়েরও পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ (Dissolve) করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে।

(খ) বিশেষ কোন ঘটনা বশতঃ আবশ্যক বুঝিলে গবর্ণর ঐ সভার স্থিতিকাল আরও এক বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু উক্তরূপে ভঙ্গ করিবার পর ছয় মাস মধ্যেই (অথবা ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন হইলে নয় মাস মধ্যেই) যাহাতে নূতন গঠিত সভার অধিবেশন হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন।

(২) গবর্ণরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে আইন সভার অধিবেশন হইবে। এবং তিনি সাময়িক ভাবে সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতেও পারিবেন। * (১)

(৩) যিনি যখন সভাপতিত্ব করিবেন, তিনি আবশ্যক মত সভার অধিবেশন অন্য দিনের জন্য মূলতবী রাখিতে পারিবেন।

(৪) সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশের ভোটে সভার কার্য্য স্থিরীকৃত হইবে। সাধারণতঃ সভাপতির ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না। তবে কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান হইলে তিনি একটী অতিরিক্ত (Costing) ভোট দিতে পারিবেন।

৯। (১) আইন সভার একজন সভাপতি থাকিবেন। এই আইনানুসারে গঠিত প্রথম আইন সভার প্রথম সভাপতি চারি বৎসরের জন্য গবর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তৎপরে সভার সভ্যগণই গবর্ণরের অনুমোদন যুক্তে আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন। †

* (১) যথা—মার্চ্চ মাসে বজেট আলোচনাদি কার্য্যের পর শরৎকালে আবার সভার অধিবেশন হইবে, এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

† সভাপতিত্ব করিবার প্রণালী—আইন সভাতে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রথম সভাপতি গবর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে বা অন্যত্র কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা অভিজ্ঞ হইয়াছেন, সম্ভবতঃ এইরূপ লোকই প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হইবেন।

কিন্তু যে সময়ে ঐ চারি বৎসর শেষ হইবে, তখন যদি আইন সভার অধিবেশন চলিতে থাকে, তবে ঐ নিযুক্ত সভাপতিই সেসনের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সভাপতিত্ব করিবেন। পরবর্ত্তী সেসনের প্রারম্ভে উপরোক্ত ভাবে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

(২) সভাপতির অনুপস্থিত কালে সভাপতি করিবার জন্য একজন ডেপুটী সভাপতি থাকিবেন। তাঁহার আইন সভার সভ্য হওয়া আবশ্যক, এবং ঐ সভার সভ্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার নির্ব্বাচনে গবর্ণরের অনুমোদন থাকা দরকার হইবে।

(৩) উপরোক্ত ১দফা অনুসারে নিযুক্ত সভাপতি চারি বৎসর (অথবা যতদিন আইন সভা সভাপতি নির্ব্বাচিত না করেন, ততদিন), সভাপতিত্ব করিবেন। তবে তিনি যে কোন সময়ে গবর্ণরকে পত্র লিখিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিতে পারিবেন। অথবা গবর্ণর তাঁহাকে অপসৃত করিয়া বাকী সময়ের জন্য অপর কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) নির্ব্বাচিত সভাপতি বা ডেপুটী সভাপতি কোন কারণে আইন সভার সভ্যপদে না থাকিলে উক্ত পদেও থাকিতে পারিবেন না। যে কোন সময়ে তিনি গবর্ণরকে পত্র লিখিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিতে পারিবেন। অথবা গবর্ণরের অনুমোদন লইয়া আইন লভার সভ্যগণ ভোট দ্বারা তাঁহাকে অপসৃত করিতে পারিবেন।

(৫) উপরোক্ত ধারানুসারে গবর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতির বেতন গবর্ণর ধার্য্য করিয়া দিবেন। এবং নির্ব্বাচিত সভাপতি বা ডেপুটী সভাপতির বেতন আইন সভা কর্তৃক ধার্য্য হইবে।

১০। (১) এই আইনের বিধান বজায় রাখিয়া প্রাদেশিক আইন সভাগুলি স্বস্ব প্রদেশের শান্তি ও সুশাসন জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই প্রদেশ সম্বন্ধে (সেই প্রদেশীয় আইন সভা ভিন্ন অন্য) যে কোন আইন সভা দ্বারা যে কোন আইন পাস হইয়াছে বা হইবে, তাহা (নিম্নলিখিত দফার বিধান বজায় রাখিয়া) রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(৩) বড়লাটের সম্মতি পূর্ব্বাহ্ণে না লইয়া কোন প্রাদেশিক আইন সভা নিম্নলিখিত কোন আইন প্রণয়ন বা আলোচনা করিতে পারিবেন না।

(ক) কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা (যদি মূল আইনের বিধান ক্রমে সেরূপ ট্যাক্স ধার্য্য করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে না দেওয়া হইয়া থাকে।)।

(খ) ভারতীয় সরকারী ঋণ, আমদানী রপ্তানী মাশুল, অথবা অন্য কোন ট্যাক্স, যাহা ভারত শাসন কার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সকৌন্সিল বড়লাট কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে তদুপরি হস্তক্ষেপ করা হয়, এমন কোন আইন বা ব্যবস্থা।

(গ) সম্রাট মহোদয়ের মিলিটারী, নৌ-সেনা বা বিমানসেনার সম্বন্ধীয় কোন আইন বা ব্যবস্থা।

(ঘ) বৈদেশিক রাজন্যগণের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ ঘটিত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়, এমন কোন আইন বা ব্যবস্থা।

(ঙ) কোন সাম্রাজ্যিক বিষয় (Central subject) নিয়মিত করিতে যাওয়া।

(চ) প্রাদেশিক যে সকল বিষয় ভারতীয় আইন সভা দ্বারা নিয়মিত হইবে বলিয়া মূল আইনের নিয়মানুসারে ঘোষিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে যাওয়া।

(ছ) যে কোনও আইনের বিধান মতে কোন ক্ষমতা যদি

কেবলমাত্র বড়লাটের উপরেই অর্পিত থাকে, তবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা।

(জ) ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পূর্ব্বাহ্নে না লইয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন বা বিধান রদ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না বলিয়া মূল আইনে বিধান আছে। (তবে যদি প্রাদেশিক আইন সভা পূর্ব্বাহ্নে বড়লাটের সম্মতি না লইয়া কোনও আইন পাস করেন ও তাহা পরে বড়লাটের সম্মতিযুক্ত হয়, তবে তাহা অকর্ম্মণ্য গণ্য হইবে না)।

(২) পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত কোন আইন রদ বা পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা কোনও প্রাদেশিক আইন সভার নাই।

১১। (১) মূল আইনের ৮ ধারার (২) এবং (৩) দফায় লিখিত বিধান রহিত হইয়া নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রাদেশিক আইন সভার কার্য্য হইবে।

(২) প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (অর্থাৎ বজেট) প্রতিবৎসর আইন সভায় পেষ করা হইবে। এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব ইত্যাদি আয় যে যে বিষয়ে খরচ করিতে প্রস্তাব করেন, তাহা প্রার্থনা করিয়া (in the form of demands for grants) আইন সভার নিকট দাখিল করিবেন। সভা সে টাকার ভোট দিতে সম্মত বা অসম্মত হইতে পারিবেন, অথবা কোন খরচ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে কমাইয়া দিতে পারিবেন। তবে:—

(ক) যদি রিজার্ভ বিষয়ে ঐরূপ কোন টাকা চাওয়া হয়, এবং আইন সভা তাহা মঞ্জুর করিতে অসম্মত হন বা কমাইয়া দেন, তবে গবর্ণর সার্টিফাই করিবেন যে সে বিষয়ে তাঁহার দায়িত্ব পালন জন্য ঐ খরচা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি এইরূপ সার্টিফিকেট দিলে আইন সভার

অসম্মতি সত্ত্বেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সেই টাকা সেই বিষয়ে খরচ করিতে পারিবেন। এবং

(খ) প্রাদেশিক শান্তি বা নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য, বা কোন বিভাগীয় কার্য্য চালাইবার জন্য জরুরী বুঝিলে গবর্ণর আবশ্যক মত খরচ করিতে ক্ষমবান্ হইবেন।

(গ) গবর্ণর অনুমোদন না করিলে "রিজার্ভ" বিষয় সংক্রান্ত কোন খরচ কমাইয়া তাহা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে না।

(৩) নিম্নলিখিত খরচ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব প্রাদেশিক আইন সভায় পেষ করা আবশ্যক হইবে না যথা :—

(ক) সকৌন্সিল বড়লাটের খরচা জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে যে নির্দ্দিষ্ট টাকা ( Contribution ) প্রদেয়।

(খ) ঋণের টাকার সুদ ও ধীরে ধীরে আসল টাকা পরিশোধের জন্য ( Sinking fund বাবদ ) প্রদেয় টাকা।

(গ) যে খরচ করিবার জন্য কোন আইন দ্বারা বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে।

(ঘ) প্রাদেশিক হাইকোর্টের ও এডভোকেট জেনারেলের বেতন।

(ঙ) খোদ সম্রাট মহোদয়ের দ্বারা, বা তাঁহার অনুমোদন ক্রমে সকৌন্সিল্ ষ্টেট সেক্রেটারী দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বেতন, পেনসন ইত্যাদি।

কোন খরচ উপরিলিখিত দফার অন্তর্ভুক্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে গবর্ণরের মীমাংসাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৪) কোন আইনের পাণ্ডুলিপি, বা তাহার কোন সংশোধন প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থিত করা হইলে, বা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব হইলে

যদি গবর্ণর এরূপ সার্টিফাই করেন, ও আদেশ দেন যে সেই পাণ্ডুলিপি, বা তাহার কোন ধারা বা সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা তৎপ্রদেশের বা অপর কোনও প্রদেশের শান্তি বা নির্ব্বিঘ্নতার হানি হইতে পারে তবে ঐ পাণ্ডুলিপি, বা তাহার ঐ ধারা, বা ঐ সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে আইন সভাতে আর কোন কার্য্য বা আলোচনা করা হইবে না।

(৫) উপরোক্ত বিধান গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত করা হইবে। সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতির অনুপস্থিতিতে কে সভাপতিত্ব করিবেন, ন্যূনকল্পে কতগুলি সভ্য উপস্থিত থাকিলে কোরম ( Quorum ) হইয়া সভার কার্য্য চলিবে, কোনও বিষয়ে কোনও সভ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে কিরূপ নিয়মে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে, এবং সভার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত হইবে।

(৬) কাউনসিলের কার্য্য প্রণালী পরিচালন জন্য স্থায়ী আদেশ (Standing order) প্রণীত হইবে। প্রথম বারের স্থায়ী আদেশ সকৌন্সিল গবর্ণর প্রণয়ন করিয়া দিবেন। কিন্তু পরে তাঁহার অনুমোদন লইয়া সেগুলি প্রাদেশিক আইন সভার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। যদি কোন স্থায়ী আদেশ মূল আইনের কোনও বিধানের বিরোধী হয়, তবে তাহা সেই পরিমাণে বাতিল হইবে।

(৭) ঐ নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশ বজায় রাখিয়া আইন সভাতে সভ্যগণের বাক্যের স্বাধীনতা থাকিবে ( অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকিবে )। কাউনসিল গৃহে কোন সভ্য কোন কিছু বলার জন্য, কোন পক্ষে ভোট দিবার জন্য, অথবা কাউনসিলের কার্য্য-প্রণালী যে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে কিছু

লিখিত থাকার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোনও অভিযোগ হইবে না।

১২। (১) প্রাদেশিক আইন সভাতে কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি পাস হইলে গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফ কমিশনার তাহাতে সম্মতি দিলে তাহা আইন রূপে বলবৎ হইবে। কিন্তু সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ না করিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য সমগ্র পাণ্ডুলিপি অথবা তাহার কোন অংশ ফেরৎ পাঠাইতেও পারিবেন। এবং তৎসঙ্গে তিনি যে পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহাও জানাইবেন। অথবা বড়লাটের বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিবেন।

(২) যখন কোন পাণ্ডুলিপি বড়লাটের বিবেচনার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিম্নলিখিত বিধান মত কার্য্য হইবে :—

(ক) বড়লাটের সম্মতি ক্রমে গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর, বা চীফ কমিশনার ছয় মাসের মধ্যে বিল খানি সম্বন্ধে, ও তাঁহারা যে সংশোধন প্রস্তাব করিতে চাহেন, তৎসম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য আইন সভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন।

(খ) আইন সভা ঐ ফেরৎ পাণ্ডুলিপি, বা তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করিয়া যদি পুনরায় পাস করেন, তবে তাহা আবার গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইবে।

(গ) বড়লাটের বিবেচনার জন্য যে বিল রাখিয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে তিনি ছয় মাস মধ্যে সম্মতি দিয়া উপযুক্তরূপে গেজেটে প্রকাশিত করিলে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে। (যেন গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বা চীফ কমিশনার তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন)। কিন্তু যদি বড়লাট ছয় মাসের মধ্যে সম্মতি না দেন, তবে ঐ বিল অকর্ম্মণ্য (Lapse) হইবে।

তবে যদি ছয় মাস গত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণর, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর, বা চীফ কমিশনার তাহা আইন সভাতে ফেরৎ পাঠান ( বা আগামী সেসনে ফেরৎ পাঠাইবার সংকল্প ঘোষণা করেন ), তবে তাহা (Lapse) অকর্ম্মণ্য হইবে না।

(৩) প্রাদেশিক আইন সভার পাস করা কোনও বিল বড়লাট স্বীয় বিবেচনার জন্য না রাখিয়া এরূপ ঘোষণা করিতেও পারিবেন যে তিনি স্বীয় সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ না করিয়া তাহা সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য রাখিয়া দিলেন। সেরূপ ক্ষেত্রে সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় বড়লাট কর্তৃক প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আইন কার্য্যকর হইবে না।

১৩। (১) কোনও গবর্ণরের আইন সভা "রিজার্ভ সবজেকট্" সম্বন্ধীয় কোনও বিল উপস্থিত হইতে দিতে অসম্মত হইলে, অথবা গবর্ণর যেরূপ ভাবে উহা পাস করাইতে চাহেন, সেইরূপ ভাবে পাস না করিলে গবর্ণর এরূপ সার্টিফাই করিতে পারিবেন যে "তাঁহার স্বীয় দায়িত্ব পালন জন্য ঐ বিল ঐ ভাবে পাস হওয়া নিতান্ত দরকার"। তিনি ঐরূপ সার্টিফিকেট দিলে বিল খানি আইন সভা কর্তৃক পাস না হওয়া সত্ত্বেও "যেন দস্তুর মত পাস হইল" এইরূপ গণ্য করা হইবে, এবং গবর্ণরের স্বাক্ষর যুক্ত হইলে আইন সভা প্রণীত আইনের তুল্য গণ্য হইবে। *

(৩) এরূপ আইনের একটী নকল তৎক্ষণাৎ বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইবে। এবং বড়লাট তাহা সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তৎসমীপে পাঠাইবেন। সম্রাট মহোদয়ও যদি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তবে তদ্বিষয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিবার পর তাহা প্রাদেশিক

* গবর্ণর স্বেচ্ছায় এরূপ বিল পাস করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। নিম্নের ২ ধারা দ্রষ্টব্য।

আইন সভায় দস্তুর মত পাস করা আইনের তুল্য বলবৎ ও কার্য্যকর হইবে।

তবে যদি বড়লাট অত্যন্ত জরুরী মনে করেন, তবে সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহা রাখিয়া না দিয়া নিজেই সম্মতি দিবেন। তাহা হইলেই ঐ আইন বলবৎ ও কার্য্যকর হইবে, কিন্তু সম্রাট মহোদয় পরে তাহা রদ করিতেও পারিবেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে কোন আইন পাস হইলে তাহা অবিলম্বে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করা হইবে। সম্রাট মহোদয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য কোন আইনের পাণ্ডুলিপি তৎসমীপে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে আটদিন ধরিয়া তাহা পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় দাখিল থাকিবে।

১৪। কোন সরকারী কর্ম্মচারী (official) প্রাদেশিক আইন সভাতে সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না। যদি কোন মনোনীত বা নির্ব্বাচিত সভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন, তবে আইন সভায় তাঁহার পদ শূন্য গণ্য হইবে।

তবে কোনও মিনিষ্টার এই ধারা অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না। এবং কেহ মিনিষ্টার নিযুক্ত হইলে রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ মনে করা হইবে না।

১৫। (১) সকৌন্সিল বড়লাট প্রাদেশিক আইন সভার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মতামত লইয়া ও সম্রাট মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া নূতন "গবর্ণরের" প্রদেশ গঠিত করিতে পারিবেন, কিম্বা কোন গবর্ণরের প্রদেশ স্বীয় নিযুক্ত ডেপুটী গবর্ণরের শাসনাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন। এই নূতন প্রদেশে বা প্রদেশের কোন অংশে মূল আইনের অথবা এই আইনের যে সকল বিধান প্রচলন করা দরকার মনে করেন, আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা প্রচলিত করিতে পারিবেন।

(২) সকৌন্সিল বড়লাট ব্রিটীশ ভারতের কোনও অংশকে "অনুন্নত স্থান" (Back ward) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন, এবং সম্রাট মহোদয়ের সম্মতি লইয়া মূল আইনের ও এই আইনের বিধান গুলি আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করতঃ তথায় প্রচলিত করিতে পারিবেন। আরও ঘোষণা করিতে পারিবেন যে ভারতীয় আইন সভার বা প্রাদেশিক আইন সভার কোনও কোনও আইন তথায় প্রযুজ্য হইবে না, বা পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রযুজ্য হইবে।

১৬। (১) এই আইন পাস না হইলে সকৌন্সিল বড়লাটের বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্য করিবার বা যে আদেশ দিবার ক্ষমতা থাকিত, এই আইন পাশের পরেও সেই ক্ষমতা অনুসারে যদি তাঁহারা কোন কার্য্য করেন, বা আদেশ দেন, তবে তাহার বলবত্তা সম্বন্ধে কোনও আদালতে কোনও তর্ক উঠিতে পারিবে না। *

(২) এই আইনের দ্বারা বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোনও নিয়মের দ্বারা এরূপ বুঝাইবে না যে মূল আইনের ৬৫ ধারানুসারে ভারতীয় আইন সভাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনরূপ খর্ব্বতা হইল। * (১)

প্রাদেশিক আইন সভার কোনও আইন দ্বারা সাম্রাজ্যিক (Central) বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, অথবা ভারতীয় আইন সভার কোনও আইন দ্বারা প্রাদেশিক (Provincial) কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা

* এই বিধান দ্বারা বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই আইনের বিরোধী কোন কার্য্য তাঁহারা করিলেও তাহা বলবৎ থাকিবে। কিন্তু আশা করা যায় যে তাঁহারা অতি সাবধানে এ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন।

* (১) ১৯১৫।১৬ সালের ভারতশাসন আইনের ৬৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

হইতেছে, অথবা কোনও প্রাদেশিক গবর্ণর এরূপ আইন করিয়াছেন যাহা রিজার্ভ বিষয় ঘটিত নহে, ইত্যাকার আপত্তিতে কোনও আইন সভার প্রণীত আইনের বলবত্তা কোনও আদালতের বিচারাধীন হইবে না। ( অবশ্য যদি তাহা দস্তুর মত ভাবে পাস হয়, ও গবর্ণর, বড়লাট প্রভৃতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় )।

(৩) গবর্ণর যখন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সহযোগে কোন কার্য্য করিবেন বা আদেশ দিবেন তখন তাহা "রিজার্ভ সবজেক্টের অন্তর্ভুক্ত নয়" বলিয়া কোন আদালতে প্রশ্ন উঠিবে না। সেইরূপ আবার, যখন তিনি মিনিষ্টারের সহযোগে কোন কার্য্য করিবেন বা আদেশ দিবেন, তখন তাহা "মিনিষ্টারের আয়ত্তাধীন হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কীয় নহে" বলিয়া কোন আদালতে প্রশ্ন উঠিবে না।

## দ্বিতীয় অংশ—ভারতগবর্ণমেণ্ট

### ( Part II. The Government of India. )

১৭। বড়লাট এবং দুইটী সভা ( Chambers ) অর্থাৎ "রাষ্ট্র-সভা" ( Council of State ) এবং "আইনসভা" ( Legislative Assembly) লইয়া "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা" (Indian Legislature) গঠিত হইবে।

যে পর্য্যন্ত কোনও আইন ঐ উভয় সভার সম্মতিযুক্তে ও আবশ্যক মত সংশোধন সহ পাশ না হইবে, ততক্ষণ তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। তবে এই আইনের দ্বারা অন্য যে কোনরূপ বিধান আছে, তদনুসারেও কোন কোন স্থলে আইন প্রণীত হইতে পারিবে।

১৮। (১) রাষ্ট্রসভায় ( Council of Stateএ ) ৬০ জনের অনধিক

মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ২০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন না।

(২) বড়লাট এই সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

(৩) বড়লাট এই সভার সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতে পারিবেন (অর্থাৎ address করিতে পারিবেন) এবং তদুদ্দেশ্যে সভ্যগণকে উপস্থিত হইতে বলিতে পারিবেন। *

১৯। (১) আইন সভার (Legislative Assemblyর) সভ্যগণ এই আইনের বিধানমতে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইবেন।

(২) ইহার সভ্য সংখ্যা ১৪০ জন হইবে। তন্মধ্যে ১০০ জন নির্ব্বাচিত, ও ৪০ জন বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। এই ৪০ জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে ২৬ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন না।

তবে মূল আইনের বিধানমতে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা উপরোক্ত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মোট সভ্য সংখ্যার অন্ততঃ $\frac{৫}{৭}$ ভাগ নির্ব্বাচিত সভ্য হইবে। এবং বাকী সভ্যের অন্ততঃ $\frac{১}{৩}$ ভাগ বে-সরকারী সভ্য হইবেন।

(৩) বড়লাট এই সভার সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতে (address করিতে) পারিবেন, ও তজ্জন্য সভ্যগণকে উপস্থিত হইতে বলিতে পারিবেন। †

* কিন্তু তিনি তাহার সভাপতি হইবেন না।

† পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সেসন আরম্ভ হইবার সময় সম্রাট মহোদয় সাম্রাজ্যের কার্য্য ও অবস্থা সমালোচনা করিয়া ও আগামী সেসনে কি কি কার্য্য হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ দিয়া বক্তৃতা (Speech from the Throne) দিয়া থাকেন।

২০। (১) আইন সভার একজন সভাপতি থাকিবেন। এই সভা প্রথম গঠিত হইলে প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি বড়লাট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। তৎপরে সভার সভ্যগণ বড়লাটের অনুমোদন সহকারে আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন।

যে তারিখে ঐ ৪ বৎসর শেষ হইবে, তখন যদি আইন সভার সেসন চলিতে থাকে, তবে সেসন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সভাপতিই কার্য্য করিতে থাকিবে। নূতন সেসনের প্রারম্ভে সভ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন।

(২) এই আইন সভার একজন ডেপুটী সভাপতি থাকিবেন। তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিবেন। সভার সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বড়লাটের অনুমোদন সহকারে এই পদের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নিযুক্ত সভাপতি কার্য্য করিতে থাকিবেন; তবে তিনি যে কোন সময়ে বড়লাটের নিকট লিখিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন। কিম্বা বড়লাটের আদেশ ক্রমে পদচ্যুত হইতে পারিবেন। শূন্যপদে অবশিষ্ট সময়ের জন্য বড়লাট অপর কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) আইন সভার সভ্য আর না থাকিলে নির্ব্বাচিত সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতির পদ শূন্য গণ্য হইবে। তাঁহারা বড়

বড়লাটের address করা প্রায় ঐরূপ হইবে। তিনি রাষ্ট্রসভায় বা আইনসভায় তৎপরে আর উপস্থিত হইবেন না। তদ্দ্বারা সভ্যগণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পাইবেন।

লাটের নিকট লিখিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করিবেন। অথবা আইন সভার সভ্যগণ ভোট দ্বারা ও বড়লাটের অনুমোদনক্রমে তাঁহাদিগকে পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

(৫) বড়লাটের নিযুক্ত সভাপতির বেতন বড়লাট ধার্য্য করিয়া দিবেন, এবং নির্ব্বাচিত সভাপতির ও ডেপুটী সভাপতির বেতন আইন সভা আইন করিয়া ধার্য্য করিয়া দিবেন।

২১। (১) রাষ্ট্রসভা ( Council of State ) পাঁচ বৎসর ও আইন সভা ( Legislative Assembly ) তিন বৎসর স্থায়ী হইবে। তবে,—

(ক) তৎপূর্ব্বেও বড়লাট উহার কোনটী ভঙ্গ করিয়া (Dissolve) দিতে—

(খ) বা আবশ্যক বুঝিলে বিশেষ ঘটনাক্রমে স্থিতিকাল বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন।

(গ) এবং সভা ভঙ্গ করিয়া দিবার পর ছয় মাসের মধ্যে ( অথবা ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া ৯ মাস মধ্যে ) তাহার নূতন অধিবেশন যাহাতে হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন।

( ২ ) এই উভয় সভার কোন্‌টীর অধিবেশন কোথায় ও কবে হইবে, তাহা বড়লাট স্থির করিয়া দিবেন। এবং সময়ে সময়ে অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

( ৩ ) উভয় সভার সভাপতি অধিবেশন মূলতুবী করিয়া অন্য দিন ধার্য্য করিতে পারিবেন।

( ৪ ) উভয় সভাতেই সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের মতে সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইবে। সাধারণতঃ সভাপতি ভোট দিতে পারিবেন না। উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান হইলে তিনি একটী অতিরিক্ত (Casting) ভোট দিতে পারিবেন।

( ৫ ) কোন সভ্য পদশূন্য থাকিলেও উভয় সভাই স্বীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

২২। ( ১ ) উভয় সভার কোনটীতেই কোন সরকারী কর্ম্মচারী ( official ) সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। যদি কোন বে-সরকারী সভ্য সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

( ২ ) এক সভার কোন নির্ব্বাচিত সভ্য যদি অপর সভার সভ্য হন, তবে প্রথমোক্ত সভাতে তাঁহার স্থান শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

( ৩ ) যদি কোন ব্যক্তি উভয় সভারই সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন, তবে তিনি কোন্ সভার সভ্য থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা লিখিয়া জানাইলে অপর সভায় তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

( ৪ ) বড়লাটের একৃজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রত্যেক মেম্বার উভয় সভার কোন না কোনটীতে সভ্য মনোনীত হইবেন। এবং অপর সভাতেও উপস্থিত হইবার ও তাহার সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবার ( address করিবার ) অধিকার থাকিবে। কিন্তু কেহই এক-কালে উভয় সভারই সভ্য হইতে পারিবেন না।

২৩। (১) এই আইনের বিধান বজায় রাখিয়া মূল আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণীত করা হইবে :—

( ক ) উভয় সভার মনোনীত সভ্যগণের কার্য্যকাল, মৃত্যু, ইস্তফা, সরকারী চাকরী গ্রহণ, কর্ত্তব্য পালনে অক্ষমতা, ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিতি, ইত্যাদি কারণে সভ্য পদ শূন্য হইলে নূতন সভ্য নিয়োগ করণ।

( খ ) কিরূপ সর্ত্তে ও কি প্রণালীতে উভয় সভার সভ্য মনোনয়ন করা হইবে।

(গ) ইলেক্‌টরদিগের যোগ্যতা (qualification) নির্ণয় করণ; নির্ব্বাচক সম্প্রদায় (Constituency, কনষ্টিটুয়েন্‌সী) গঠন; নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ইত্যাদি।

(ঘ) কি কি যোগ্যতা থাকিলে কোন্ ব্যক্তি উভয় সভার কোন্‌টীতে সভ্য মনোনীত বা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন।

(ঙ) নির্ব্বাচনের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে তাহার মীমাংসার ব্যবস্থা করণ।

(চ) এবং কিরূপে এই সকল নিয়মাবলী কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহার ব্যবস্থা করণ।

(২) অন্যান্য যোগ্যতা থাকিলে ভারতীয় কোন রাজা বা তদীয় প্রজা উভয় সভার যে কোনটীতে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

২৪। (১) মূল আইনের ৬৭ ধারায় (১) ও (৩) দফা, (অর্থাৎ ভারতীয় আইন সভায় করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে বিধান) অতঃপর রহিত হইল। (তৎস্থলে এই আইনের বিধানমত কার্য্য হইবে)।

(২) উভয় আইন সভাতে কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করিবার জন্য, শৃঙ্খলা (order) রক্ষার জন্য, সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে কে সভাপতিত্ব করিবেন, ন্যূনকল্পে কতগুলি সভ্য উপস্থিত থাকিলে কোরম (quorum) হইয়া সভার কার্য্য চলিতে পারিবে, কিরূপ নিয়মে কোন্ বিষয়ে সভ্যগণ প্রশ্ন করিতে পারিবেন, এবং কোন্ কোন্ স্থলে পারিবেন না, ইত্যাকার বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে।

(৩) যদি কোন বিল এক সভায় পাস হইবার ছয়মাস মধ্যে অপর

সভা কর্ত্তৃক পাস না হয়, বা তাহার কোনরূপ সংশোধন করা সম্বন্ধেও উভয় সভা একমত হইতে না পারেন, তবে বড়লাট ইচ্ছা করিলে উভয় সভার মিলিত অধিবেশনে উক্ত বিষয়টী মীমাংসার ভার দিবেন।

উভয় সভার মতভেদ ঘটিলে তাহা আলোচনা করতঃ মীমাংসা করিবার জন্য উভয় সভার প্রতিনিধিদের সম্মিলিত অধিবেশন হইবে, এরূপ ভাবে স্থায়ী আদেশ ( Standing order ) হইতে পারিবে।

(৪) মূল আইনের ৬৮ ধারার বিধান অনুসারে ক্ষমতা বজায় রাখিয়া বড়লাট বাহাদুর উভয় সভার পাস করা কোনও বিল পুনর্বিবেচনার জন্য যে কোন সভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে।

(৬) উভয় সভার যে সকল কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মূল আইন অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীতে কোনও বিধান না থাকিবে, তৎসম্বন্ধে এই ধারা অনুসারে স্থায়ী আদেশ প্রচারিত হইবে। এইরূপ স্থায়ী আদেশ প্রথমে সকৌন্সিল বড়লাট প্রণীত করিয়া দিবেন, কিন্তু তৎপরে তাহা ( যে সভা সম্বন্ধীয় আদেশ, সেই ) আইনসভা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

কোন "স্থায়ী আদেশ" যদি মূল আইনের কোনও বিধানের বিরোধী হয়, তবে তাহা সেই পরিমাণে বাতিল হইবে।

(৭) ঐ সকল নিয়মাবলীর বিধান বজায় রাখিয়া উভয় সভার সভ্য-গণের বাক্যের স্বাধীনতা থাকিবে। তাঁহারা সভাগৃহের মধ্যে যাহা কিছু বলিয়াছেন, বা যে পক্ষে ভোট দিয়াছেন, বা সভার কার্য্যবিবরণী পুস্তকে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য কোন সভ্য কোন আদালতের বিচারাধীন হইবেন না।

২৫। (১) সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুরের আগামী বৎসরের

আনুমানিক বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাব ( বজেট ) প্রত্যেক বৎসরে উভয় সভার সমীপে পেষ হইবে।

(২) বড়লাটের অনুমোদন ভিন্ন ঐ হিসাবভুক্ত কোন আয় হইতে কোন ব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে না।

(৩) বড়লাটের আদেশ না হইলে নিম্নলিখিত আয়ব্যয়ের সম্বন্ধে বড়লাটের প্রস্তাবিত খরচ আইন সভার ভোটে দেওয়া হইবে না, কিম্বা তৎসম্বন্ধে উভয় সভার কোন সভাই আলোচনা করিতে পারিবেন না :—

(ক) সরকারী ঋণ সুদসহ আসল ধীরে ধীরে পরিশোধের ব্যবস্থা।

(খ) কোন আইন দ্বারা যে খরচের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) সম্রাট মহোদয়ের দ্বারা, বা তাঁহার অনুমোদন দ্বারা, বা ষ্টেট সেক্রেটারীর দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বেতন ও পেনসন।

(ঘ) চীফ কমিশনার ও জুডিসিয়াল কমিশনারগণের বেতন।

(ঙ) সকৌন্সিল বড়লাটের আদেশ ক্রমে যে সকল খরচ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত বা রাজনৈতিক বা দেশরক্ষার জন্য খরচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(৪) কোন খরচ উপরিলিখিত খরচের অন্তর্ভুক্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে বড়লাটের মীমাংসাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৫) উল্লিখিত কয়রকমের খরচা ভিন্ন যে সকল খরচার প্রস্তাব বড়লাট ( demands for grants ) আকারে দাখিল করিবেন, তাহা আইন সভার ভোটে মীমাংসিত হইবে। *

* ইংলণ্ডীয় আয়ব্যয় বজেট পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল হইবার সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ( Minister ) গণ "আমার বিভাগে আগামী বৎসরের খরচ জন্য এই খরচ দরকার"

(৬) আইন সভা সেই খরচা মঞ্জুর করিতে সম্মত বা অসম্মত হইতে বা কমাইয়া দিতে পারিবেন।

(৭) খরচার যেরূপ পরিমাণ আইন সভার ভোটে ধার্য্য হইবে, তাহা বড়লাটের নিকট পেষ হইবে। তিনি যদি বুঝেন যে আইনসভা যে খরচ না-মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বীয় দায়িত্ব প্রতিপালন জন্য নিতান্ত আবশ্যক ও তন্মর্ম্মে সার্টিফিকেট দেন, তবে তিনি আইন সভার না-মঞ্জুরী সত্ত্বেও তাহা খরচের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৮) যদি বড়লাটের বিবেচনায় ব্রিটিশ ভারতের কোনস্থানের শান্তি নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য কোন জরুরী খরচ দরকার হয়, তবে আবশ্যক মত তদ্রূপ খরচ করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে।

২৬। (১) যদি উভয় সভার কোন সভা বড়লাটের অনুমোদিত আকারে কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি ( Bill ) সভায় দাখিল করিতে বা পাস করিতে অসম্মত হন, তবে বড়লাট এরূপ সার্টিফাই করিতে পারিবেন যে ব্রিটিশ ভারতের বা তাহার কোন অংশের শান্তি নির্ব্বিঘ্নতা বা স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐ বিল পাস হওয়া নিতান্ত দরকার ( essential ), তবে তিনি সেরূপ সার্টিফাই করিলে নিম্নলিখিতভাবে কার্য্য হইবে।

(ক) যদি বিলখানি অপর সভা দ্বারা ইতিপূর্ব্বে পাস হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বড়লাটের স্বাক্ষরযুক্ত হইলেই তাহা "উভয় সভার পাস করা" আইনের তুল্য গণ্য হইবে।

(খ) যদি বিলখানি অপর সভা ইতিপূর্ব্বেই পাস না করিয়া থাকেন,

বলিয়া সভার নিকট টাকা চাহিয়া থাকেন। ইহাকে বলে "Demands for Grants" (অর্থাৎ খরচা প্রার্থনা)। সেই খরচার হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া পার্লিয়ামেণ্ট তাহা মঞ্জুর করেন বা কমাইয়া দেন। ভারতেও সেইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

তবে তথায় পেষ হইবে এবং সেই অপর সভা তাহা পাস করিয়া দিলেও বড়লাট তাহাতে স্বাক্ষর করিলে তাহা "উভয় সভায় পাস করা" আইনের তুল্য গণ্য হইবে। যদি সে সভাও তাহা পাস না করেন, তবে শুদ্ধ বড়লাট তাহাতে স্বাক্ষর করিলেই তাহা ঐরূপ আইন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কিন্তু এইরূপ আইন "শুদ্ধ বড়লাটের প্রণীত আইন" বলিয়া মনে করা হইবে, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভায় পেষ করা হইবে। ৮ দিন ধরিয়া তথায় দাখিল থাকার পর তাহা সম্রাট মহোদয় সমীপে পেষ হইবে। তিনি তাহাতে অনুমোদন জানাইলে তবে তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইনের তুল্য বলবৎ ও কার্য্যকর হইবে। তৎপূর্ব্বে হইবে না।

তবে বড়লাট যদি মনে করেন যে এরূপ গুরুতর ও জরুরী অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে আইনটী তখনই কার্য্যকর হওয়া দরকার, তবে তিনি অবিলম্বে তাহা প্রচলিত ও কার্য্যকর হইতে আদেশ দিতে পারিবেন। কিন্তু পরে সম্রাট মহোদয় তাহা রদ করিতেও পারিবেন।

২৭। (১) মূল আইনের ৬৭ ধারার ২ দফাতে বড়লাটের অনুমোদন পূর্ব্বাহ্নে লইবার যে বিধান আছে, তাহা ছাড়া আরও বিধান করা যাইতেছে যে তাঁহার সম্মতি পূর্ব্বাহ্নে না লইয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধেও কোন প্রস্তাব উভয় আইন সভার কোনটীতে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না। যথা :—

(ক) যে সকল প্রাদেশিক বিষয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আলোচ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই, সেরূপ কোন প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে আইন করিতে যাওয়া।

(খ) প্রাদেশিক আইন সভার কোন আইন রদ বা সংশোধন করিতে যাওয়া।

(গ) বড়লাটের স্বকৃত কোন আইন বা সাময়িক আইন (ordinane) রদ বা সংশোধন করিতে যাওয়া।

(২) যদি উভয় সভার কোনটীতে এরূপ কোন আইনের পাণ্ডুলিপি, বা কোন আইনের সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, যাহা বড়লাটের বিবেচনায় ব্রিটীশ ভারতের শান্তি বা নির্ব্বিঘ্নতার হানিকর, তবে তিনি তন্মর্ম্মে সার্টীফিকেট দিলে ও আদেশ দিলে তৎসম্বন্ধে আর কোনও কার্য্য হইবে না।

২৮। (১) মূল আইনের ৩৬ ধারা (বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার বিধান) এতদ্বারা রদ হইল।

(২) উক্ত ৩৬ ধারার ৩ দফাতে "At the time of their appointment" (তাঁহাদের নিয়োগের সময়ে) এই কথা গুলি উঠাইয়া দেওয়া গেল। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ব্যারিষ্টার ভিন্ন ভারতীয় হাইকোর্টের উকীলগণও উক্ত কাউনসিলের একজন সভ্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন। "পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী করিয়াছেন" স্থলে "দশবৎসর প্র্যাকটীস করিয়াছেন" এই কথা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) এই ধারা দ্বারা উক্ত ৩৬ ধারা যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইল, তদনুসারে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত নিয়মাবলী প্রণীত করা হইবে।

(৪) কোন গবর্ণরের প্রদেশে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের অধিবেশন হইতে থাকা কালে প্রাদেশিক গবর্ণরও তাহার একজন মেম্বর হইবেন বলিয়া মূল আইনের ৩৬ ধারার ২ দফায় যে বিধান ছিল, তাহা রহিত করা হইল।

২৯। (১) বড়লাট ভারতীয় আইন সভার সভাগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া কাউনসিল সেক্রেটারী দিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা একজিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যদিগের সাহায্য করিবেন, ও বড়লাটের ইচ্ছামত সময়ের জন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। *

(২) "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা" (Indian Legislature) এই কাউনসিল সেক্রেটারীদের বেতন ধার্য্য করিয়া দিবেন।

(৩) কোনও কাউনসিল সেক্রেটারী যদি ছয়মাসের অধিককাল ভারতীয় আইন সভার সভ্য না থাকেন, তবে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

## তৃতীয় অংশ—সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী।

## (Part III. Secretary of State in Council)

৩০। ষ্টেট সেক্রেটারীর ও তাঁহার অণ্ডার সেক্রেটারীদের বেতন, এবং তাঁহার অধীনস্থ বিভাগের অন্য কোন খরচ অতঃপর ভারতীয় রাজস্ব হইতে না দিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত টাকা দ্বারায় প্রদত্ত হইবে।

৩১। মূল আইনের ৩ ধারাতে ইণ্ডিয়া কাউনসিল সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহাতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে।

(১) ঐ ধারার ১ দফাতে "দশ জনের কম নয়, চৌদ্দ জনের বেশী নয়,

---

* আইন সভার সভ্যদের মধ্য হইতে কাউনসিল সেক্রেটারী নিয়োগ, একটী মহান্ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইন অনুসারে আইন সভার সভ্যগণ একজিকিউটিভ কাউনসিলের মিটিংয়ে উপস্থিত হইতেই পাইতেন না। তাহার কার্য্য গোপনে হইত। এক্ষণ হইতে আইন সভার সভ্যগণ কাউনসিল সেক্রেটারীরূপে তথায় উপস্থিত হইতে অধিকার পাইলেন। অর্থাৎ একজিকিউটিভ কাউনসিলের কার্য্য আর গোপন থাকিল না।

এরূপ সংখ্যক সভ্য ইণ্ডিয়া কাউনসিলে নিযুক্ত হইবেন" বলিয়া যে বিধান ছিল, তৎস্থলে অতঃপর বিধান হইল যে "আট জনের কমনয়, ১২ জনের বেশী নয়" এরূপ সংখ্যক সভ্য ঐ সভায় সভ্য হইবেন। তবে এই আইন পাশের সময় যাঁহারা সভ্য আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কমান হইবে না। তাঁহাদের কাহারও পদ শূন্য হইলে শূন্যপদে কাহাকেও নিযুক্ত না করিয়া ক্রমে ক্রমে ১৪ জন স্থলে ১২ জন করা হইবে।

(২) ঐ ধারার (৩) দফায় "নয় জন" বলিয়া যে কথা আছে, তৎস্থলে "অর্দ্ধেক" এই কথা বসিবে। এবং "ব্রিটীশ ভারত" কথার স্থলে "ভারত" এই কথা বসিবে। *

(৩) ঐ ধারার (৪) দফাতে "৭ বৎসর" স্থলে "৫ বৎসর" ইণ্ডিয়া কাউনসিলের মেম্বরদের কার্য্যকাল স্থির হইল। তবে এখন যাঁহারা ঐ কাউনসিলের মেম্বর আছেন, তাঁহারা ৭ বৎসরই কার্য্য করিবেন।

(৪) ঐ ধারার (৮) দফা রহিত হইয়া তৎস্থলে নিম্নলিখিত রূপ বিধান হইল :—

"ইণ্ডিয়া কাউনসিলের প্রত্যেক মেম্বরকে বার্ষিক বারশত পাউণ্ড বেতন দেওয়া হইবে। তবে কোন সভ্য যদি ভারতবাসী হন, তবে তিনি ঐ বেতন ছাড়া আরও ছয়শত পাউণ্ড ভাতা পাইবেন।

* ঐ ৩ ধারার (৩) দফার বিধান অনুসারে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সভ্যদের মধ্যে ৯ জন এরূপ লোক হইবার নিয়ম ছিল, যাঁহারা ব্রিটীশ ভারতে অন্ততঃ দশ বৎসর চাকরী করিয়াছেন বা বাস করিয়াছেন, এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল পূর্ব্বে ভারত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমান আইনানুসারে ঐ ধারার ঐ দফা এইরূপ হইল যে "ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সভ্যদের মধ্যে অর্দ্ধেক সভ্য এরূপ লোক হইবেন যাঁহারা ভারতে অন্ততঃ দশ বৎসর চাকরী করিয়াছেন বা বাস করিয়াছেন" ইত্যাদি।

এই বেতন ও ভাতা ভারতীয় রাজস্ব হইতে অথবা পালিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত টাকা হইতে প্রদত্ত হইবে।

(৫) (বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট অনাবশ্যক বোধে এই ধারার অনুবাদ করা হইল না)

৩২। (১) মূল আইনের ৬ ধারাতে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের কোরম সম্বন্ধে যে বিধান ছিল তাহা রহিত হইল। অতঃপর ষ্টেট সেক্রেটারী কোরম সম্বন্ধে নিয়ম করিয়া দিবেন।

(২) ঐ কাউনসিলের অধিবেশন অতঃপর "অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে" না হইয়া "অন্ততঃ প্রতি মাসে" হইবে।

(৩) (অনাবশ্যক বোধে অনুবাদ করা হইল না)

৩৩। মূল আইন দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টকে ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে পরিচালনা করা, তত্ত্বাবধান করা, আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীর উপর বা সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর উপর যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাহা ষ্টেট সেক্রেটারী এখন হইতে এমন ভাবে খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিবেন, যাহাতে এই আইনের উদ্দেশ্য সফল হয় (অর্থাৎ এখন ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে যে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী তন্ন তন্ন ভাবে দেখিবেন, ও অনেকটা কর্তৃত্বাধীনে রাখিবেন, সুতরাং ষ্টেট সেক্রেটারীর আর প্রত্যেক পদে ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত।

এই বিধানানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া যে সকল নিয়মাবলী প্রণীত হইবে, তাহার খসড়া (হস্তান্তরিত বিষয় সম্বন্ধীয় না হইলে) পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ হইবে। তথায় মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত সেই নিয়মে কার্য্য হইবে না।

যদি "হস্তান্তরিত বিষয়" সম্বন্ধে ঐরূপ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া কোন নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তবে তাহাও অবিলম্বে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিতে হইবে। এবং যদি ত্রিশ দিনের মধ্যে "লর্ড সভা" বা "কমন্‌স্ সভা" সম্রাট মহোদয়ের নিকট এরূপ আবেদন করেন, যে ঐ নিয়মাবলী, বা তন্মধ্যে কোন নিয়ম রহিত করা হউক, তবে সম্রাট মহোদয় তাহা রদ করিয়া দিবেন।

৩৪। বিলাত হইতে ভারতে কোন আদেশ পাঠাইবার বা চিঠিপত্র লেখালেখি করার সম্বন্ধে মূল আইনের ৫, ১১, ১২, ১৩, ও ১৪ ধারাতে যে সমস্ত বিধান আছে, তাহা রহিত করা গেল। অতঃপর তৎসম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারী যে নিয়ম করিয়া দিবেন, তদনুসারে আদেশ পাঠান হইবে, বা চিঠিপত্র লেখালেখি চলিবে।

৩৫। সম্রাট মহোদয় স্বীয় কাউনসিলের সহিত যুক্তি করিয়া এরূপ আদেশ ও বিধান করিতে পারিবেন যে বিলাতে ভারতবর্ষের পক্ষে কার্য্য করার জন্য একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হউক। সেই হাই কমিশনারের ও তাঁহার সহকারীগণের বেতন, পেনসন, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য কার্য্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐ আদেশ দ্বারা বিধান করিয়া দিবেন। ভারতের পক্ষে বিলাতে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার যে ক্ষমতা এক্ষণে ষ্টেট সেক্রেটারীর উপর আছে, তাহার কোন কোন ক্ষমতাও উক্ত হাই কমিশনারের উপর অর্পণ করা যাইতে পারিবে।

## চতুর্থ অংশ—ভারতীয় সিভিল সার্ভিস।

## Part IV. The Civil Service in India.

৩৬। (১) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসভুক্ত প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী সম্রাট মহোদয়ের ইচ্ছামত সময়ের জন্য স্ব স্ব পদে নিযুক্ত আছেন। এবং

যে যে কার্য্য করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে, সেই সকল কার্য্যেই যে কোন ভাবে তিনি তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োজিত হইবেন।

কিন্তু তিনি যে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার নিম্নতন কোন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ডিসমিস হইবেন না। কোন ব্যক্তি ডিসমিস হইলে ও ষ্টেট সেক্রেটারী ন্যায়সঙ্গত বোধ করিলে তাঁহাকে কার্য্যে পুনস্থাপিত করিতে পারিবেন।

সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি যদি নিযুক্ত কোনও ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কোনও আদেশ দ্বারা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন, এবং সেই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট উপযুক্ত আবেদন করিয়াও উপযুক্ত প্রতীকার না পান, তবে প্রাদেশিক গবর্ণরের নিকট ন্যায় বিচার পাইবার জন্য অভিযোগ করিতে পারিবেন। গবর্ণরদিগকে এতদ্বারা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এইরূপ অভিযোগের তদন্ত করিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন।

(২) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করা, উক্ত সার্ভিসে কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রণালী, চাকরীর সর্ত্ত, বেতন, ভাতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মাবলী সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী প্রণয়ন করিয়া দিবেন।

সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী স্বীয় এই ক্ষমতা সকৌন্সিল বড়লাটের উপর, বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত করিতে পারিবেন, অথবা সরকারী কর্ম্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে আইন করিবার জন্য ভারতীয় বা প্রাদেশিক আইন সভাকে ক্ষমতা দিতেও পারিবেন।

তবে এই আইন প্রচলন হইবার পূর্ব্বে ষ্টেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক যিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যদি ঐ অধিকারের কোনটী হইতে

তিনি বঞ্চিত হন, তবে ষ্টেট সেক্রেটারী ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁহার সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন।

(৩) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ষ্টেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পেনসন পাইবার অধিকার, এবং পেনসনের পরিমাণ সম্বন্ধে এই আইন পাসের সময়ে যে নিয়ম বলবৎ আছে, তদনুসারে কার্য্য হইবে। সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী ভবিষ্যতে সেই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ঐ পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদের পেনসনের কোনও হানি হইবে না।

(৪) সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ দূরীকরণের জন্য ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধ একাল পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারীর দ্বারা বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা যে সকল নিয়ম বা বিধান করা হইয়াছে, তাহা মঞ্জুর করতঃ বজায় রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ধারার বিধান ক্রমে তাহা রদ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যাইবে।

৩৭। (১) মূল আইনের ৯৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবাসীগণকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করিতে পারিবেন। ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে তিনি তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী করিবেন। সেই নিয়মাবলী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় ৩০ দিন ধরিয়া দাখিল থাকিয়া অনুমোদিত না হইলে কার্য্যকর হইবে না।

(২). (অনাবশ্যকবোধে অনুবাদ করা হইল না)

৩৮। (১) সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী ৫ জনের অনধিক সভ্য দ্বারা ভারতে একটী "পাবলিক সার্ভিস কমিশন" নিযুক্ত করিবেন। তন্মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন। সভ্যগণ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। এবং তৎপরে পুনর্নিযুক্ত হইতে পারিবেন। সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর

আদেশ ভিন্ন তাহার কোন সভ্য পদচ্যুত হইবেন না। সভাপতির (চেয়ার-ম্যানের) ও সভ্যদিগের যোগ্যতা, বেতন, পেনসন, ইত্যাদি সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারী নিয়মাবলী করিয়া দিবেন।

(২) সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তদনুসারে "পবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্যগণ ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে করণীয় কার্য্য করিবেন।

৩৯। (১) সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতে একজন অডিটার জেনারেল ( সর্ব্বপ্রধান হিসাব পরীক্ষক ) নিযুক্ত করিবেন। এবং তাঁহার বেতন, ক্ষমতা, করণীয় কার্য্য, চাকরীর সর্ত্ত, সাময়িক অনুপস্থিতিকালে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণীত করিবেন।

(২) ভারত গবর্ণমেণ্টের বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ না করিয়া ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীপদের সংখ্যা, বা বেতনের পরিমাণ কম বেশী করা হইবে না।

৪০। ইণ্ডিয়া কাউনসিলের অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি ( ভোট ) ভিন্ন এই চতুর্থ অংশের বিধানমতে কোনও নিয়ম করা হইবে না।

## পঞ্চম অংশ—ষ্টাচুটারী কমিশন।

## ( Part V—Statutory Commission )

৪১। (১) এই আইন পাস হইবার দশ বৎসর পরে ষ্টেট সেক্রেটারী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার সম্মতিক্রমে কতকগুলি লোকের নাম সম্রাট মহোদয়ের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) সম্রাট মহোদয় অনুমোদন করিলে সেই সকল লোককে লইয়া একটী কমিশন গঠিত হইবে। ভারত শাসনপ্রণালী কিরূপ চলিতেছে, শিক্ষার উন্নতি কিরূপ হইতেছে, এই আইন অনুসারে প্রতিনিধি-মূলক

শাসন প্রণালীর ক্রমবিকাশ কতদূর হইল, ইত্যাদি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে তদন্ত করতঃ রিপোর্ট দিবেন যে দায়িত্বমূলক শাসন প্রণালী (Responsible Government) ভারতে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত কিনা, সঙ্গত হইলে আরও কত পরিমাণে তাহা করা বাঞ্ছনীয়, এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে একটী দ্বিতীয় সভা ( second chamber ) স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) সম্রাট মহোদয়ের আদেশমত এই কমিশন ব্রিটীশভারত ও তদন্তর্গত প্রদেশ সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার তাহার রিপোর্ট দিবেন।

## ষষ্ঠ অংশ—সাধারণ

## ( Part VI—General )

৪২। (১) মূল আইনের ১২৪ ধারা সংশোধন করিয়া আইন করা গেল যে যদি বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোনও সভ্য, অথবা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোনও কর্ম্মচারী তাঁহার নিয়োগের সময়ে কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত থাকেন, তবে সরকারী কার্য্য করিবার সময়েও বড়লাটের বা গবর্ণরের অনুমতিক্রমে ঐ ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁহার স্বার্থ বা সংস্রব বজায় রাখিতে পারিবেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাহার কর্ত্তৃত্ব বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

৪৩। কোনও বিষয়ে সম্রাট মহোদয়ের সম্মতি বা অসম্মতি ইতিপূর্ব্বে সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর মারফৎ ভারতে জানান হইত। অতঃপর তাঁহা "সকৌন্সিল সম্রাট মহোদয়" কর্ত্তৃক জানান হইবে। *

৪৪। (১) "কোনও বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণীত হইবে" বলিয়া যদি

* অর্থাৎ ভারতের সহিত সম্রাট মহোদয়ের প্রত্যক্ষ ( direct ) যোগ স্থাপিত হইল।

মূল আইনে বিধান থাকে, অথচ বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকে যে কে সেই নিয়মাবলী প্রণীত করিবেন, তবে সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাটই তাহা প্রণয়ন করিবেন, এবং তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দ্বারা অথবা কোনও প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা রদ বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

(২) ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উপযোগী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রণীত হইতে পারিবে।

(৩) ঐ নিয়মাবলী অবিলম্বে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় দাখিল করা হইবে। যদি তাহার পর ৩০ দিনের মধ্যে লর্ড সভা বা কমন্‌স্‌ সভা সম্রাট মহোদয়ের নিকট এরূপ আবেদন করেন যে ঐ নিয়মাবলী বা তন্মধ্যে কোনও নিয়ম রদ করা হউক, তবে সম্রাট মহোদয় তাহা রদ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যদি সেই নিয়মাবলী অনুসারে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা বহাল থাকিবে।

ষ্টেট সেক্রেটারী এরূপ আদেশ দিতেও পারিবেন যে এই ধারা অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর খসড়া (draft) প্রথমে পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভাতে দাখিল হইবে। উভয় সভা একমত হইয়া বা আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া অনুমোদন দিলে সকৌন্সিল বড়লাট তদনুসারে নিয়মাবলী প্রণীত করিবেন। সে ক্ষেত্রে তাহা আবার পার্লিয়ামেণ্টে পেষ করিতে হইবে না।

৪৫। (১) (২) (এই ধারা ও দফাগুলি অত্যন্ত জটিল, ও জনসাধারণের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচনায় অনুবাদ করা হইল না)।

৪৬। এই আইনে "সরকারী কর্ম্মচারী" (official) কথার অর্থ যে যিনি ভারতে সম্রাট মহোদয়ের অধীনে সিভিল বা মিলিটারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং "বেসরকারী" (non-official) কথার অর্থ এই যে যিনি ঐরূপ কোন কার্য্য করেন না।

কোন্ কোন্ সরকারী পদে কেহ নিযুক্ত থাকিলেও "সরকারী কর্ম্মচারী" বলিয়া গণ্য হইবেন না (যথা মিনিষ্টার প্রভৃতি), তাহা নিয়মাবলী দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হইবে।

৪৭। (১) এই আইনকে "১৯১৯ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। এবং ১৯১৫।১৬ সালের মূল আইনকে কেবলমাত্র "গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

(২) সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া সকৌন্সিল বড়লাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন যে কোন্ তারিখ হইতে এই আইন কার্য্য আমলে আসিবে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিধান ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

যে তারিখে কোনও এক্জিকিউটিভ কাউনসিলে বা আইন সভায় এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে, সেই তারিখে তৎকালীন সভ্যগণ পদত্যাগ করিবেন, কিন্তু আইন সম্মত যোগ্যতা (qualification) থাকিলে পুনর্নিযুক্ত, পুনর্মনোনীত, বা পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(৩) (৪) (অত্যন্ত জটিল ও জনসাধারণের নিকট অনাবশ্যক-বোধে অনুবাদ করা হইল না)।

(৫) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বা প্রাদেশিক আইন সভার প্রথম স্থাপন সম্বন্ধে বা এই আইনের কোনও বিধান প্রথম প্রচলন সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তবে সকৌন্সিল ষ্টেট সেক্রেটারী বা (আবশ্যক মত) সকৌন্সিল বড়লাট তাহার মীমাংসা করণ জন্য যে কোন কার্য্য করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

## প্রথম তপশীল

( এই তপশীলে প্রাদেশিক আইন সভার সভ্যসংখ্যা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পরবর্ত্তী নিয়মাবলী দ্বারা তাহা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য )।

## ( দ্বিতীয় তপশীল ( প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ )

( মূল আইনের কোন কোন ধারাতে এই আইনের দ্বারা কি পরিবর্ত্তন হইল, তাহা দেখান হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য বিবেচনায় অনুবাদ করা হইল না )।

মূল আইনের দ্বিতীয় তপশীল লিখিত বেতনের পরিমাণ নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল :—

বড়লাট—বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণরগণ বার্ষিক এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা।

পঞ্জাবের ও বিহার উড়িষ্যার গবর্ণর—বার্ষিক এক লক্ষ টাকা।

মধ্য প্রদেশের গবর্ণর—বায়াত্তর হাজার টাকা।

আসামের গবর্ণর—ছষট্টি হাজার টাকা।

যাবতীয় প্রধান সেনাপতি—এক লক্ষ টাকা।

কোনও লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর—এক লক্ষ টাকা।

বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রত্যেক সভ্য ( প্রধান সেনাপতি ভিন্ন ) আশী হাজার টাকা।

বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণরদের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রত্যেক মেম্বর—চৌষট্টি হাজার টাকা।

পাঞ্জাবের, বিহার-উড়িষ্যার গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রত্যেক মেম্বর—যাটহাজার টাকা।

মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রত্যেক মেম্বর আটচল্লিশ হাজার টাকা।

আসামের গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের প্রত্যেক মেম্বর বিয়াল্লিশ হাজার টাকা।

## ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য নিম্নলিখিত পদগুলি নির্দ্দিষ্ট থাকিল।

( ক ) ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে

( ১ ) সৈন্য বিভাগে, নৌসেনা বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে, বৈদেশিক সম্বন্ধ বিভাগে, রাজনৈতিক বিভাগে ও পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে ভিন্ন, অন্য সমস্ত বিভাগের সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, এবং ডেপুটী সেক্রেটারীর পদ। তবে যদি আইন বিভাগের সেক্রেটারীর পদে কোন সিভিল সার্ভাণ্ট নিযুক্ত হন তবে সেই বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারীর পদে, এবং ডেপুটী সেক্রেটারীর পদে সিভিল সার্ভাণ্ট নিযুক্ত থাকিলে সেক্রেটারীর পদে, আর কোনও সিভিল সার্ভাণ্ট নিযুক্ত করা দরকার হইবে না।

( ২ ) একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের তিনটী পদ।

( খ ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে।

( ১ ) রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর ও সেক্রেটারীর পদ।

( ২ ) আয়ব্যয় হিসাব বিভাগের কমিশনার পদ।

( ৩ ) রাজস্ব বিভাগের কমিশনার পদ।

( ৪ ) আমদানী মাশুল সংক্রান্ত বিভাগের কমিশনারের পদ।

( ৫ ) আফিম বিক্রয় এজেণ্টের পদ।

(৬) পূর্ত্তবিভাগ এবং নৌসেনা বিভাগ ভিন্ন অন্যান্য বিভাগের সেক্রেটারী পদ।

(৭) ডিষ্ট্রীক্‌ট্ জজ, সেসন জজ, অ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রীক্‌ট্ ও সেসন জজ, ডিষ্ট্রীক্‌ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট পদ।

(৮) জেলার কলেক্টর, বা প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারীর পদ।

১৯১৫।১৬ সালের ভারত শাসন আইনের তৃতীয় তপশীলে যে সকল পদ ভারতীয় সিভিল সার্ভ্যাণ্টদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় পাঠকবর্গ বুঝিবেন যে এই আইন দ্বারা অনেকগুলি পদ এখন আর সিভিল সার্ভিসের একচেটিয়া রহিল না। উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতবাসী সিভিল সার্ভাণ্ট না হইলেও তৎ তৎ পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

এই আইন অনুসারে ইলেকশন, হস্তান্তরিত ও রিজার্ভ বিষয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী প্রণীত হইয়া সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা আমরা অতঃপর প্রকাশ করিব।

# নিয়মাবলী

(১৯৯৯ সালের "গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া" আইনে বিধান আছে যে প্রাদেশিক আইন সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কাউনসিল অফ ষ্টেট (অর্থাৎ রাষ্ট্রসভা), এই সকল সভাতে সভ্য মনোনয়ন, নির্ব্বাচন, এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে, এবং সকৌন্সিল বড়লাট, সকৌন্সিল ষ্টেটসেক্রেটারীর অনুমোদন লইয়া তাহা প্রনয়ণ করতঃ পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ করিয়া মঞ্জুরী লইবেন। তদনুসারে খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়া ও পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেষ হইয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সহ তাহা মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। এবং বিগত ২৯ জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়াগেজেটে ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

## রাষ্ট্রসভার অর্থাৎ কাউনসিল অফ ষ্টেটের নিয়মাবলী।

১। (১) এই নিয়মাবলীকে রাষ্ট্রসভার "ইলেকশন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" বলা হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্য্যকর হইবে।

২। এই নিয়মাবলীতে :-

(ক) "আইন" এই কথা দ্বারা "১৯১৫।১৬ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্" বুঝাইবে।

(খ) "কমিশনারগণ" কথা দ্বারা ইলেকসন সংক্রান্ত তদন্তকারী কমিশনারগণকে বুঝাইবে।

(গ) "দূষিত আচার" corrupt practice) কথা দ্বারা ৪র্থ তপশীলের ১ম ও ২য় অংশ বর্ণিত "দূষিত আচার" বুঝাইবে।

(ঘ) "ইলেকশন এজেণ্ট" কথা দ্বারা সেই লোককে বুঝাইবে, যিনি কোনও নির্ব্বাচনপ্রার্থী দ্বারা স্বীয় ইলেকশনে সাহায্যের জন্য এজেণ্ট (প্রতিনিধি) নিযুক্ত হইয়াছেন।

(ঙ) "গেজেট" বলিতে "ইণ্ডিয়া গেজেট" ও আবশ্যকমত "প্রাদেশিক গেজেট" বুঝাইবে।

## প্রথম অংশ—রাষ্ট্রসভার গঠন ও কনষ্টিটুয়েন্সী।

৩। রাষ্ট্র সভাতে ( Council of State এ)

(১) ৩৩ জন নির্ব্বাচিত ও

(২) ২৭ জন বড়লাট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ২০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন না। এবং বিরার প্রদেশের নির্ব্বাচন ফল দেখিয়া একজন সভ্য মনোনীত হইবেন।

৪। নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ১ম তপশীল লিখিত কনষ্টিটুয়েন্সী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

## দ্বিতীয় অংশ—নির্ব্বাচিত সভ্যগণের যোগ্যতা।

৫। এমন কোনও ব্যক্তি কাউনসিল অফ ষ্টেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যিনি

(ক) ব্রিটীশ প্রজা নহেন

(খ) স্ত্রীলোক

(গ) এই আইনানুসারে গঠিত অন্য কোন আইন সভার সভ্য,

(ঘ) আইনজীবি হইয়াও উপযুক্ত আদালত দ্বারা আইন ব্যবসা হইতে ডিসমিস বা সসপেণ্ড হইয়াছেন,

(ঙ) উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক বিকৃতমনা ( of unsound mind ) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন;

(চ) ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ;

(ছ) দেউলিয়া বলিয়া কোর্টে দরখাস্ত দিয়াছেন, কিন্তু এখনও তদ্রূপ ঘোষিত হন নাই ; অথবা

(জ) দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, কিন্তু আদালত এরূপ সার্টিফিকেট দেন নাই যে দুর্ভাগ্যক্রমে দেউলিয়া হইয়াছেন ( অর্থাৎ জুয়া-চুরী মতলবে দেউলিয়া হইয়াছেন বলিয়া যদি আদালত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন )।

ভারতীয় কোন রাজা বা তদীয় প্রজা যদি কোনও প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার অযোগ্য না হন, তবে তিনি "ব্রিটীশ প্রজা নহেন" শুদ্ধ এই কারণে রাষ্ট্রসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেও অযোগ্য হইবেন না।

উল্লিখিত ( ঘ ) দফার অযোগ্যতা বড়লাটের আদেশক্রমে বিদূরিত হইতে পারিবে।

(২) যিনি ফৌজদারী আদালতের বিচারে ৬ মাসের অধিক সময়ের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ড বা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হন নাই, তিনি দণ্ড শেষ হইবার তারিখ হইতে ৫ বৎসর মধ্যে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) যদি কেহ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের IX-A. পরিচ্ছেদ লিখিত ও ছয় মাসের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডের উপযুক্ত কোনও অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন, কিম্বা "কমীশনারগণ" কাহাকেও ৪র্থ তপশীলের ১ম অংশ, ও ২য় অংশের ১, ২, ৩ দফা লিখিত মত "দূষিত আচার" অপরাধে অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট দেন, তবে তিনি সেই দণ্ড প্রাপ্তির বা রিপোর্টের পর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোনও আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। এবং যদি কমিশনারগণ কাহাকেও অন্য কোনরূপ

"দূষিত আচার" অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট দেন, তবে তিনি সেই রিপোর্টের তারিখ হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন আইন সভায় নির্ব্বাচন যোগ্য হইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোন আইন সভার কোনও নির্ব্বাচন-প্রার্থী, অথবা ইলেকশন এজেন্ট, ইলেকশন খরচার তালিকা দাখিল না করেন, বা এমন হিসাব দাখিল করেন, যাহা প্রধানতঃ মিথ্যা বলিয়া কমিশনারগণ বা কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে তিনি সেই ইলেকশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসব পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন-যোগ্য হইবেন না।

তবে সকৌন্সিল বড়লাটের আদেশক্রমে উক্ত (৩) ও (৪) দফার অযোগ্যতা বিদূরিত হইতে পারিবে।

৬। (১) (ক) যুক্ত প্রদেশস্থ বা আসাম প্রদেশস্থ কোনও জেনারেল কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকায় যাঁহার নাম নাই তিনি ঐ ঐ প্রদেশের জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর প্রতিনিধি স্বরূপে রাষ্ট্রসভায় মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(খ) মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, এবং বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের কোনও কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকায়, অথবা যে সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত হইতে চাহেন, সেই সাম্প্রদায়িক কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকায়, যাঁহার নাম নাই, সেই কনষ্টিটুয়েনসীর প্রতিনিধি স্বরূপে কেহ রাষ্ট্র সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(গ) মধ্য প্রদেশস্থ বা ব্রহ্ম প্রদেশের কোনও কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকায় যাঁহার নাম নাই, তিনি তথাকার জেনারেল কনষ্টিটুয়েনসীর প্রতিনিধি রূপে ঐ সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(২) এখন কোন ব্যক্তি কোন "বিশেষ কনষ্টিটুয়েনসীর" ( Special

Constituency র) প্রতিনিধি রূপে উক্ত সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যিনি সেই "বিশেষ কনষ্টিটুয়েনসীর" ইলেক্টর তালিকা ভুক্ত নহেন।

এই রাষ্ট্র সভার নিয়মাবলীতে "বিশেষ কনষ্টিটুয়েনসী" কথা দ্বারা "ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে" বুঝাইবে, এবং জেনারেল কনষ্টিটুয়েনসী" কথা দ্বারা ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সমস্ত কনষ্টিটুয়েনসী বুঝাইবে। (অর্থাৎ মুসলমান, অমুসলমান জমিদার, ভারতীয় বণিক, ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়কে বুঝাইবে)

## তৃতীয় অংশ—ইলেকটর তালিকা

৭। (১) কোন কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর হইতে যিনি যোগ্য, তাঁহার নাম সেই কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকাযুক্ত হইবে। তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তি নয়, অর্থাৎ :—

(ক) যিনি ব্রিটীশ প্রজা নহেন,

(খ) যিনি স্ত্রীলোক,

(গ) উপযুক্ত আদালত যাঁহাকে বিকৃতমনা সাব্যস্ত করিয়াছেন,

(ঘ) অথবা যিনি ২১ বৎসরের কম বয়স্ক।

তবে যদি কোন ভারতীয় রাজা বা তদীয় প্রজা কোনও প্রাদেশিক আইন সভার কোনও কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকাভুক্ত হন, তবে রাষ্ট্র সভার ইলেক্টর তালিকায়ও তাঁহাদের নাম থাকিবে।

যদি কোন প্রাদেশিক আইন সভা দস্তুর মত আইন দ্বারা স্বীয় প্রদেশস্থ স্ত্রীলোকগণকে, বা কোনও বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়যুক্ত স্ত্রীলোকগণকে ইলেক্টর হইবার অধিকার দেন, তবে রাষ্ট্রসভাও প্রস্তাব ধার্য্য করিতে পারিবেন যে সেই প্রদেশের সেই স্ত্রীলোকগণ রাষ্ট্র-

সভারও ইলেক্টর তালিকাভুক্ত হইবেন, এবং সকৌন্সিল বড়লাট তখন তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া দিবেন।

কোনও ব্যক্তির নাম একাধিক জেনারেল কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকা ভুক্ত করা হইবে না।

(২) পূর্ব্বলিখিত ৫ নিয়মের ৩ দফা লিখিত অপরাধে যিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন তাঁর নাম ৫ বৎসরের জন্য (অথবা ৩ বৎসরের জন্য, যেরূপ ঐ নিয়মে আছে) ইলেক্টর তালিকা হইতে কাটা যাইবে; অথবা তাঁহার নাম যদি তালিকায় না থাকে, তবে ঐ সময় পর্য্যন্ত তালিকা ভুক্ত করাও হইবে না।

তবে বিশেষ কারণে সকৌন্সিল বড়লাট তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করিবার আদেশ দিতেও পারিবেন।

৮। (১) (২) রাষ্ট্রসভার জেনারেল ও স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টরগণের যোগ্যতা দ্বিতীয় তপশীলে লিখিত হইল।

৯। (১) যাঁহারা কোন কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর হইবার যোগ্য; তাঁহাদের নাম সেই কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেক্টর তালিকাভুক্ত হইবে ও সেই তালিকা কনষ্টিটুয়েনসীর সর্ব্বত্র জানান হইবে। তাহাতে কেহ কাহারও নাম বসাইতে চাহিলে, বা কোন্ নাম অন্যায় ভাবে বসান হইয়াছে মনে করিলে সংশোধনকারী কর্ম্মচারীর (Revising Authority র) নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দিতে পারিবেন। *

(২) ইলেক্টর তালিকা প্রস্তুত করা, কোন্ সময় তাহা প্রস্তুত হইবে, কিরূপে তাহা কনষ্টিটুয়েনসীর সর্ব্বত্র জানান হইবে, কি প্রণালীতে তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি শ্রবণ ও মীমাংসা হইবে, ইত্যাদি ইলেকশন সংক্রান্ত

* বঙ্গীয় সমস্ত জেলার ও মহকুমার Revising Authority দের নাম ১৯২০ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

যে নিয়মাবলী কোনও প্রাদেশিক আইনসভার জন্য প্রচলিত আছে বা হইবে, রাষ্ট্রসভার ইলেকশন সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাহাই সেই প্রদেশে প্রযুক্ত হইবে।

তবে সকৌন্সিল বড়লাট তাহাতে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন।

(৩) সংশোধনকারী কর্ম্মচারীর আদেশই চূড়ান্ত হইবে। এবং তৎপর সেই তালিকা পুনঃ প্রকাশিত হইবে।

(৪) পুনঃ প্রকাশের পর তাহা বলবৎ গণ্য হইয়া, ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তৎপর তাহা অকার্য্যকর হইয়া আবার নূতন তালিকা প্রস্তুত হইবে।

(৫) যদি পুরাতন তালিকা ঐরূপে অকার্য্যকর হইবার পর, ও নূতন তালিকা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই কোন কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে সভ্য নির্ব্বাচন করার দরকার হয়, তবে ঐ পুরাতন তালিকা অনুসারেই সেই নির্ব্বাচন কার্য্য চলিবে।

১০। যাঁহাদের নাম ঐ তালিকাভুক্ত, তাঁহারা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রসভায় সভ্য নির্ব্বাচনকালে ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু কেহই একাধিক কনষ্টিটুয়েনসীতে ভোট দিতে পারিবেন না।

## চতুর্থ অংশ—ইলেকশন।

১১। (১) তিনি নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য এরূপ যে কোনও ব্যক্তির নাম "নির্ব্বাচনপ্রার্থী" (Candidate, ক্যাণ্ডিডেট্) বলিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

(২) তাঁহার নাম পাঠানর পূর্ব্বে, বা সেই সময়ে তিনি একটী ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া জানাইবেন যে নিজেকে, অথবা অপর কাহাকেও

স্বীয় ইলেকশন এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে চাহেন। এরূপ ঘোষণা না থাকিলে কাহারও নাম পাঠান (nomination) বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) কোন নির্ব্বাচনপ্রার্থী কোন ইলেকশনে নিজ নাম উঠাইয়া লইলে আর সেই ইলেকশনে নির্ব্বাচনপ্রার্থী রূপে দাঁড়াইতে পাইবেন না।

১২। (১) কোন কনষ্টিটুয়েনসী হইতে যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে, তদপেক্ষা বেশী নির্ব্বাচনপ্রার্থী থাকিলে ভোট (অর্থাৎ Poll) লওয়া হইবে।

(২) যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ঠিক ততগুলি নির্ব্বাচনপ্রার্থী থাকিলে সকলেই নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৩) এবং যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে, তদপেক্ষা কম নির্ব্বাচন-প্রার্থী থাকিলে তাঁহাদের সকলকেই নির্ব্বাচিত বলিয়া, ঘোষণা করা হইবে এবং বাকী সভ্যপদের জন্য নূতন নাম পাঠাইতে ও নির্ব্বাচন করিতে কনষ্টিটুয়েনসীর প্রতি বড়লাট (গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া) আদেশ করিবেন।

(৪) ব্যালট (Ballot) কাগজ দ্বারা ভোট লওয়া হইবে। এবং প্রতিনিধি (proxy) দ্বারা ভোট লওয়া হইবে না। *

(৫) একাধিক প্রতিনিধি প্রেরণকারী কনষ্টিটুয়েনসী (plural member Constituency) হইতে যতগুলি সভ্য নিযুক্ত হইবার কথা, প্রত্যেক ভোটার ততগুলি ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু কাহাকেও একটীর বেশী ভোট দিতে পারিবেন না।

(৬) Returning Officer ভোট গণনা করিবেন, এবং তৎকালে কোনও নির্ব্বাচনপ্রার্থী অথবা তাঁহার লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত কোনও প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

---

* ব্যালট কাগজ কিরূপ তাহা পরিশিষ্টে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে।

(৭) ভোট গণনা শেষ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিবেন যে কে, বা কাহারা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবেন।

(৮) যদি দুইজন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর ভোট সংখ্যা সমান হয়, তবে Returning Officer এর সম্মুখে একটী লটারী স্থির করা হইবে যে কোন্ ব্যক্তি আর একটী ভোট দিবেন। সেই ব্যক্তি যাঁহাকে ভোট দিবেন, তিনিই নির্ব্বাচিত গণ্য হইবেন।

(৯) Returning Officer অবিলম্বে নির্ব্বাচন ফল ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের সেক্রেটারীকে জানাইবেন, ও নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১৩। নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম পাঠান, কনষ্টিটুয়েনসীর Returning Officer নিয়োগ করা, জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীকে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে (Polling station এ) বিভাগ করা, তথায় কে সভাপতি হইবেন; স্থির করা, কিরূপে ভোট দেওয়া হইবে, এবং নিরক্ষর বা পীড়িত ভোটারগণ কিরূপে ভোট দিবেন, তাহার নিয়ম করা, ভোট পরীক্ষা করা, ব্যালট কাগজ এবং ইলেকশন সংক্রান্ত কাগজাৎ রক্ষার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি বিষয়ে কোনও প্রদেশের প্রাদেশিক আইন সভার জন্য যে সকল নিয়ম আছে বা হইবে, রাষ্ট্রসভার সভ্য ইলেকশন সম্বন্ধেও সেই সকল নিয়ম প্রযুজ্য হইবে। *

তবে সকৌন্সিল বড়লাট তাহাতে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া গেজেটে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৪। (১) যদি কেহ একাধিক কনষ্টিটুয়েনসী হইতে নির্ব্বাচিত

* এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালা এবং বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে যে নিয়ম হইয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে লিখিত হইল। এই নিয়মানুসারে এই দুই প্রদেশ হইতে রাষ্ট্র সভার সভ্যও নির্ব্বাচিত হইবেন।

হন, তবে নির্ব্বাচিত হইবার সাত দিন মধ্যেই জানাইবেন যে কোন্ কনষ্টিটুয়েনসীর প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহেন।

(২) তিনি যে কনষ্টিটুয়েনসীর প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহিবেন, তাহা বাদে অন্য কনষ্টিটুয়েনসীকে তখন বড়লাট আবার অপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে আহ্বান করিবেন।

(৩) যদি তিনি উপরোক্ত ভাবে না জানান, তবে তাঁহার ইলেকশন পণ্ড হইবে, এবং বড়লাট সেই সকল কনষ্টিটুয়েনসীকে অন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করিবেন।

## ইলেকশন এজেণ্ট ও ইলেকশন খরচ

১৫। উপরোক্ত ৫ম নিয়মের (৩) কিম্বা (৪) দফায় লিখিত কারণে যিনি নিজে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন, সেরূপ কোনও ব্যক্তি কাহারও ইলেকশনে ইলেকশন-এজেণ্ট নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

১৬। (১) যদি কোন ইলেকশন এজেণ্টের নিয়োগ বাতিল করিতে হয়, তবে যে কর্ম্মচারীর নিকট নাম পাঠান (nomination) হয়, তাঁহার নিকট পত্রদ্বারা জানাইতে হইবে। ঐ পত্র প্রাপ্তির পর ঐ নিয়োগ বাতিল হইবে।

(২) এইরূপে কোন ইলেকশন এজেণ্টের নিয়োগ বাতিল হইলে, বা তাঁহার মৃত্যু হইলে নির্ব্বাচন প্রার্থী তৎক্ষণাৎ অপর কাহাকেও (বা নিজেকেই) ইলেকশন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া ঐ কর্ম্মচারীকে জানাইবেন।

১৭। (১) ইলেকশনের ফল বাহির হইবার এক মাস মধ্যে (অথবা বড়লাটের আদেশ মত বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে) প্রত্যেক নির্ব্বাচন প্রার্থী রিটর্নীং অফিসারের নিকট স্বীয় ইলেকশন খরচার তালিকা দাখিল করিবেন।

. (২) নির্ব্বাচন প্রার্থী নিজে, বা তাঁহার পক্ষে অপর কেহ ইলেকশন সংক্রান্ত যাহা কিছু খরচ করিয়াছেন (বা খরচের টাকা এখনও দিতে বাকী আছে) তাহা ঐ তালিকায় দেখাইবেন।

(৩) ঐ তালিকার সঙ্গে একটী ঘোষণা পত্র ও দাখিল করিতে হইবে। এবং তালিকা লিখিত খরচ সে প্রকৃত, কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্ব্বাচন প্রার্থী বা তাঁহার এজেণ্ট, তৎসম্বন্ধে শপথ করিবেন।

(৪) সমস্ত নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম, ও কে কত খরচ করিয়াছেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রক্ষিত হইবে।

১৮। (১) সর্ব্বপ্রথম বারের ইলেকশনের পর সকৌন্সিল বড়লাট ইলেকশন খরচার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং

(২) কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই খরচা করিতে ক্ষমবান হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

১৯। প্রত্যেক ইলেকশন এজেণ্ট ইলেকশন খরচার জন্য দস্তুর মত হিসাব বহি রাখিবেন। তিনি নিজে, অথবা নির্ব্বাচন প্রার্থী, বা তাঁহার তরফে আর কেহ, যে কিছু খরচা করিবেন, তাহা ঐ বহিতে লেখা হইবে।

## পঞ্চম অংশ মনোনীত ( Nominated ) সভ্য।

২০। (১) যিনি পূর্ব্বলিখিত ৫ম নিয়ম লিখিত অযোগ্যতা সম্পন্ন, সে ব্যক্তি কাউনসিল অফ্ ষ্টেটের সভ্য মনোনীত হইবেন না।

( এই নিয়মের ২, ৩, ৪ দফা গুলি অবিকল উক্ত ৫ম নিয়মের ২, ৩, ৪, দফার ন্যায়। সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা হইল না )

২১। (১) মনোনীত বেসরকারী সভ্যগণ রাষ্ট্র সভার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন।

(২) মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারীগণ তদপেক্ষা অল্প সময়ের জন্যও কার্য্য করিবেন, যদি তাঁহাদের কাহারও নিয়োগের সময় বড়লাট তদ্রূপ আদেশ দেন।

## ষষ্ঠ অংশ। সাধারণ বিধান।

(শপথ লওয়া)

২২। প্রত্যেক নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য কাউনসিলে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ভাবে সম্রাট মহোদয়ের প্রতি "বশ্যতা" (allegiance) স্বীকার করিয়া শপথ করিবেন :—

"আমি শ্রী...এই সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মসাক্ষী শপথ করিতেছি যে ভারতের সম্রাট মহোদয়ের প্রতি ও তদীয় উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত গণের প্রতি প্রকৃত বশীভূত থাকিব এবং যে পদে অদ্য প্রবেশ করিতে যাইতেছি, তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল বিশ্বস্তার সহিত সম্পাদন করিব।"

২৩। যদি কেহ নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবার পর ৫ম নিয়ম বা ২০ নিয়মে লিখিত অযোগ্যতা সম্পন্ন হন, বা উপরোক্ত ধারামত সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকার সূচক শপথ গ্রহণে অস্বীকার করেন, তবে বড়লাট তাঁহার পদ শূন্য করিয়া গেজেটে ঘোষণা করিবেন।

২৪। (১) উপরোক্ত রূপে, বা ইলেকশন পণ্ড বলিয়া সাব্যস্ত হইলে, বা মৃত্যু, পদত্যাগ, সরকারী চাকরী গ্রহণ, কর্ত্তব্যপালনে অক্ষমতা, ভারত হইতে অনুপস্থিতি, ইত্যাদি কোনও কারণে কোনও নির্ব্বাচিত সভ্যপদ শূন্য হইলে বড়লাট সেই কনষ্টিটুয়েন্সীকে অপর সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে আহ্বান করিবেন।

(২) কোনও "মনোনীত" সভ্যের পদ ঐরূপ কোন কারণে শূন্য হইলে বড়লাট নূতন সভ্য মনোনীত করিবেন।

২৫। (১) এই নিয়মগুলি কার্য্যকর হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব রাষ্ট্রসভা গঠিত হইবে।

(২) তদুদ্দেশে বড়লাট সমস্ত কনষ্টিটুয়েনসীকে সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে আহ্বান করিবেন, এবং নিজেও সভ্য মনোনীত করিবেন। (যেন প্রথম অধিবেশনের ধার্য্য দিনের পূর্ব্বেই এ সকল কার্য্য শেষ হইতে পারে)।

(৩) প্রথম ইলেকটর তালিকা প্রস্তুত, বা প্রথম ইলেকশন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা আপত্তি উঠিলে বড়লাট আবশ্যক মত আদেশ দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবেন।

২৬। (১) রাষ্ট্র সভার স্থিতি কাল ফুরাইলে বা বড়লাট তাহা dissolve করিয়া দিলে আবার জেনারেল ইলেকসন হইবে।

(২) তখন তিনি গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া কনষ্টিটুয়েনসীদিগকে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করিবেন।

(৩) এবং নিজেও দস্তুর মত সভ্য মনোনীত করিবেন।

২৭। জেনারেল ইলেকশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব, বিভিন্ন কনষ্টি-টুয়েন্সী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

## সপ্তম অংশ—ইলেকশনের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে চূড়ান্ত মীমাংসার নিয়ম

২৮। এই অংশে :—

(ক) "এজেণ্ট" কথায় তাঁহাকে বুঝাইবে যিনি নির্ব্বাচন প্রার্থীর সম্মতি অনুসারে বা জ্ঞাতসারে ইলেকশন ব্যাপারে ইলেকশন এজেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া "কমিশনারগণ" সাব্যস্ত করিবেন।

(খ) "নির্ব্বাচন প্রার্থী" (candidate, ক্যাণ্ডিডেট) বলিলে সেরূপ

লোককে বুঝাইবে যাঁহার নাম নির্ব্বাচনপ্রার্থী বলিয়া পাঠান হইয়াছে, ( অর্থাৎ যিনি নমিনেটেড হইয়াছেন ) বা যিনি "নমিনেটেড হইয়াছেন" বলিয়া দাবী করেন, বা যাঁহার নমিনেশন ( নাম পাঠান ) অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, বা যিনি ইলেকশনের প্রাক্কালে নিজেকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, ও পরে প্রকৃতই "নমিনেটেড" হইয়াছেন।

( গ ) "নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেট" Returned candidate ) বলিলে তাঁহাকে বুঝাইবে, যিনি কোনও ইলেকশনে "নির্ব্বাচিত" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

২৯। এই অংশের বিধান মত ইলেকশন পিটীশন দস্তুর মত দাখিল না করিলে কোনও ইলেকশনের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি চলিবে না।

৩০। ইলেকশনের ফল গেজেটে প্রকাশিত হইবার ১৪ দিন মধ্যে কোন নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেটের বা ইলেকটরের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট ইলেকশন পিটীশন দাখিল হইতে পারিবে।

৩১। পিটীশনকারী যে যে ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যে যে বিষয়ে অভিযোগ করিতেছেন, তাহা ঐ পিটীশনে সংক্ষেপে লিখিত থাকিবে, এবং দেওয়ানী আদালতের আরজীর বা জবাবের মত স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত হইবে।

৩২। যদি পিটীশনকারী নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নির্ব্বাচনে আপত্তি করতঃ নিজেকে বা অপর কোনও ব্যক্তিকে "বৈধভাবে নির্ব্বাচিত" বলিয়া ঘোষণা করাইবার প্রার্থনা রাখেন, তবে সেই ইলেকশনে যত ব্যক্তি নমিনেটেড হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

৩৩। পিটীশন দাখিলের সময়ে পিটীশনকারীকে প্রতিপক্ষের খরচার জামীন স্বরূপ একহাজার টাকা ডিপজিট ( জমা ) দিতে হইবে।

৩৪। (১) ঐ টাকা জমা না দিলে পিটীশন ডিসমিস হইবে।

(২) টাকা জমা দেওয়া হইলে বড়লাট এমন তিন জন ব্যক্তিকে "কমিশনার" নিযুক্ত করিবেন, যাঁহারা হাইকোর্টের জজ আছেন, বা পূর্ব্বে ছিলেন, বা হইবার যোগ্য। তন্মধ্যে একজন সভাপতি হইবেন। এবং অতঃপর ঐ পিটীশন সম্বন্ধে অপর কোন দরখাস্ত বা কার্য্য, ঐ কমিশনার-দের নিকট হইবে।

সভাপতি অবিলম্বে ঐ পিটীশনের নকল সমস্ত প্রতিপক্ষের উপর জারী করাইবেন, গেজেটে প্রকাশ করিবেন, এবং উপরোক্ত ১ হাজার টাকা ভিন্ন আরও খরচার জামীন লওয়া আবশ্যক মনে করিলে পিটীশনকারীর নিকট তাহার বাবদ খত বা জামীননামা চাহিতে পারিবেন। গেজেটে প্রকাশিত হইবার ১৪ দিন মধ্যে অপর কোনও ক্যাণ্ডিডেট ঐরূপ খরচার টাকা জমা দিয়া বা জামিন দিয়া প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৩) কোনও কনষ্টিটুয়েনসী হইতে একাধিক পিটীশন দাখিল হইলে বড়লাট তৎ সমস্ত ঐ কমিশনারদের নিকট পাঠাইবেন। তাঁহারা বিবে-চনা করিয়া সেগুলি একত্রে বা পৃথক ভাবে তদন্ত করিবেন।

৩৫। যতদূর পারা যায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে এই সকল পিটীশনের তদন্ত কার্য্য হইবে।

৩৬। বড়লাটের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে কমিশনারদের অধিবেশন হইবে। তবে তাঁহারা তদন্তের সুবিধা জন্য সেই প্রদেশের যে কোন স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন, বা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও তৎ প্রদেশস্থ কোন স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

৩৭। (১) কমিশনারদের অনুমতি ভিন্ন কোনও ইলেকশন পিটীশন উঠাইয়া লওয়া যাইবে না।

( ২ ) একাধিক পিটীশনার থাকিলে সকলের সম্মতি ভিন্ন কোনও পিটীশন উঠাইয়া লওয়া যাইবে না।

( ৩ ) পিটীশন উঠাইবার দরখাস্ত পড়িলে তাহার শুনানীর জন্য একটী দিন ধার্য্য হইবে, সমস্ত পক্ষগণকে নোটীশ দেওয়া হইবে, ও গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

( ৪ ) যদি কমিশনারগণ বিবেচনা করেন যে ভিতরে ভিতরে কোন যুক্তি করিয়া কোনও লাভের আশায় এইরূপ উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত করা হইয়াছে, তবে পিটীশন উঠাইতে অনুমতি দিবেন না।

( ৫ ) আর যদি উঠাইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন, তবে—

(ক) প্রতিপক্ষের সমস্ত খরচা বা তাহার কোন অংশ দিতে পিটী-শনারকে আদেশ দিতে পারিবেন।

(খ) এ বিষয় বড়লাটের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং তিনি তাহা গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

(গ) উঠাইয়া লইবার ৭ দিন মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি ( যিনিও পিটী-শন দিতে পারিতেন, কেবল ঐ পিটীশন দাখিল হওয়ার জন্য দেন নাই তিনি ) উক্ত ৩৩ নিয়ম মত ডিপজিট দিয়া বা জামিন দিয়া পূর্ব্ব পিটীশনা-রের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পিটীশনের কর্ম্ম চালাইতে পারিবেন।

৩৮। ( ১ ) পিটীশনকারীর ( বা একাধিক পিটীশনকারী থাকিলে সকলেরই ) মৃত্যু হইলে পিটীশন খারিজ হইবে।

( ২ ) এ বিষয় বড়লাটের নিকট রিপোর্ট করা হইবে, ও তিনি তাহা গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

( ৩ ) খারিজ হইবার ৭ দিন মধ্যে অপর কোনও ব্যক্তি উপরোক্ত ( গ ) দফা অনুসারে পিটীশনের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

৩৯। যদি ইলেকশন পিটীশনের তদন্ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোন

"প্রতিপক্ষ" মারা যান, বা পিটীশনের বিরুদ্ধে আর কার্য্য চালাইতে না চাহেন, তবে কমিশনারগণ তন্মর্ম্মে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলে ৭ দিন মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ( যিনিও পিটীশনার হইতে পারিতেন ) কমিশনারগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া কার্য্য চালাইতে পারিবেন। *

৪০। পিটীশনের বিচার কালে নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেট ভিন্ন অপর কোনও ক্যাণ্ডিডেট যদি এরূপ দাবী করেন যে তিনিই প্রকৃত পক্ষে "নির্ব্বাচিত সভ্য", তবে নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেট বা পক্ষভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি এরূপ প্রমাণও দিতে পারিবেন যে ঐ ব্যক্তির নির্ব্বাচন আইনানুসারে পণ্ড ও বাতিল হইবার যোগ্য।

৪১। কমিশনারগণ উপযুক্ত মনে করিলে এডভোকেট জেনারেল অথবা তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট অন্য কোনও ব্যক্তিকে তদন্তকালে উপস্থিত থাকিতে ও কার্য্য চালাইতে আদেশ দিতে পারিবেন।

৪২। (১) যদি কমিশনারদের মতে :—

(ক) কোনও "দূষিত আচার" দ্বারা কোনও ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, বা তদ্দ্বারা ইলেকশন দূষিত হইয়াছে এরূপ সাব্যস্ত হয়, অথবা—

(খ) ৪র্থ তপশীলের ১ম অংশ লিখিত কোনও "দূষিত আচার" হইয়াছে সাব্যস্ত হয়, অথবা—

(গ) "নাম পাঠানর কাগজে" (nomination paperএ) কোনও বে-আইনী হওয়ার জন্য, বা অন্যায়ভাবে কোনও ভোট লওয়ার জন্য বা না

* এই সকল বিধানদ্বারা আইন কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য এইরূপ বুঝাইতেছে যে ইলেকশনে কোনরূপ অবৈধতা, বে-আইনী, বা অন্য কোন গলদ্ থাকিলে পক্ষগণের রাজীনামা, চালাইতে অনিচ্ছা, ইত্যাদি কারণে তদন্ত বন্ধ রাখা হইবে না। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতেই হইবে।

লওয়ার জন্য, কোনও ফরম্ ব্যবহার করিতে ভুল হওয়ার জন্য, বা আইন-মত কোন কার্য্য করিতে ক্রটী হওয়ার জন্য, ইলেকসন দূষিত সাব্যস্ত হয়; তবে নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেটের নির্ব্বাচন পণ্ড ও বাতিল হইবে।

(২) যদি কমিশনারগণ রিপোর্ট দেন যে ইলেকশন এজেণ্ট ভিন্ন অপর কোনও এজেণ্ট এরূপ "দূষিত আচার" করিয়াছেন যাহা ৪র্থ তপশীলের ১ম অংশ লিখিত উৎকোচ বলিয়া গণ্য হয় না, বা একব্যক্তি স্থলে অপর ব্যক্তি দ্বারা ভোট দেওয়ান ( personation ) বলিয়া গণ্য হয় না, এবং যদি তাঁহারা এরূপ বুঝেন যে

(ক) নির্ব্বাচিত ক্যাণ্ডিডেট নিজে বা তাঁহার ইলেকশন্ এজেণ্ট কোনও "দূষিত আচার" করেন নাই, তাঁহাদের আদেশ ও অনুমোদনের বিরুদ্ধে অপর কেহ তাহা করিয়াছে, অথবা

(খ) ইলেকশন ক্ষেত্রে "দূষিত আচার" নিবারণ জন্য তাঁহারা উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা

(গ) যে "দূষিত আচার" অনুষ্ঠিত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে, তাহা উপেক্ষণীয় বা সামান্য,

(ঘ) অথবা ক্যাণ্ডিডেট স্বয়ং বা তাহার কোনও এজেণ্ট "দূষিত আচার" হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত ছিলেন,

তবে কমিশনারগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন যে ইলেকশন পণ্ড হয় নাই।

৪৩। (১) তদন্ত শেষ হইলে তাঁহারা রিপোর্ট দিবেন যে বে-আইনানুসারে প্রকৃত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(২) সমস্ত কমিশনারদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া রিপোর্টখানি তৎক্ষণাৎ বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি তদনুসারে আদেশ দিয়া গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

৪৪। কমিশনারদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মতে রিপোর্ট লিখিত ও গণ্য হইবে।

৪৫। (ক) ক্যাণ্ডিডেট বা তাঁহার কোন এজেণ্ট দ্বারা, বা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে ও যোগসাজসীতে অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা কোনও "দূষিত আচার" অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে তাহা কিরূপ ;

(খ) এবং ইলেকশন ব্যাপারে যে যে ব্যক্তি যে যে "দূষিত আচার" করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদের নাম ও কে কি প্রকারের "দূষিত আচার" করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় রিপোর্টে লিখিত হইবে।

## অষ্টম অংশ—বিশেষ বিধান।

৪৬। উল্লিখিত ইলেকশন তদন্ত সম্বন্ধীয় নিয়ম ভিন্ন এই নিয়মাবলীর অন্য কোনও নিয়মের অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে বড়লাটের মীমাংসাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

## ১ম তপশীল ( ৪ নিয়ম দ্রষ্টব্য )

১। বাঙ্গালা এবং বিহার প্রদেশের যে যে কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে কাউন্সিল অফ ষ্টেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহার তালিকা।

| প্রদেশ | কনষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কোন্ শ্রেণীর কনষ্টিটুয়েন্সী | কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| বাঙ্গালা প্রদেশ | পূর্ব্ববঙ্গ | অমুসলমান | দার্জ্জিলিং জেলা এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ হইতে | ১ জন |
| ঐ | পশ্চিমবঙ্গ | ঐ | প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে | ১ " |

| প্রদেশ | কনষ্টিটুয়েন-সীর নাম | কোন্ শ্রেণীর কনষ্টিটুয়েন্সী | কনষ্টিটুয়েনসীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঐ | পূর্ব্ববঙ্গ | মুসলমান | দার্জ্জিলিং জেলা এবং চট্ট-গ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ হইতে | ১ জন |
| ঐ | পশ্চিমবঙ্গ | ঐ | প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে | ১ জন |
| ঐ | বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্শ | ইউরোপীয় বণিক সম্প্র-দায় | ( নির্দ্দিষ্ট এলাকা নাই ) ( Non-territorial ) | ১ জন |
| | | | মোট | ৬ জন |
| বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ | বিহার ও উড়িষ্যা | অমুসলমান | সমস্ত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য | ২ জন |
| ঐ | ঐ | মুসলমান | ঐ | ১ জন |
| ঐ | ঐ | অমুসলমান | পঞ্জাব প্রদেশের (১) লাহোর, জলন্দর ও আম্বালা বিভাগ এবং (২) মুলতান, ও রাওলপিণ্ডি বিভাগের সহিত পালাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাচিত হইবে ( নিম্নের নোট দ্রষ্টব্য* ) | ½ জন |
| | | | মোট | ৩½ জন |

* অর্থাৎ প্রথমবার ইলেকশন সময়ে পঞ্জাবের ঐ ঐ বিভাগ হইতে ২ জন

## দ্বিতীয় তপশীল—রাষ্ট্রসভার সভ্য নির্ব্বাচনকারী ইলেকটরদের যোগ্যতা।

( বাঙ্গালা প্রদেশে )

( ৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য )

১। এই তপশীলে

(ক) "পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর" ( Previous year ) বলিলে, যে সময় ইলেকটর তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১ মার্চ্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসর বুঝাইবে।

(খ) কোনও কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকার মধ্যে ( বা ভারতবর্ষের মধ্যে )

(১) যদি কেহ সাধারণতঃ বাস করেন, অথবা

(২) যদি কাহারও পারিবারিক বাসগৃহ থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তথায় বাস করেন, অথবা

(৩) যদি ভৃত্যাদির তত্ত্বাবধানে কোনও বাসগৃহ রাখিয়া মেরামত আদি করেন, ও মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া বাস করেন, তবে তাঁহার সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে "বাসস্থান" আছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

২। যদি কোনও যৌথ পরিবারের সম্পত্তি একত্র থাকে, কিম্বা

---

সভ্য রাষ্ট্রসভায় নির্ব্বাচিত হইবেন। পরবর্ত্তী ইলেকশনে ঐ সমস্ত বিভাগকে একটী কনষ্টিটুয়েন্সী ধরিয়া তাহা হইতে ১ জন, এবং বিহার-উড়িষ্যা হইতে ১ জন, এই ২ জন সভ্য ঐ সময় নির্ব্বাচিত হইবেন। অর্থাৎ একবার হইতে ২ জন, ও পরের বারে পঞ্জাব হইতে ১ জন, বিহার-উড়িষ্যা হইতে ১ জন, এইরূপ চলিবে। তজ্জন্য ৩½ জন বলিয়া লেখা হইল।

বাঙ্গালা ও বিহার-উড়িষ্যা ভিন্ন অপরাপর প্রদেশ হইতে রাষ্ট্রসভায় কতকগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন; তাহা পরিশিষ্টে প্রকাশ করা হইবে।

খরচাদি একত্র হয়, তবে তাহাকে "এক" ( unit ) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এবং সেই পরিবারের ম্যানেজার ( অর্থাৎ কর্ত্তা ) ইলেকটর গণ্য হইবেন।

৩। রাজস্ব, বা পথকর, বা সেস দেন, এই বলিয়া কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রসভার ইলেকটর হইবার দাবী করিলে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হইবে :—

(ক) দার্জ্জিলিং জেলা ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে এষ্টেট বা চিরস্থায়ী পত্তনি বা টেনিওর বা তাহার কোন অংশ আছে।

(খ) কেবলমাত্র সেই এষ্টেট, বা পত্তনি, বা টেনিওর, বা তাহার কোন অংশ বিবেচনাধীন করা হইবে, যাহা তাঁহার নিজ নামে কলেক্টরীতে রেজিষ্ট্রী করা আছে, এবং যাহা তিনি ট্রষ্টি ম্যানেজার, রিসিভার গার্ডিয়ান, প্রভৃতিরূপে ( fiduciary capacityতে ) পরিচালনা করেন না।

(গ) যদি সেই এষ্টেটের কোনও অংশের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বা উভয় সেসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্টভাবে প্রকাশ না থাকে, তবে জেলার প্রধান কর্ম্মচারী যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

মন্তব্য :—মুসলমানী ওয়াফ ( wakf ) এষ্টেটের মাতোয়ালী "স্বীয় স্বত্বে এষ্টেটের মালিক" বলিয়া গণ্য হইবেন কিন্তু অপর কোনও এষ্টেটের ট্রষ্টি বা ম্যানেজার তদ্রূপ গণ্য হইবেন না।

৪। অমুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে রাষ্ট্র সভার ইলেক্টর বলিয়া সেইরূপ লোক যোগ্য হইবেন, যিনি মুসলমান বা ইউরোপীয় নহেন, কনষ্টিটুয়েনসীর মধ্যে যাঁহার "বাসস্থান" আছে, এবং যিনি :—

(ক) (১) বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এক

বা তভোধিক এষ্টেটের বা তাহার কোন অংশের মালিক রূপে অন্যূন ৭৫০০৲ রাজা বা অন্যূন ১৮৭৫, টাকা সেস দিয়াছেন, বা,

(২) ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাজসাহী বিভাগে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে কোন এক বা ততোধিক এষ্টেটের, বা পত্তনির, বা টেনিওরের বা তাহার কোন অংশের জন্য অন্যূন ৫০০০৲ রাজস্ব ( বা খাজানা ), অথবা অন্যূন ১২৫০ ( সেস ) দিয়াছেন, বা,

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নিজনামে নিজের আয়ের জন্য অন্যূন ১২০০০৲ টাকার আয়ের উপর ইনকম ট্যাক্স্ দিয়াছেন, বা,

(গ) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের কোনটীর বেসরকারী সভ্য রূপে কখনও কার্য্য করিয়াছেন, অথবা ১৯১৫ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আইনের বিধানানুসারে গঠিত ভারতীয় আইন সভার বেসরকারী সভ্য রূপে কখনও কার্য্য করিয়াছেন, অথবা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার বেসরকারী সভ্য ছিলেন, বা আছেন, বা ;

(ঘ) কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর বেসরকারী চেয়ারম্যান পদে কখনও ছিলেন বা আছেন, কিম্বা তাহার বেসরকারী ভাইসচেয়ারম্যান বা ডেপুটী চেয়ার ম্যান পদে আছেন, বা কোনও মিউনিসিপ্যালিটীর বেসরকারী চেয়ারম্যান পদে ছিলেন বা আছেন, অথবা তাহার ভাইস চেয়ারম্যান পদে আছেন, বা :—

(ঙ) ব্রিটীশ ভারতের স্থাপিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য বা ফেলো, বা অনারারী ফেলো, ( Fellow ) বা :—

(চ) ১৯১২ সালের কো-অপারেটীভ সোসাইটী আইনের ২ ধারা মতে গঠিত কোনও কো-অপারেটীভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন, বা ফিডারেশনের বে-সরকারী চেয়ারম্যান, ডেপুটী চেয়ারম্যান, বা ভাইস চেয়ারম্যান, বা :—

( চ ) গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ভূষিত।

৫। মুসলমান কনষ্টিটুয়েনসী হইতে সেই লোক নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, যিনি মুসলমান,

(ক) এবং যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নিজের স্বত্বে এক বা ততোঽধিক এষ্টেট, বা চিরস্থায়ী পত্তনি বা টেনিওরের জন্য, বা তাহার কোনও অংশের জন্য বার্ষিক অন্যূন ৬০০৲ রাজস্ব, ( বা খাজনা ) অথবা অন্যূন ১২৫৲ সেস দিয়াছেন।

( খ ) অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নিজ নামে নিজের জন্য ৬০০০৲ বা ততোঽধিক টাকা আয়ের উপর ইনকমট্যাকস দিয়াছেন, কিম্বা

( গ ) উল্লিখিত ৪ নিয়মের ( গ ) ( ঘ ) ( ঙ ) ( চ ) দফা লিখিত কোন যোগ্যতাসম্পন্ন, অথবা

( ঘ ) গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত "সামস-উল উলেমা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

## স্পেশিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী

৬। ইউরোপীয় বণিক সভার পক্ষে "বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্শ" সভা একটী কনষ্টিটুয়েন্সী। যিনি এই সভার মেম্বর, অথবা কোন ফারম্, কোম্পানি প্রভৃতির তরফে প্রতিনিধিরূপে এই সভার চেম্বার—মেম্বারের অধিকার ও সুবিধা যাঁহার আছে, এবং ভারতে যাঁহার "বাস-স্থান" আছে, তিনিই এই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের একজন ইলেকটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

## রাষ্ট্রসভার সভ্য নির্ব্বাচনকারী

### ( বিহার—উড়িষ্যা প্রদেশ )

নিম্নলিখিত যোগ্যতা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অমুসলমান কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেকটর গণ্য হইবেন :—

. যিনি মুসলমান নহেন, বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে যাঁহার বাসস্থান আছে, এবং

(ক) নিজ মালিকীস্বত্বে ( অর্থাৎ ট্রষ্টি, ম্যানেজার, রিসিভার, ইত্যাদি fiduciary capacity তে নয় ) কোনও এক বা ততোধিক এষ্টেটের বা তাহার কোন অংশে কলেকটরীতে নিজ নাম রেজেষ্ট্রী করাইয়াছেন এবং তজ্জন্য বার্ষিক অন্যূন ১২০০৲ রাজস্ব বা ৩০০৲ সেস দিয়া থাকেন,

(খ) অথবা ঐরূপ নিজ স্বত্বে কোন এক বা ততোধিক টেনিওরের মালিক ও তজ্জন্য নিজে, বা উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর হাত দিয়া বার্ষিক অন্যূন ৩০০৲ টাকা সেস দিয়া থাকেন,

(গ) অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্যূন ১২৮০০৲ টাকা আয়ের উপর ইনকম্ ট্যাকৃস্ দিয়াছেন

(ঘ) অথবা "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার" বা "রাষ্ট্র সভার" বেসরকারী সভ্য ছিলেন বা আছেন, বা ১৯১৫ সালের "গবর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া" আইনানুসারে গঠিত "ভারতীয় আইন সভার" বেসরকারী সভ্য কোন্ সময়ে ছিলেন, বা বিহার—উড়িষ্যার আইন সভায় বেসরকারী সভ্য আছেন, বা কোনকালে ছিলেন,

(ঙ) অথবা কোনও মিউনিসিপ্যালিটার বা ডিষ্ট্রীকৃট্ বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান আছেন, বা কোনকালে ছিলেন, বা ভাইসচেয়ারম্যান আছেন, বা মধ্যপ্রদেশের আইনানুসারে গঠিত কোন মিউনিসিপ্যাল কমিটীর সভাপতি ( প্রেসিডেণ্ট ) আছেন, বা কোনও সময়ে ছিলেন, বা এখনও ভাইস প্রেসিডেণ্ট আছেন, বা ঐ প্রদেশীয় আইনানুসারে গঠিত কোনও ডিষ্ট্রীকৃট্ কাউনসিলের চেয়ারম্যান আছেন, বা কোনও সময়ে ছিলেন,

(চ) অথবা আইনানুসারে স্থাপিত কোনও ভারতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য বা ফেলো, বা অনারারি ফেলো

(ছ) অথবা গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত।

যিনি মুসলমান, কোন মুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে যাঁহার বাসস্থান আছে, এবং নিম্নলিখিত যোগ্যতা যাঁহার আছে, তিনিই সেই মুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর গণ্য হইবেন, যথা :—

(ক) যিনি নিজ মালিকীস্বত্বে ( উক্তরূপ fiduciary capacity তে নয় ) কোনও এক বা ততোধিক এষ্টেটের বা তাহার কোনও অংশের বাবদ কলেকটরীতে পৃথক হিসাব খুলিয়াছেন, ও তজ্জন্য মোটের উপর অন্যূন ৭৫০৲ টাকা রাজস্ব বা ১৮৭৷৷০ টাকা সেস দিয়া থাকেন,

(খ) অথবা ঐরূপে নিজ মালিকীস্বত্বে কোনও এক বা ততোধিক চিরস্থায়ী টেনিওরের বা তাহার কোনও অংশের জন্য বার্ষিক অন্যূন ৩০০৲ টাকা সেস নিজে দেন, বা উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর হাত দিয়া দিয়াছেন।

(গ) অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্যূন ৬৪০০৲ টাকা আয়ের উপর ইনকম ট্যাক্স্ দিয়াছেন

(ঘ) অথবা উল্লিখিত ( ঘ ) ( ঙ ) ও ( চ ) দফায় লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন

(ঙ) অথবা গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত সাম্‌স্-উল-উলেমা উপাধিপ্রাপ্ত।

## তৃতীয় তপশীল

( ১৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য )

ইলেকশন খরচার তালিকা দাখিল করা।

১। (১) ইলেকশন খরচার জন্য কোনও ব্যক্তি, বা সভা, সমিতি, ক্লব, প্রভৃতির নিকট হইতে যে টাকা, বা টাকার পরিবর্ত্তে যাহা কিছু

পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ জমার ঘরে নামে নামে জমা দেখাইতে হইবে।

২। (ক) ইলেকশন ব্যাপারে নির্ব্বাচন প্রার্থীর নিজ খরচ, পাথেয় খরচ ইত্যাদি যাহা তিনি নিজে খরচ করিয়াছেন, বা তাঁহার এজেন্ট খরচ করিয়াছেন,

(খ) ইলেক্‌শন এজেন্ট বা অপর কোন এজেন্ট, কেরাণী, বা সংবাদ বাহকের নাম, বেতনের হার, ও প্রত্যেককে প্রদত্ত টাকার সমষ্টি।

(গ) ঐ সকল লোকেব পথ খরচাদি,

(ঘ) ছাপাই খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, টেলিগ্রাফ পোষ্টেজ খরচ, বা কোন ইলেকশন জন্য সভা করা হইলে তাহার খরচ মায় ঘরভাড়া ইত্যাদি

(ঙ) এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ খরচ, দেওয়া হইয়া থাকুক, বা হিসাব দাখিলের তারিখে দিতে বাকী থাকুক, সমস্ত খরচ দেখাইতে হইবে।

(২) ৫৲ বা তদূর্দ্ধ টাকা খরচার রসিদ দেখাইতে হইবে। তবে, রেলভাড়া, পোষ্টেজ, প্রভৃতি খরচ, যাহার রসিদ পাওয়া যায় না, তাহার রসিদ দিতে হইবে না।

(৩) যাহার রসিদ দেওয়া হইবে না, এরূপ খরচের বিতং, তারিখ উল্লেখে লিখিতে হইবে।

(৪) যে খরচ দেওয়া হয় নাই, অথচ দিতে হইবে, তাহা পৃথক তালিকায় দেখাইতে হইবে।

৩। ১৭ নিয়মে যে এফিডেভিটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

এফিডেভিট।

আমি শ্রী অমুক, অমুক কনষ্টিটুয়েন্‌সী হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী শ্রী অমুকের ইলেকশন এজেন্ট নিযুক্ত হওয়ায় (অথবা আমি শ্রী অমুক, অমুক কনষ্টি-

টুয়েন্সী হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ায়) এতদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে উপরিলিখিত ইলেকশন খরচা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং উহা ভিন্ন অমুকের নির্ব্বাচন আমার নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আর কোনও রকমের কোনও খরচ করা হয় নাই।

(স্বাক্ষর, নির্ব্বাচনপ্রার্থী (অথবা তাঁহার ইলেকশন এজেন্ট) আমার সম্মুখে শপথ করিলেন।

(স্বাক্ষর) ম্যাজিষ্ট্রেট

## চতুর্থ তপশীল

(৫, ৭, ২০, ৩১, ৪২, ও ৪৫, নিয়ম দ্রষ্টব্য)

নিম্ন লিখিত কার্য্য গুলিকে "দূষিত আচার" (অর্থাৎ Corrupt practice) বলা হইবে। *

### ১ম অংশ

১। কোনও ক্যাণ্ডিডেটকে ইলেকশনে দাঁড়াইবার, বা না দাঁড়াইবার, বা নাম উঠাইয়া লইবার জন্য, অথবা কোনও ইলেকটরকে ভোট দিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ যদি কোন ক্যাণ্ডিডেট, বা তাঁহার ইলেকসন এজেন্ট, বা তাঁহাদের যোগসাজসাতে অপর কেহ প্রত্যক্ষ ভাবে বা

* "দূষিত আচার" (Corrupt practice) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বয়ং নির্ব্বাচন প্রার্থী, বা তাঁহার ইলেকশন এজেন্ট, বা তাঁহাদের সহিত যোগসাজসাতে অন্য কেহ যে "দূষিত আচার" করিবেন তাহাই এই তপশীলের ১ম অংশে, এবং তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ যে "দূষিত আচার" করিবেন, তাহা ২য় অংশে বর্ণিত হইয়াছে। দূষিত আচার করিলে তাহার যে শাস্তি হইবে, তাহা ৫ম নিয়মের (৩) (৪) দফায়, ও ২০ নিয়মের (৩) (৪) দফায় লেখা হইয়াছে।

পরোক্ষ ভাবে কোনও ঘুষ বা উৎকোচ দান করেন, বা দিবার প্রস্তাব বা অঙ্গীকার করেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

( শুধু টাকাকড়ি দিবার প্রস্তাব বা অঙ্গীকারই যে ঘুষ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা নয়। ভোজ, খানা, চাকরীতে নিয়োগ, ইত্যাদি সকল রকমের পুরস্কারও বুঝাইবে। কিন্তু ইলেকশনের জন্য প্রকৃত পক্ষে ন্যায় সঙ্গত ভাবে যাহা খরচ হইবে, তাহা ইলেকশন খরচার তালিকায় দেখান হইলে ঘুষ বা উৎকোচ বলিয়া গণ্য হইবে না )।

২। ( ১ ) ইলেকশনে দাঁড়াইতে, না দাঁড়াইতে, নাম উঠাইয়া লইতে, ভোট দিতে, বা না দিতে, যাহার যে স্বাধীনতা ও অধিকার আছে, তাহা পরিচালনার সম্বন্ধে যদি কোন ক্যাণ্ডিডেট, বা তাঁহার ইলেকশন এজেন্ট বা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে অপর কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ ভাবে বাধা দেন, বা হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

( ১ ) নিম্নলিখিত কার্য্য কেহ করিলে তাহা বাধা প্রদান বা হস্ত ক্ষেপ করা বলিয়া গণ্য হইবে।

( ক ) বল প্রয়োগ করা, ক্ষতি করা, আটক রাখা, প্রবঞ্চনা করা, বা ঐরূপ করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করা।

( খ ) দেবতারা অসন্তুষ্ট হইবেন, বা দৈবকোপে পড়িতে হইবে, এই বলিয়া কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করা।

তবে কোনও ক্যাণ্ডিডেট, সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে সাধারণের কার্য্য কিরূপে করিবেন, ( অর্থাৎ তাঁহার public policy কি ) তাহা ঘোষণা করা, বা তাহা করিতে অঙ্গীকার করা "দূষিত আচার" বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। জীবিত বা মৃত, বা কাল্পনিক, এমন অপর কোনও ব্যক্তির

নাম গ্রহণে, অথবা যিনি একবার ভোট দিয়া গিয়াছেন আবার তাঁহার নাম করিয়া ভোটীং কাগজ জন্ত দরখাস্ত করতঃ ভোট দিবার চেষ্টা করার ( personation করার ) পক্ষে যদি কোনও ক্যাণ্ডিডেট, বা তাঁহার ইলেকশন এজেণ্ট, বা তাঁহাদের যোগসাজসীতে অপর কোন ব্যক্তি কোন-রূপ সহায়তা করেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৪। কোনও ক্যাণ্ডিডেটের ইলেকশন সম্বন্ধে ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ ভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে, বা ব্যবহার সম্বন্ধে, বা নির্ব্বা-চনে দাঁড়ান, নাম উঠাইয়া লওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কোন ক্যাণ্ডিডেট বা তাঁহার ইলেকশন এজেণ্ট বা তাঁহাদের যোগসাজসীতে অপর কেহ, জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা বিবরণ প্রচার করেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৫। সকৌন্সিল বড়লাট এই নিয়মাবলীর ১৮ নিয়ম অনুসারে ইলেকশন খরচার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোনও ক্যাণ্ডিডেট, বা ইলেকশন এজেণ্ট যদি কোন খরচ করেন, বা খরচ করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

১। উপরোক্ত ১ম অংশে যে সকল "দূষিত আচার" লেখা হইল, তাহা যদি কোন ক্যাণ্ডিডেট, ইলেকশন এজেণ্ট বা তাঁহাদের যোগসা-জসীতে তাঁহাদেরই কোন লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইয়া অন্ত কোনও ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাও সেই ব্যক্তির পক্ষে "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

২। জীবিত বা মৃত, বা কাল্পনিক কোনও ব্যক্তির নাম গ্রহণে

ভোট দিবার জন্য, অথবা একবার ভোট দিয়া আবার ভোট দিবার উদ্দেশ্যে, যদি কোনও ব্যক্তি ভোটীং কাগজ পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন তবে "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৩। কোনও ব্যক্তি যদি ক্যাণ্ডিডেট রূপে দাঁড়াইবার জন্য, বা না দাঁড়াইবার জন্য, বা নাম উঠাইয়া লইবার জন্য, নিজে ভোট দিবার বা না দিবার জন্য, বা অপর কাহারও দ্বারা ভোট দেওয়ান, বা না দেওয়ানর জন্য, পুরস্কার স্বরূপে কাহারও নিকট কোনও উৎকোচ লয়েন, বা লইবার চুক্তি করেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৪। ভোট দিবার জন্য ইলেকটরদের যাতায়াত খরচা বাবদ কাহাকেও কিছু দেওয়া, বা দিবার অঙ্গীকার করা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৫। ইলেকটর দিগকে ইলেকশন কেন্দ্রে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা, যান, বাহন ভাড়া করা, বা চাহিয়া লইয়া ব্যবহার করা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

তবে কোনও ইলেকটর সেই উদ্দেশ্যে নিজের জন্য যানবাহনাদি ভাড়া করিতে, বা নিজের যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৬। কোনও ক্যাণ্ডিডেটের নিকট ক্ষমতা না পাইয়া যদি কেহ তাঁহার ইলেকশন কার্য্যের জন্য কোন সভাসমিতি আহ্বান করিয়া খরচ পত্র করেন, বা কোনও বিজ্ঞাপন বা সার্কুলার প্রকাশ জন্য খরচ করেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৭। যেখানে কোনও মাদক দ্রব্য বিক্রয় হয়, সেরূপ কোনও বাড়ী, বা তাহার কোন কামরা যদি ইলেকটরদের মিটীং জন্য সভাস্থল রূপে কেহ ভাড়া করেন, ব্যবহার করেন, বা ভাড়া দেন, তবে তাহা "দূষিত আচার" গণ্য হইবে।

৮। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা যাহাতে নাই, এমন কোনও ইলেকশন সংক্রান্ত ছাপা কাগজ, সার্কুলার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যে কেহ প্রচার করিবে, সে "দূষিত আচার" অপরাধে অপরাধী হইতে পারিবে।

মন্তব্য :—এই নিয়মাবলী অনুসারে রাষ্ট্র সভার কনষ্টিটুয়েনসী গুলি হইতে সভা নির্ব্বাচিত হইবার শেষ তারিখ নিম্নে লিখিত হইল :—

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, ও বর্ম্মা হইতে আগামী ১৫ ডিসেম্বর মধ্যে।

পঞ্জাব ও আসাম হইতে—আগামী ২৩ ডিসেম্বর মধ্যে।

বাঙ্গালা হইতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে।

( ১৯২০।২৯ জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেট দ্রষ্টব্য )

## ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার
## ( অর্থাৎ Legislative Assembly র )
## নিয়মাবলী

( কাউনসিল অফ ষ্টেট সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইল, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, ও প্রাদেশিক আইন সভা সম্বন্ধেও তদ্রূপ অনেক নিয়ম আছে। সুতরাং সে সকল নিয়ম সকল স্থলেই অবিকল একরূপ, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। কেবলমাত্র যে যে নিয়মে পার্থক্য আছে, তাহাই লিখিত হইল। বাঙ্গালা ও বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত যে সকল নিয়মের বিশেষরূপ সম্বন্ধ নাই, তাহাও লিখিত হইবে না। যাঁহারা তৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ১৯২০ সালের ২৯ জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেট দেখিবেন )

১। (১) এই নিয়মাবলীকে "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ইলেকশন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" (Legislative Assembly Election Rules) বলা হইবে।

* * * * *

৩। এই সভাতে ১০৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্য ও বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত ৪১ জন সভ্য, মোট ১৪৪ জন সভ্য থাকিবেন। মনোনীত ৪১ জন সভ্যের মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্ম্মচারী ও বিরার প্রদেশের নির্ব্বাচন ফল দৃষ্টে একজন, মোট ২৭ জন, ও বে সরকারী সভ্য ১৪ জন থাকিবেন।

৪। * * *

৫। * * *

৬। (১) (ক) এই সভার ইলেক্টর বলিয়া কোন প্রদেশের জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর্ তালিকায় যাঁহার নাম নাই, তিনি সেই জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর প্রতিনিধিরূপে এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(খ) মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, পঞ্জাব, বিহার-উড়িষ্যা বা মধ্য প্রদেশের অমুসলমান, মুসলমান, শিখ, বা ইউরোপীয় কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে ঐ ঐ জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ এই সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(২) কোনও স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর তালিকায় যাঁহার নাম নাই, সেরূপ কোন ব্যক্তি সেই স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে এই সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) (ক) "জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সী" বলিলে মুসলমান, অমুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, নন-ইউরোপীয়, ও "দিল্লী" কনষ্টিটুয়েন্সী বুঝাইবে।

(খ) এবং "স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী" বলিলে "জমিদার সম্প্রদায় কনষ্টিটুয়েন্সী বা "ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়" কনষ্টিটুয়েন্সী বুঝাইবে।

( এই নিয়মাবলীর ৭ম নিয়ম হইতে ৪৬ নিয়ম পর্য্যন্ত সমস্তই পূর্ব্ব-লিখিত রাষ্ট্রসভার নিয়মাবলীর ন্যায়। পাঠকবর্গ তাহা দেখিবেন )।

## ১ম তপশীল।

বাঙ্গালা এবং বিহার—উড়িষ্যা প্রদেশীয় যে যে কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়" ( Legislative Assemblyতে ) সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে ঃ—

### বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে—

| কনষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কনষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| কলিকাতা সহর | অমুসলমান (নাগরিক) | কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সীমা | ১ জন |
| কলিকাতা সহরতলী | ঐ | ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলার মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যাণ্টনমেণ্ট সমূহের এলাকা | ১ জন |
| বর্দ্ধমান বিভাগ | অমুসলমান ( গ্রাম্য ) | হুগলী ও হাওড়া জেলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভিন্ন অন্যান্য গ্রাম স্থানসমূহের এলাকা | ১ জন |
| প্রেসিডেন্সী বিভাগ | ঐ | ২৪ পরগণার মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা ভিন্ন | ১ জন |

| কনষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কনষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | ঐ | সমগ্র ঢাকা বিভাগের এলাকা | ১ জন |
| চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ | ঐ | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ও দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন সমগ্র চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের এলাকা | ১ জন |
| কলিকাতা সহর এবং কলিকাতা সহরতলী | মুসলমান (নাগরিক) | কলিকাতা সহরের সীমানা, ও হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণার মিউনিসিপ্যালটীর এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা বাদে অন্যান্য গ্রাম্য স্থান সমূহের এলাকা | ১ জন |
| ঢাকা বিভাগ | মুসলমান গ্রাম্য | সমগ্র ঢাকা বিভাগের এলাকা | ২ জন |
| বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ | ঐ | হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা জেলার মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা বাদে অন্যান্য গ্রাম্যস্থান সমূহের এলাকা | ১ জন |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | ঐ | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের এলাকা | ১ জন |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েন্‌সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| রাজসাহী বিভাগ | ঐ | দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন সমগ্র রাজসাহী বিভাগের এলাকা | ১ জন |
| বঙ্গীয় ইউ-রোপীয়ান | ইউরোপীয় | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ও দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশ | ৩ জন |
| বঙ্গীয় জমিদার | "জমিদার সম্প্রদায়" | ঐ | ১ জন |
| বেঙ্গল ন্যাস-ন্যাল চেম্বার অফ কমার্শ, মাড়োয়ারী এসোসিয়ে-সন ও বেঙ্গল মহাজন সভা* | ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় | | পালাক্রমে ১ জন |

মোট—১৭ জন

* ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথমবারের জেনারেল ইলেকশনে, ও তাহার স্থিতিকাল মধ্যে যে কোন বাই ইলেকশনে ( Bye electionএ ) "বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্শ" সভা হইতে একজন সভ্য মনোনীত হইবে। পরবর্ত্তী বারে "মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন", এবং তৎপরবর্ত্তী বারে "বেঙ্গল মহাজন সভা" ইঁহাদের দ্বারা পালাক্রমে ১ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে।

## বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে—

| কনষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কনষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ত্রিহুত বিভাগ | অমুসলমান | সমস্ত ত্রিহুত বিভাগ | ২ জন |
| উড়িষ্যা বিভাগ | ঐ | সমগ্র উড়িষ্যা বিভাগ | ২ জন |
| পাটনা ও সাহাবাদ | ঐ | পাটনা ও সাহাবাদ জেলা | ১ জন |
| গয়া-মুঙ্গের | ঐ | গয়া ও মুঙ্গের জেলা | ১ জন |
| ভাগলপুর পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগণা | ঐ | ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা জেলা | ১ জন |
| ছোটনাগপুর বিভাগ | ঐ | সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগ | ১ জন |
| পাটনা ছোটনাগপুর উড়িষ্যা | মুসলমান | পাটনা, ছোটনাগপুর, ও উড়িষ্যা বিভাগ | ১ জন |
| ভাগলপুর বিভাগ | ঐ | সমগ্র ভাগলপুর বিভাগ | ১ জন |
| ত্রিহুত বিভাগ | ঐ | সমগ্র ত্রিহুত বিভাগ | ১ জন |
| বিহার উড়িষ্যা জমিদার | জমিদার সম্প্রদায় | সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ | ১ জন |

মোট—১২ জন

এই দুই প্রদেশ ভিন্ন অপরাপর প্রদেশ হইতে "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়" কতকগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রকাশ করা হইবে।

## দ্বিতীয় তপশীল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ইলেক্টরদের যোগ্যতা ( qualifications ).

১। এই তপশীলে "ইউরোপীয়ান" বলিলে তাঁহাকে বুঝাইবে যিনি কোন ইউরোপীয়ানের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ইত্যাদি (অর্থাৎ পুত্রক্রমে সঞ্জাত, কন্যাক্রমে নয়), ও যিনি ব্রিটীশ প্রজা ও ব্রিটীশ ভারতের অধিবাসী, যিনি ইংলণ্ডে বা ব্রিটীশ রাজত্বের কোনও অংশে বা ভারতীয় কোনও রাজার রাজ্যে জন্মিয়াছেন. কিম্বা ঐ সকল স্থানের কোনস্থানে যাঁহারা "বাসিন্দা স্বত্ত" ( domicile ) আছে, বা যাঁহার পিতা ঐরূপে জন্মিয়াছিলেন, বা জন্ম তারিখে যাঁহার পিতার ঐরূপ "বাসিন্দা স্বত্ত" ( domicile ) ছিল।

২। * * * ( যৌথপরিবার সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভায় নিয়ম দ্রষ্টব্য )।

৩। * * * ( ট্রষ্টী, রিসিভার ইত্যাদি সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভায় নিয়ম দ্রষ্টব্য )।

৪। কলিকাতা "অমুসলমান" কনষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেক্টর বলিয়া সেইরূপ লোকই গণ্য হইবেন, যিনি মুসলমান বা ইউরোপীয় নহেন, যাঁহার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটীর মধ্যে "বাসস্থান" আছে, এবং যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে—

(ক) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বিধানমত অন্যূন ৬০৲ টাকা Consolidated Rate দিয়াছেন, বা ঐ আইনের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের বিধানমত অন্যূন ১০০৲ টাকা ট্যাক্‌স্ দিয়াছেন

(খ) কিম্বা অন্যূন ৫০০০৲ টাকা আয়ের উপর ইনকম ট্যাক্স্ দিয়াছেন।

৫। অন্যান্য জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর বলিয়া তিনিই গণ্য হইবেন, যাঁহার সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে বাসস্থান আছে, এবং যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে :—

(ক) কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ৪ (ক) নিয়মমত রেট বা ট্যাক্স্ দিয়াছেন,

(খ) অথবা হাওড়া, কিম্বা কাশীপুর—চিৎপুর মিউনিসিপালিটীতে অন্যূন ১০৲ টাকা ট্যাক্স বা ফি দিয়াছেন, কিম্বা উহা ভিন্ন অন্য কোনও মিউনিসিপ্যালিটীতে বা ক্যাণ্টনমেণ্টে অন্যূন ৫৲ টাকা ট্যাক্স বা ফি দিয়াছেন।

(গ) অথবা গ্রাম্য জমিজমার জন্য অন্যূন ৫৲ সেস দিয়াছেন।

(ঘ) অথবা "ভিলেজ চৌকিদারী আইন" মতে কিম্বা ১৯১৯ সালের "বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ্ গবর্ণমেণ্ট" আইনের বিধানমতে অন্যূন ৫৲ টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স বা "ইউনিয়ন রেট" দিয়াছেন।

(ঙ) অথবা অন্যূন ৫০০০৲ টাকার উপর ইনকম ট্যাক্স দিয়াছেন।

কিন্তু মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ কোনও মুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সীর, অথবা কোনও মুসলমান বা ইউরোপীয় কোন অমুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন না।

৬। যিনি ইউরোপীয়, স্বীয় কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে যাঁহার বাসস্থান আছে, এবং যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্যূন ১২০০০৲ টাকার উপর ইনকম ট্যাক্স দিয়াছেন, তিনি "বেঙ্গল ইউরোপীয়ান কনষ্টিটুয়েন্সীর" ইলেকটর যোগ্য হইবেন।

## স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী

৭। সেইরূপ ব্যক্তি "বঙ্গীয় জমিদার" কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর হইবার যোগ্য হইবেন, যাঁহার সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে বাসস্থান আছে, এবং যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে—

(ক) বর্দ্ধমান বা প্রেসিডেন্সী বিভাগে নিজ স্বত্বে এক বা ততোধিক এষ্টেটের বা তাহার কোন অংশের জন্য অন্যূন ৬০০০৲ রাজস্ব বা ১৫০০৲ টাকা সেস দিয়াছেন।

(খ) ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাজসাহী বিভাগে ঐরূপে অন্যূন ৪০০০৲ রাজস্ব বা ১০০০৲ সেস দিয়াছেন।

৮। কোনও জমীদার ইলেক্টর হইবার যোগ্য কিনা নির্ণয় সময়ে,

(ক) দার্জ্জিলিং জেলা ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থানে তাঁহার যে এষ্টেট বা চিরস্থায়ী টেনিওর বা তাহার কোনও অংশ আছে, কেবল তাহাই বিবেচিত হইবে।

(খ) নিজ মালিকী স্বত্তীয় যে এষ্টেট বা তাহার কোনও অংশ কলেক্টরীতে নাম জারী আছে (ম্যানেজার ট্রষ্টী, রিসিভার, প্রভৃতি রূপে নয়) তাহাই বিবেচিত হইবে।

(গ) নিজ মালিকী স্বত্তে যে চিরস্থায়ী টেনিওর বা তাহার কোন অংশ ভোগ করেন (উক্তরূপে ট্রষ্টী ইত্যাদি রূপে নয়) তাহাই বিবেচিত হইবে।

(ঘ) নিজের যে অংশের জন্য রাজস্ব বা খাজানা বা সেস দেন, তাহাই বিবেচিত হইবে।

(ঙ) যদি কোন এষ্টেটের অংশের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্টরূপে জানা না থাকে, তবে জেলার প্রধান

কর্ম্মচারী যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

মন্তব্য ঃ—মুসলমানী ওয়াফ ( wak ) এষ্টেটের মাতোয়ালী নিজ স্বত্বে এষ্টেট ভোগ করিতেছেন গণ্য হইবে। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোন এষ্টেটের ম্যানেজার ট্রষ্টী, প্রভৃতি সেরূপ গণ্য হইবেন না।

৯। বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্শ, মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন, ও বেঙ্গল মহাজন সভার সভ্যগণ ঐ ঐ সভার ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

মন্তব্য ঃ—যাঁহারা কোন ফার্ম্ বা কোম্পানীর তরফে ঐ ঐ সভার মেম্বরের ক্ষমতা পরিচালনা ও সুবিধা ভোগ করেন, তাঁহারাও তৎ তৎ সভার ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

## দ্বিতীয় তপশীল

### ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিহার-উড়িষ্যার ইলেকটরদের যোগ্যতা ( Qualification ).

* * * * *

৪। সেরূপ ব্যক্তিই কোন জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর হইবার যোগ্য হইবেন, যাঁহার সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে "বাসস্থান" আছে, এবং,

( ক ) যিনি নিজ মালিকীস্বত্বে (ট্রষ্টী প্রভৃতি fiduciary capacity তে নয়) এক বা ততোধিক এষ্টেটের বা তাহার কোনও অংশের জন্য কলেক্টরীতে পৃথক হিসাব খুলিয়াছেন, এবং নিম্নলিখিতরূপ সেস দিয়া থাকেন ঃ—

( ১ ) পাটনা বিভাগে হইলে বার্ষিক অন্যূন ৩০৲ টাকা।

(২) ভাগলপুর ও ত্রিহুত বিভাগে অন্যূন ২৪৲ টাকা।

(৩) উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে অন্যূন ১২৲ টাকা।

(খ) অথবা সেস ধার্য্য উদ্দেশ্যে যাঁহার টেনিওরের বার্ষিক মোট মূল্য ( Value ভ্যালু ) পাটনা বিভাগে ৪০০৲ ছোটনাগপুর বিভাগে ৩০০৲ ভাগলপুর বিভাগে ২০০৲ ত্রিহুত বিভাগে ১৫০৲ ও উড়িষ্যা বিভাগে ১০০৲ টাকা।

(গ) অথবা যিনি রায়ত স্বরূপে—

পাটনা বিভাগে বার্ষিক অন্যূন ১৬০৲ টাকা খাজানা বা ৫৲ টাকা সেস।

ত্রিহুত বিভাগে বার্ষিক অন্যূন ৯৬৲ টাকা খাজানা,বা ৩৲ টাকা সেস।

উড়িষ্যা বিভাগে ৬৪৲ খাজানা বা ২৲ সেস।

ছোটনাগপুর বিভাগে ৪০৲ খাজানা বা ১।০ সেস।

ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলাতে ১৪৪৲ খাজানা বা ৪॥০ সেস।

এবং পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা জেলাতে ৯৬৲ খাজানা, বা ৩৲ সেস দিয়া থাকেন।

(ঘ) অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্যূন ৩৮৪০৲ টাকার আয়ের উপর ইনকম ট্যাক্স দিয়াছেন।

(ঙ) অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মোটের উপর ১৫৲ টাকা মিউনিসিপ্যাল বা ক্যাণ্টনমেণ্ট রেট বা ট্যাক্স দিয়াছেন।

নোট ঃ—যদি কাহারও একাধিক জেলা বা বিভাগের মধ্যে এষ্টেট বা টেনিওর বা জমিজমা থাকে, ও তাহার কোন একটীর জন্য তত রাজস্ব, বা সেস বা খাজানা দিতে হয় না, যদ্দ্বারা তিনি সেই সেই জেলার বা বিভাগের ইলেক্টর যোগ্য হইতে পারেন, অথচ সেই সমস্তের "সমষ্টি" যদি এমন হয় যে যে জেলায় ইলেক্টর হইবার

জন্য সর্ব্বোচ্চ খাজানা বা সেস বা রাজস্ব দিতে হয়, সেই জেলার বা বিভাগের প্রদেয় খাজানাদির তুল্য হয়, তবে তিনি সেই জেলার বা বিভাগের একজন ইলেক্টর হইবেন যে জেলায় সর্ব্বোচ্চ খাজনা বা সেস দিতে হয়।

৫। "জমিদার কনষ্টিটুয়েন্সীর" ইলেকটরের যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে বিহার—উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে "বাসস্থান" থাকা এবং মোটের উপর ১০০০০৲ টাকা রাজস্ব বা ২৫০০৲ টাকা সেস দেওয়া দরকার।

৬। কেহ উক্ত কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর হইবার দাবী করিলে, তাঁহার যে এষ্টেট বা এষ্টেটের অংশ তাঁহার নিজ স্বত্বীয় (অর্থাৎ ট্রষ্টি ম্যানেজার ইত্যাদি Fiduciary capacityতে নয়) ও যাহার জন্য তিনি কলেক্টরীতে নাম জারি করিয়াছেন, কেবল তাহাই বিবেচিত হইবে। যদি ঐ এষ্টেট বা তাহার অংশ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে থাকে, তবে তজ্জন্য প্রদেয় টাকার মোট সমষ্টি ধরিয়া কার্য্য করা হইবে।

যদি কোন অংশের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্টরূপে জানা না থাকে, তবে জেলার প্রধান কর্ম্মচারী যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

"ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ইলেকশন" সম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়ম, দফা ও তপশীল অবিকল রাষ্ট্র সভার ন্যায়। তজ্জন্য তৎসমস্তের পুনরাবৃত্তি করা হইল না।

এই নিয়মাবলী অনুসারে "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার" কনষ্টিগুলি হইতে সভ্য নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ ঃ—

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার—উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, ও বর্ম্মা হইতে—১৫ ডিসেম্বর মধ্যে।

পঞ্জাব ও আসাম হইতে—আগামী ২৩ ডিসেম্বর মধ্যে। বাঙ্গালা হইতে—আগামী ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে।

(১৯২০।২৯ জুলাই, ইণ্ডিয়া গেজেট।)

বঙ্গীয় আইন সভার ( Bengal Legislative Council এর ) গঠন, সভ্য নির্ব্বাচন ও মনোনয়ন, ইলেকটরদের যোগ্যতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মাবলী—

১। ( ১ ) এই নিয়মাবলীকে "বঙ্গীয় আইন সভার" ইলেকশন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ( Bengal Electoral Rules ) বলা হইবে।

( ২ ) ইহা অবিলম্বে কার্য্যকর হইবে।

২।—* * * রাষ্ট্রসভার নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

প্রথম অংশ

৩। বাঙ্গালার গবর্ণরের আইন সভাতে ১৩৯ জন সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ( ১ ) ১১৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্য ও

( ২ ) ২৬ জন গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

এই ২৬ জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে ১৮ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন না। এবং এই ১৮ জন সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণও আসিবেন।

অবশিষ্ট ৮ জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে ভারতীয় খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখিবার জন্য ১ জন, "অনুন্নত জাতির স্বার্থ" দেখিবার জন্য ১ জন, এবং শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখিবার জন্য ১ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। ( অবশিষ্ট ৪ জন গবর্ণরের ইচ্ছাক্রমে যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হইবেন )

* * * * *

৬।—( ১ ) ( ক ) কোনও জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে এমন

কেহ বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, যিনি সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর অথবা অন্য কোন বঙ্গীয় কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর তালিকাভুক্ত নহেন। যিনি মুসলমান, অমুসলমান, ইউরোপীয়ান বা এংলো ইণ্ডিয়ান্ (ফিরিঙ্গী) নহেন, তিনি যথাক্রমে ঐ ঐ সম্প্রদায়ের কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর তালিকাভুক্ত হইতেও পারিবেন না।

(খ) যিনি কোন স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর তালিকাভুক্ত নহেন, তিনি সেই কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইতেও পারিবেন না।

(২) অমুসলমান, মুসলমান, ইউরোপীয়ান ও এংলো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটুয়েন্সী দিগকে জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সী ও "জমিদার সম্প্রদায়," "বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধীয়" কনষ্টিটুয়েন্সী দিগকে "স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী" বলা হইবে।

* * * * *

১৩।—(১) যদি কেহ কোনও বঙ্গীয় কনষ্টিটুয়েন্সী কর্ত্তৃক বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন, এবং ভারতীয় আইন সভা দ্বয়ের কোনটীর কোনও কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে উক্ত আইন সভার কোনটীতেও নির্ব্বাচিত হন, তবে বঙ্গীয় আইন সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন বাতিল হইবে। এইরূপ ঘটিলে গবর্ণর সেই বঙ্গীয় কনষ্টিটুয়েন্সীকে তাঁহার স্থলে অন্য সভ্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করিবেন।

(অন্যান্য নিয়ম ও দফা ও ১ম ও ২য় তপশীল ভিন্ন অন্যান্য তপশীল, রাষ্ট্র সভার নিয়ম, দফা ও তপশীলের সমান। ১ম তপশীল পরে লিখিত হইবে)

বিহার—উড়িষ্যা আইন সভার ( Bihar—Orissa Legislative Council এর ) গঠন, সভ্য নির্ব্বাচন ও মনোনয়ন ইলেকটর দিগের যোগ্যতা, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

১।—(১) এই নিয়মাবলীকে "বিহার উড়িষ্যার আইন সভার ইলেকশন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" ( Bihar and Orissa Electoral Rules ) বলা হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্য্যকর হইবে।

* * *

## প্রথম অংশ

৩। বিহার—উড়িষ্যার আইন সভায় ১০৩ জন সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে

(১) ৭৬ জন নির্ব্বাচিত সভ্য

(২) এবং ২৭ জন গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। ইহার মধ্যে মাত্র ১৮ জন সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন। এই ১৮ জনের মধ্যে গবর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বরগণও থাকিবেন।

অবশিষ্ট ৯ জনের মধ্যে ( I ) অনার্য্য জাতির ( aborigines ) প্রতিনিধি ২ জন।

( II ) অনুন্নত জাতির " " ২ জন

( III ) নীলকর ও খনিকর ভিন্ন অন্যান্য "শ্রমশিল্পের" (Industryর) স্বার্থ দেখিবার জন্য " " ১ জন

( IV ) বঙ্গীয় বাসিন্দাদের স্বার্থ দেখিবার জন্য " " ১ জন

( ) এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের " " ১ জন

(VI) ভারতীয় খৃষ্টান " " " ১ জন

(VII) শ্রমজীবিদের স্বার্থ " " " ১ জন

* * * *

৬। (১) * * * *

(২) এই নিয়মাবলীতে "জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্‌সী" বলিলে অমুসলমান, মুসলমান, কিম্বা ইউরোপীয়ান কনষ্টিটুয়েন্‌সী বুঝাইবে।

এবং "স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্‌সী" বলিলে "জমিদার সম্প্রদায়," "বিশ্ববিদ্যালয়," "নীলকর" বা "খনিকর" সম্প্রদায়ের কনষ্টিটুয়েন্‌সী বুঝাইবে।

* * * * * *

(এই নিয়মাবলীর অন্যান্য নিয়ম ও দফাগুলি, এবং ১ম, ২য় তপশীল ভিন্ন অন্যান্য তপশীলগুলি রাষ্ট্রসভার সেই সেই নিয়ম ও তপশীলের ন্যায়। তাহা দেখিলেই চলিবে। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক)।

## প্রথম তপশীল (১ম অংশ)

বঙ্গীয় কোন্ কনষ্টিটুয়েন্‌সী হইতে কতকগুলি সভ্য বঙ্গীয় আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইবেন

| কনষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কনষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েনসীর এলাখা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| কলিকাতা* সহর উত্তরাংশ | অমুসলমান (নাগরিক) | শ্যামপুকুর, কুমারটুলী ও বড়তলা ওয়ার্ড | ১ |
| ঐ (উত্তর পশ্চিম) | ঐ | যোড়াবাগান, এবং বড়বাজার ওয়ার্ড | ১ |

| কনষ্টিটুয়েনসীর নাম | কনষ্টিটুয়েনসীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েনসীর এলাখা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঐ ( পূর্ব্ব ) | ঐ | সুকিয়া ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো ও কলুটোলা ওয়ার্ড | ১ |
| ঐ ( উত্তর-মধ্য ) | ঐ | মূচীপাড়া, বহুবাজার, পদ্মপুকুর, ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট ওয়ার্ড | ১ |
| ঐ ( দক্ষিণ-মধ্য ) | ঐ | ফেনউইক বাজার, তালতলা, কলিঙ্গা, পার্ক ষ্ট্রীট, ইটালী, বামন-বস্তী ও বেনিয়াপুকুর ওয়ার্ড | ১ |
| ঐ ( দক্ষিণ ) | ঐ | হেষ্টিংস, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, আলীলুর, একবাল-পুর, ওয়াটগঞ্জ ওয়ার্ড | ১ |
| হুগলি মিউনি-সিপ্যাল | ঐ | হুগলী জেলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| হাওড়া ( ঐ ) | ঐ | হাওড়া জেলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| ২৪ পরগণা ( ঐ ) | ঐ | কাশীপুর, চিৎপুর, মিউনিসি-প্যালিটী বাদে ২৪ পরগণা জেলার সদর, বারাসত ও বসির হাট মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| ঐ ( দক্ষিণ ) | ঐ | জেলার বারাকপুর মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যাণ্টন-মেণ্ট সমস্ত এবং কাশীপুর, চিৎপুর | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঢাকা সহর | ঐ | ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী | ১ |
| বর্দ্ধমান | অমুসলমান (গ্রাম্য) | বর্দ্ধমান জেলা | ২ |
| বীরভূম | ঐ | বীরভূম জেলা | ১ |
| বাঁকুড়া (পশ্চিম) | ঐ | বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমা | ১ |
| ঐ (পূর্ব্ব) | ঐ | ঐ জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা | ১ |
| মেদিনীপুর (উত্তর) | ঐ | মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল ও সদর মহকুমা | ১ |
| ঐ (দক্ষিণ) | ঐ | ঐ জেলার কাঁথি এবং তমলুক মহকুমা | ২ |
| হুগলী-হাঁওড়া | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে হুগলী ও হাওড়া জেলা | ২ |
| চব্বিশ পরগণা (গ্রাম্য, মধ্যাংশ) | ঐ | মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা বাদে সদর মহকুমা | ১ |
| ঐ (গ্রাম্য, দক্ষিণাংশ) | ঐ | ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা | ১ |
| ঐ (গ্রাম্য, উত্তরাংশ) | ঐ | মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা বাদে বারাসত, বসীরহাট এবং বারাকপুর মহকুমা | ১ |
| নদীয়া | ঐ | নদীয়া জেলা | ১ |
| মুর্শিদাবাদ | ঐ | মুর্শিদাবাদ জেলা | |
| যশোহর (দক্ষিণ) | ঐ | যশোহর জেলার সদর ও নড়াইল মহকুমা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| যশোহর ( উত্তর ) | ঐ | মাগুরা, ঝিনাইদহ, বনগ্রাম মহকুমা | ১ |
| খুলনা | ঐ | খুলনা জেলা | ১ |
| ঢাকা ( গ্রাম্য ) | ঐ | ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী বাদে সমস্ত ঢাকা জেলা | ১ |
| ময়মনসিংহ (পশ্চিম) | ঐ | জামালপুর ও টাঙ্গাইল মহকুমা | ১ |
| ঐ ( পূর্ব্ব ) | ঐ | সদর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা মহকুমা | ১ |
| ফরিদপুর (উত্তর) | ঐ | সদর এবং গোয়ালন্দ মহকুমা | ১ |
| ফরিদপুর (দক্ষিণ) | ঐ | মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ মহকুমা | ১ |
| বাখরগঞ্জ (উত্তর) | ঐ | উত্তর সদর, দক্ষিণ সদর ও ভোলা মহকুমা | ১ |
| ঐ ( দক্ষিণ ) | ঐ | পটুয়াখালি ও পিরোজপুর মহকুমা | ১ |
| চট্টগ্রাম | ঐ | চট্টগ্রাম জেলা | ১ |
| ত্রিপুরা | ঐ | ত্রিপুরা জেলা | ১ |
| নোয়াখালি | ঐ | নোয়াখালি জেলা | ১ |
| রাজসাহী | ঐ | রাজসাহী জেলা | ১ |
| দিনাজপুর | ঐ | দিনাজপুর জেলা | ১ |
| রংপুর | ঐ | রংপুর জেলা | ২ |
| বগুড়া-পাবনা | ঐ | বগুড়া ও পাবনা জেলা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন-সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মালদহ | ঐ | মালদহ জেলা | ১ |
| জলপাইগুড়ি | ঐ | জলপাইগুড়ি জেলা | ১ |
| কলিকাতা (উত্তর) ( মুসলমান ) | মুসলমান (নাগরিক) | শ্যামপুকুর, কুমারটুলী, বড়-তলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান, যোড়াসাঁকো, বড়বাজার, কলু-টোলা, মুচীপাড়া, বহুবাজার, পদ্মপুকুর, ওয়াটালু ষ্ট্রীট, ওয়ার্ড | ১ |
| কলিকাতা (দক্ষিণ) ( মুসলমান ) | ঐ | ফেনউইক বাজার, তালতলা, কলিঙ্গা, পার্ক ষ্ট্রীট, হেষ্টিংস, বামনবস্তী, বেনিয়াপুকুর, ইটালী, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, আলিপুর, একবালপুর ও ওয়াট-গঞ্জ ওয়ার্ড | ১ |
| হুগলী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল | ঐ | হুগলী ও হাওড়া জেলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| চব্বিশ পরগণা ( উত্তর ) মিউনি-সিপ্যাল | ঐ | বারাকপুর মহকুমার সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যান্টন-মেণ্ট এবং কাশীপুর—চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী | ১ |
| চব্বিশ পরগণা ( দক্ষিণ ). মিউনি-সিপ্যাল | ঐ | কাশীপুর—চিৎপুর মিউনিসি-প্যালিটী বাদে ২৪ পরগণা জেলার সদর, বারাসত ও বসীরহাট মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কনষ্টিটুয়েন্‌সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঢাকা সহর | ঐ | ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী | ১ |
| বৰ্দ্ধমান বিভাগ (উত্তর) | মুসলমান (গ্রাম্য) | বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা | ১ |
| ঐ বিভাগ (দক্ষিণ) | ঐ | হুগলী হাওড়া জেলার মিউনিসিপ্যালিটী বাদে হুগলী, হাওড়া, ও মেদিনীপুর জেলা | ১ |
| চব্বিশ পরগণা (গ্রাম্য) | ঐ | মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্টের এলাকা বাদে ২৪ পরগণা জেলা | ১ |
| নদীয়া | ঐ | নদীয়া জেলা | ১ |
| মুর্শিদাবাদ | ঐ | মুর্শিদাবাদ জেলা | ১ |
| যশোহর (উত্তর) | ঐ | ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমা | ১ |
| ঐ (দক্ষিণ) | ঐ | সদর, বনগ্রাম ও নড়াইল মহকুমা | ১ |
| খুলনা | ঐ | খুলনা জেলা | ১ |
| ঢাকা পশ্চিম (গ্রাম্য) | ঐ | মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা | ১ |
| ঢাকা পূর্ব্ব (ঐ) | ঐ | সদর ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমা | ১ |
| ময়মনসিংহ (পশ্চিম) | ঐ | জামালপুর ও টাঙ্গাইল মহকুমা | ১ |
| ঐ (পূর্ব্ব) | ঐ | সদর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা মহকুমা | ১ |
| ফরিদপুর (উত্তর) | ঐ | সদর ও গোয়ালন্দ মহকুমা | ১ |
| ঐ (দক্ষিণ) | ঐ | মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বাখরগঞ্জ ( উত্তর ) | ঐ | উত্তর সদর, এবং ভোলা মহকুমা | ১ |
| ঐ ( পশ্চিম ) | ঐ | দক্ষিণ সদর ও পিরোজপুর মহকুমা | ১ |
| ঐ ( দক্ষিণ ) | ঐ | পটুয়াখালি মহকুমা | ১ |
| চট্টগ্রাম | ঐ | চট্টগ্রাম জেলা | ২ |
| ত্রিপুরা | ঐ | ত্রিপুরা জেলা | ২ |
| নোয়াখালী | ঐ | নোয়াখালি জেলা | ২ |
| রাজসাহী (দক্ষিণ) | ঐ | সদর মহকুমা | ১ |
| ঐ ( উত্তর ) | ঐ | নাটোর ও নওগাঁ মহকুমা | ১ |
| দিনাজপুর | ঐ | দিনাজপুর জেলা | ১ |
| রংপুর ( পশ্চিম ) | ঐ | সদর ও নীলফামারী মহকুমা | ১ |
| ঐ ( পূর্ব্ব ) | ঐ | গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম মহকুমা | ১ |
| বগুড়া | ঐ | বগুড়া জেলা | ১ |
| পাবনা | ঐ | পাবনা জেলা | ১ |
| মালদহ-জলপাইগুড়ি | ঐ | মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলা | ১ |
| প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান (ইউরোপীয়ান) | ইউরোপীয়ান | প্রেসিডেন্‌সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ | ৩ |
| ঢাকা ও চট্টগ্রাম ( ঐ ) | ঐ | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ বাদে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ | ১ |
| রাজসাহী ( ঐ ) | ঐ | দার্জ্জিলিং জেলা বাদে রাজসাহী বিভাগ | ১ |
| এংলো-ইণ্ডিয়ান | এংলো-ইণ্ডিয়ান | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ও দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন সমগ্র বঙ্গ প্রদেশ | ২ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান (জমীদার) | জমীদার সম্প্রদায় | বর্দ্ধমান বিভাগ | ১ |
| প্রেসিডেন্সী ( ঐ) | ঐ | প্রেসিডেন্‌সী বিভাগ | ১ |
| ঢাকা ( ঐ ) | ঐ | ঢাকা বিভাগ | ১ |
| চট্টগ্রাম ( ঐ ) | ঐ | চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ | ১ |
| রাজসাহী ( ঐ ) | ঐ | দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন সমগ্র রাজসাহী বিভাগ | ১ |
| কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | বিশ্ববিদ্যালয় | ( এলাকা নাই ) | ১ |
| বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্শ | "ব্যবসাও শ্রম-শিল্প সম্প্রদায়" | ঐ | ৬ |
| ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন | ঐ | ঐ | ২ |
| ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন | ঐ | ঐ | ১ |
| ইণ্ডিয়ান মাইনীং এসোসিয়েশন | ঐ | ঐ | ১ |
| কলিকাতা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন | ঐ | ঐ | ১ |
| বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্শ | ঐ | ঐ | ২ |
| বেঙ্গল মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন | ঐ | ঐ | ১ |
| বেঙ্গল মহাজন সভা | ঐ | ঐ | ১ |

## ১ম তপশীল ( ২য় অংশ )

বিহার-উড়িষ্যার কোন্ কন্‌ষ্টিটুয়েন্সী হইতে কতগুলি সভ্য বিহার-উড়িষ্যা আইনসভায় নির্ব্বাচিত হইবেন।

| কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| পাটনা (নাগরিক) | অমুসলমান (নাগরিক) | ১৯১৫ সালের "পাটনা এডমিনিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট্" অনুসারে পাটনা সিটী মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকা | ১ |
| পাটনা বিভাগ | ঐ | ঐ পাটনা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকা বাদে পাটনা বিভাগের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট | ১ |
| ত্রিহুত বিভাগ | ঐ | ত্রিহুত বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| ভাগলপুর বিভাগ | ঐ | ভাগলপুর বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| উড়িষ্যা বিভাগ | ঐ | উড়িষ্যা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| ছোট-নাগপুর বিভাগ | ঐ | ছোট নাগপুর বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| পশ্চিম পাটনা | অমুসলমান ( গ্রাম্য ) | পাটনা সিটী মিউনিসিপ্যালিটী এবং পাটনা এডমিনি- | |

| কন্‌ষ্টিটুয়েনসীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ষ্ট্রেশন কমিটীর এলাকা ভিন্ন পাটনা। সদর ও সদর মহকুমা, মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা বাদে দানাপুর মহকুমা, ড় মহকুমার ফতোয়া থানা, এবং বিহার মহকুমার ইসলামপুর, হিলসা ও একাঙ্গারসরাই থানা | |
| পূর্ব্ব পাটনা | ঐ | রাড় মহকুমার মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও ফতোয়া থানা ব্যতীত অন্যান্য স্থান এবং বিহার মহকুমার মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও ইসলামপুর, হিলসা এবং একাঙ্গারসরাই থানার এলেকা বাদে অন্যান্য স্থান | ১ |
| পশ্চিম গয়া | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে আরঙ্গাবাদ মহকুমা এবং আড়োয়াল ও কুর্থা থানার এলাকা বাদে জেহানাবাদ মহকুমা | ১ |
| মধ্য গয়া | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে এবং আত্রী ও খিজিরসরাই থানার এলাকা বাদে সদর মহকুমার অন্যান্য স্থান, এবং | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | | জেহানাবাদ মহকুমার মকদমপুর থানা | |
| পূর্ব্ব গয়া | ঐ | নওয়াদা মহকুমা, আড়োয়াল, কুর্থা ও মকদমপুর থানার এলেকা বাদে জেহানাবাদ মহকুমার অন্যান্য স্থান, এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত আত্রী ও খিজির সরাই থানার এলাকা | ১ |
| আরা | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে সাহাবাদ জেলার সদর মহকুমা | ১ |
| মধ্য সাহাবাদ | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে বকসার মহকুমা, এবং সাসিরাম মহকুমার বিক্রমগঞ্জ ও দিনারা থানার এলেকা, এবং ভাবুয়া মহকুমার রামগড় থানার এলেকা | ১ |
| দক্ষিণ সাহাবাদ | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও রামগড় থানার এলেকা বাদে ভাবুয়া মহকুমা, এবং মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও বিক্রমগঞ্জ এবং দিনারা থানার এলেকা বাদে সাসিরাম মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| উত্তর শারণ | ঐ | গোপালগঞ্জ মহকুমা, এবং বসন্তপুর ও মহারাজগঞ্জ থানার এলেকা বাদে শিউয়ান মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |
| দক্ষিণ শারণ | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে সদর মহকুমা এবং শিউয়ান মহকুমার বসন্তপুর ও মহারাজগঞ্জ থানার এলেকা | ১ |
| উত্তর চম্পারণ | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে বেতিয়া মহকুমা এবং সদর মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানার এলেকা | ১ |
| দক্ষিণ চম্পারণ | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও গোবিন্দগঞ্জ থানার এলেকা বাদে সদর মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |
| উত্তর মজঃফরপুর | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা এবং বেলসান্দ ও পুপরি থানার এলেকা বাদে সীতামারি মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |
| পূর্ব্ব (ঐ) | ঐ | সদর মহকুমার সাকরা, ও কাটরা থানা, সীতামারী মহকুমার বেলসান্দ ও পুপরি থানার এলেকা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম (ঐ) | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা এবং সাকরা ও কাটরা থানার এলেকা বাদে সদর মহকুমা | ১ |
| হাজিপুর | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে হাজিপুর মহকুমা | ১ |
| উত্তর-পশ্চিম দ্বারভাঙ্গা | ঐ | মধুবাল মহকুমার বেনীপট্টী, মধ্যপুর ও হর্‌লাখি থানা এবং সদর মহকুমার মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও বাহেরা থানার এলাকা বাদে অন্যান্য স্থান | ১ |
| উত্তর-পূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও বেণীপট্টী, মধ্যপুর, মাধাইপুর, ও হরলাখি থানার এলেকা বাদে মধুবাল মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |
| দক্ষিণ-পূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা | ঐ | সদর মহকুমার বাহেরা থানা ও সমস্তিপুর মহকুমার রোসেড়া ও সিংগিয়া থানা, এবং মধুবাণী মহকুমার মাধাইপুর থানার এলেকা | ১ |
| সমস্তীপুর | ঐ | রোসেড়া ও সিংগিয়া থানার এলেকা বাদে সমস্তীপুর মহকুমা | ১ |
| উত্তর ভাগলপুর | ঐ | সদর মহকুমা ও মাধিপুরা মহকুমার বানগাঁও থানা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মধ্য ভাগলপুর | ঐ | বানগাঁও থানার এলেকা বাদে সমস্ত মাধিপুরা মহকুমা, এবং সদর মহকুমার ভাগলপুর মফঃস্বল থানা গোপালপুর থানা, ও বিহিপুর থানার এলেকা | ১ |
| দক্ষিণ ভাগলপুর | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং ঐ ঐ থানা বাদে সদর মহকুমা, এবং বাঁকা মহকুমা | ১ |
| পূর্ব্ব মুঙ্গের | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা এবং সেখুপুরা, বারবিঘা, লক্ষীসরাই এবং সুরাজগড় থানার এলেকা ভিন্ন সদর মহকুমা | ১ |
| উত্তর-পশ্চিম মুঙ্গের | ঐ | বেগুসরাই মহকুমা | ১ |
| দক্ষিণ-পশ্চিম মুঙ্গের | ঐ | জামুই মহকুমা, এবং সেখু-পুরা, বারবিঘা, লক্ষীসরাই, সুরাজগড় থানার এলেকা ভিন্ন সদর মহকুমা | ১ |
| পুর্ণিয়া | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে পুর্ণিয়া জেলা | ১ |
| সাঁওতাল পরগণা | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে দেওঘর, জামতারা ও দুমকা মহকুমা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঐ (উত্তর) | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে রাজমহল, গোড্ডা ও পাকুড় মহকুমা | ১ |
| উত্তর কটক | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে কেন্দ্রাপাড়া ও যাজপুর মহকুমা | ১ |
| দক্ষিণ কটক | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে সদর মহকুমা | ১ |
| উত্তর বালেশ্বর | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে ও সিমিলিয়া এবং অনন্তপুর থানার এলেকা বাদে সদর মহকুমা | ১ |
| দক্ষিণ বালেশ্বর | ঐ | ভদ্রক মহকুমা এবং সদর মহকুমার সিমিলিয়া ও অনন্তপুর থানার এলেকা | ১ |
| উত্তর পুরী | ঐ | খুর্দ্দা মহকুমা এবং সদর মহকুমার পিপলী ও দেলাং থানার এলেকা | ১ |
| দক্ষিণ পুরী | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও পিপলী ও দেলাং থানার এলাকা বাদে সদর মহকুমা | ১ |
| সম্বলপুর | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে সম্বলপুর জেলা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| রাঁচি | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে রাঁচি জেলা | ১ |
| হাজারীবাগ | ঐ | ঐ বাদে হাজারীবাগ জেলা | ১ |
| পালামৌ | ঐ | ঐ বাদে পালামৌ জেলা | ১ |
| উত্তর মানভূম | ঐ | ঐ বাদে ধানবাদ মহকুমা এবং ঐ বাদে সদর মহকুমার চাস, পারা, গৌরান্দী, সান্তড়ী, নিথুরিয়া ও রঘুনাথপুর থানার এলেকা | ১ |
| দক্ষিণ মানভূম | ঐ | ঐ ঐ বাদে সদর মহকুমার অন্যান্য স্থান | ১ |
| সিংহভূম | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে সিংহভূম জেলা | ১ |
| পাটনা বিভাগ | মুসলমান (নাগরিক) | পাটনা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যাণ্টনমেণ্ট সমূহ | ১ |
| ত্রিহুত বিভাগ | ঐ | ত্রিহুত বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| ভাগলপুর বিভাগ | ঐ | ভাগলপুর বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ | ১ |
| পশ্চিম পাটনা | ঐ (গ্রাম্য) | পাটনা—সিটী মিউনিসিপ্যালিটী, এবং পাটনা এডমিনিষ্ট্রেশন কমিটীর এলাকা ভিন্ন | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | | পাটনা সহর ও সদর মহকুমা, মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা ভিন্ন দানাপুর মহকুমা বাড় মহকুমার ফতোয়া থানা, এবং বিহার মহকুমার ইসলামপুর, হিলসা ও একাঙ্গারসরাই থানার এলেকা | |
| পূর্ব্ব পাটনা | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা ও ফতোয়া থানার এলেকা বাদে বাড় মহকুমা এবং ইসলামপুর, হিলসা ও একাঙ্গারসরাই থানার এলাকা বাদে বিহার মহকুমার সমস্ত স্থান | ১ |
| গয়া | ঐ | মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদে গয়া জেলা | ১ |
| সাহাবাদ | ঐ | ঐ বাদে সাহাবাদ জেলা | ১ |
| সারণ | ঐ | ঐ বাদে সারণ জেলা | ১ |
| চম্পারণ | ঐ | ঐ বাদে চম্পারণ জেলা | ১ |
| মজঃফরপুর | ঐ | ঐ বাদে মজঃফরপুর জেলা | ১ |
| দ্বারভাঙ্গা | ঐ | ঐ বাদে দ্বারভাঙ্গা জেলা | ১ |
| ভাগলপুর | ঐ | ঐ বাদে ভাগলপুর জেলা | ১ |
| মুঙ্গের | ঐ | ঐ বাদে মুঙ্গের জেলা | ১ |

| কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর নাম | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর শ্রেণী | কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা | সভ্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| কৃষ্ণগঞ্জ | ঐ | ঐ বাদে পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা | ১ |
| পূর্ণিয়া | ঐ | ঐ বাদে ঐ জেলার সদর ও আড়ারিয়া মহকুমা | ১ |
| সাঁওতাল পরগণা | ঐ | ঐ বাদে সাঁওতাল পরগণা জেলা | ১ |
| উড়িষ্যা বিভাগ | ঐ | আঙ্গুল ভিন্ন উড়িষ্যা বিভাগ | ১ |
| ছোট-নাগপুর বিভাগ | ঐ | ছোট নাগপুর বিভাগ | ১ |
| ইউরোপীয়ান | ইউরোপীয়ান | সমগ্র বিহার—উড়িষ্যা প্রদেশ | ১ |
| পাটনা বিভাগ জমীদার | জমীদার সম্প্রদায় | পাটনা বিভাগ | ১ |
| ত্রিহুত বিভাগ | ঐ | ত্রিহুত বিভাগ | ১ |
| ভাগলপুর বিভাগ | ঐ | ভাগলপুর বিভাগ | ১ |
| উড়িষ্যা বিভাগ | ঐ | উড়িষ্যা বিভাগ | ১ |
| ছোট নাগপুর বিভাগ | ঐ | ছোট নাগপুর বিভাগ | ১ |
| বিহার প্লান্টার্স (নীলকর) | প্ল্যান্টিং নীল-কর) সম্প্রদায় | (নির্দ্দিষ্ট এলাকা নাই) | ১ |
| ইণ্ডিয়ান মাইনীং এসোসিয়েশন | মাইনীং (খনি-কর) সম্প্রদায় | ঐ | ১ |
| ইণ্ডিয়ান মাইনীং ফিডারেশন | ঐ | ঐ | ১ |
| পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় | বিশ্ববিদ্যালয় | ঐ | ১ |

## ২য় তপশীল ( ১ম অংশ )

### বঙ্গীয় আইন সভার কনষ্টিটুয়েন্সী গুলির ইলেকটরগণের যোগ্যতা।

( কলিকাতা গেজেট ১১ আগষ্ট, ১৯২০ )

১। এই তপশীলে

(ক) "এংলোইণ্ডিয়ান" বলিলে তাঁহাকে বুঝাইবে যিনি ব্রিটিশপ্রজা, ভারতের অধিবাসী, এবং

যাঁহার পিতা, পিতামহ, বা আরও দূরবর্ত্তী পুর্ব্বপুরুষ ইউরোপ মহাদেশে কানেডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, বা আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে জন্মিয়াছিলেন, এবং যাঁহা হইতে সঙ্করবর্ণে এসিয়া বাসিনী ( বা এসিয়া বাসিনী নহেন ), এরূপ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন;

কিম্বা, ইউরোপীয় নহেন, এরূপ পিতার বা পিতৃপুরুষের ঔরষে ইউরোপীয়ান মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) ("ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ইলেকটর দিগের সংজ্ঞানির্দ্দেশ স্থলে" ইউরোপীয়ান কথার সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য )

(গ) * * *

২। যিনি মুসলমান, বা ইউরোপীয়ান বা এংলোইণ্ডিয়ান নহেন, তিনিই কোন অমুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন। এবং যিনি মুসলমান বা ইউরোপীয়, বা এংলোইণ্ডিয়ান, তিনিই যথাক্রমে সেই সেই কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেকটর হইতে পারিবেন। ( যদি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত যোগ্যতাও থাকে )

৩। উপরোক্ত ২ নিয়ম বজায় রাখিয়া, কলিকাতা কনষ্টিটুয়েন্সী

ভিন্ন অন্যান্য নাগরিক বা গ্রাম্য কনষ্টিটুয়েন্সীতে নিম্নলিখিত যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি ইলেকটর হইতে পারিবেন ;

(ক) যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে হাওড়া বা কাশীপুর—চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে অন্যূন ৩৲ টাকা, এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীতে অন্যূন ১॥০ টাকা বার্ষিক ট্যাক্স্ বা ফি দিয়াছেন, বা

(খ) যিনি অন্যূন ১৲ টাকা সেস দিয়াছেন, বা

(গ) যিনি অন্যূন ২৲ টাকা ভিলেজ চৌকিদারী ট্যাক্স্ বা ইউনিয়ন রেট দিয়াছেন।

(ঘ) বা ইনকমট্যাক্স্ দিয়াছেন।

(ঙ) বা কোনও পেনসনপ্রাপ্ত বা অবসর প্রাপ্ত সৈনিক কর্ম্মচারী বা সৈনিক।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন ;—

(ক) ১৮৯৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩ ধারার ৭ দফায় বিধানমত যাঁহার কলিকাতার মধ্যে বাসস্থান আছে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যাঁহার নাম ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর এসেসমেণ্ট বহিতে পৃথক নম্বর যুক্ত হইয়াছে এবং অন্যূন বার্ষিক ১৫০৲ টাকা ভাড়া হইতে পারে এরূপ জমি বা বাড়ীর মালিক এবং দখলিকার ( উভয়স্বত্বে স্বত্ববান ) বলিয়া লিখিত হইয়াছে তিনি ইলেক্টর গণ্য হইবেন। অথবা শুদ্ধ মালিক, কিম্বা শুদ্ধ দখলিকার ( বা ভাড়াটীয়া ) হইলে, ঐরূপ যে বাড়ী বা জমী অন্যূন বার্ষিক ৩০০৲ টাকা ভাড়ার উপযুক্ত লিখিত হইয়াছে, সেই বাড়ীর মালিক ( বা ভাড়াটীয়া ) ও ইলেকটর গণ্য হইতে পারিবেন। তবে ঐ বাড়ী বা জমীর জন্য ধার্য্য ট্যাক্স্ বা রেট প্রকৃতই প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখান চাই।

(খ) অথবা যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নিজের নামে ও নিজ হিসাবে বার্ষিক অন্যূন ২৪৲ টাকা ট্যাক্স্ বা কনসলিডেটেড রেট ( consolidated rate ) দিয়াছেন ;

(গ) অথবা যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইনকমট্যাক্স্ দিয়াছেন ;

(ঘ) অথবা পেনসনপ্রাপ্ত বা অবসর প্রাপ্ত সৈনিক কর্ম্মচারী বা সৈনিক।

৫। কোনও ইউরোপীয়ান কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকার মধ্যে যে ইউরোপীয়ানের "বাসস্থান" আছে, এবং সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর অন্তর্গত অন্যান্য সম্প্রদায়ের "গ্রাম্য" বা "নাগরিক" ইলেকটরের যোগ্যতা যাঁহার আছে, তিনি সেই ইউরোপীয়ান কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর গণ্য হইবেন।

৬। বাঙ্গালার মধ্যে যে এংলোইণ্ডিয়ানের বাসস্থান, কোনও সম্প্রদায়ের "গ্রাম্য" বা "নাগরিক" ইলেকটরের যোগ্যতা তাঁহার যদি থাকে, তবে তিনি এংলোইণ্ডিয়ান কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর গণ্য হইবেন।

৭। যৌথ পরিবারকে এক ধরিয়া লওয়া হইবে এবং তাহার ম্যানেজার ( বা কর্ত্তা ) ইলেকটর গণ্য হইবেন।

৮। ট্রষ্টী, এডমিনিষ্ট্রেটর, রিসিভার, ম্যানেজার ইত্যাদি Fiduciary capacity তে যিনি কোনও সম্পত্তির দখলে আছেন, ও রাজস্ব, ট্যাক্স্, রেট, সেস ইত্যাদি দেন, তিনি কোনও জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন না।

## স্পেসিয়াল কনষ্টিটুয়েন্সী

৯। সেইরূপ ব্যক্তিই কোন "জমিদার কনষ্টিটুয়েন্সীর" ইলেকটর হইতে পারিবেন, যাঁহার সেই কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে "বাসস্থান" আছে এবং

(ক) যিনি বৰ্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে নিজ নামে মালিকীস্বত্বে এক বা ততোধিক এষ্টেট বা তাহার কোনও অংশের জন্য বার্ষিক অন্যূন ৪৫০০৲ টাকা রাজস্ব বা ১১২৫৲ টাকা সেস দিয়াছেন, অথবা ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে নিজ নামে ও মালিকস্বত্বে এক বা ততোধিক এষ্টেট বা চিরস্থায়ী টেনিওরের (পত্তনি আদির) জন্য বার্ষিক অন্যূন ৩০০০৲ টাকা রাজস্ব, বা ৭৫০৲ টাকা সেস দিয়াছেন।

১০। "জমিদার" কনষ্টিটুয়েন্সীর কোনও ইলেকটরের যোগ্যতা নির্ণয় সময়ে

(ক) তাঁহার যে এষ্টেট বা টেনিওর বা তাহার কোন অংশ দার্জ্জিলিং জেলায় বা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে সংস্থিত, তাহা বিবেচিত হইবে না।

(খ) কেবল মাত্র সেই এষ্টেট বা টেনিওর বা তাহার অংশ বিবেচিত হইবে যাহা তিনি নিজ স্বত্বে মালিক রূপে ভোগ দখল করেন (ট্রষ্টী ইত্যাদি রূপে নয়), এবং যে এষ্টেট বা তাহার যে অংশের জন্য কলেকটরীতে নামজারী আছে।

(গ) নিজের হিসারে বা নিজাংশের জন্য যে রাজস্ব বা সেস দেন, কেবল মাত্র তাহাই বিবেচিত হইবে।

(ঘ) যদি একাধিক কনষ্টিটুয়েন্সীর এলাকা মধ্যে কাহারও ঐরূপ এষ্টেট বা টেনিওর থাকে, কিন্তু কোনও কনষ্টিটুয়েন্সীতেই ইলেকটর হইবার উপযুক্ত উপরিলিখিত মত রাজস্ব বা সেস দেন না, অথচ সমস্ত কনষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদত্ত রাজস্ব বা সেসের সমষ্টি সর্ব্বোচ কনষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের সমান বা অধিক হয়, তবে তিনি সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব বা সেস যে কনষ্টিটুয়েন্সীতে দেন, তাহারই ইলেকটর গণ্য হইবেন।

(ঙ) যদি কোনও এষ্টেটের অংশের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের

পরিমাণ নির্দ্দিষ্টভাবে জানা না থাকে, তবে জেলার প্রধান কর্ম্মচারী যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

মন্তব্য :—মুসলমানী ওয়াফ (Wakf) এষ্টেটের মাতোয়ালি নিজ স্বত্বে এষ্টেট দখল করিতেছেন গণ্য হইবেন। কিন্তু তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন এষ্টেটের ট্রষ্টী বা ম্যানেজার তদ্রূপ গণ্য হইবেন না।

১১। যাঁহার বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে বাসস্থান আছে, এবং যিনি সেনেট সভার সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ফেলো, কিম্বা অন্যূন সাত বৎসর পূর্ব্বে গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" কনষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন।

১২। (১) যাঁহারা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্শের চেম্বার-মেম্বর, এবং যাঁহারা ইণ্ডিয়ান জুটমিল্‌স্ এসোসিয়েশন, বা ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন, অথবা ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের স্থায়ী মেম্বর, তাঁহারা যথাক্রমে সেই সেই কনষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেকটর হইবার যোগ্য হইবেন। তবে সেই ইলেকটরদের ভারতে বাসস্থান থাকা চাই।

যাঁহারা কোনও ফার্ম্ বা কোম্পানীর তরফ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ ঐ সভার চেম্বার—মেম্বার বা স্থায়ী মেম্বরের অধিকার পরিচালনা করেন, সেই সকল প্রতিনিধিও ঐ ঐ সভার কনষ্টিটুয়েনসীর ইলেকটর গণ্য হইবেন।

(২) যাঁহারা কলিকাতা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশনের মেম্বর, অথবা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্শের, বেঙ্গল মহাজন সভার, বা মাড়োয়ারি এসোসিয়েশনের লাইফ-মেম্বর বা অর্ডিনারী মেম্বর, বা মফঃস্বল মেম্বর, তাঁহারা যথাক্রমে সেই সেই সভার কনষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেকটর গণ্য হইবেন।

উপরোক্ত সভার "বা এসোসিয়েশনের মেম্বর" বলিলে তাহার অঙ্গীভূত

কোনও ফার্ম্, বা কোম্পানীর অংশীদার, ম্যানেজার, ডাইরেকটর, বা সেক্রেটারীকেও বুঝাইবে।

## ২য় তপশীল ( ২য় অংশ )

### বিহার—উড়িষ্যা আইন সভার কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সী গুলির ইলেকটরদের যোগ্যতা।

( ১৯২০। ৬ আগষ্টের বিহার—উড়িষ্যা গেজেট )

১। * * * *

২। যৌথ পরিবারকে "এক" বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এবং হিন্দু যৌথ পরিবার হইলে তাহার ম্যানেজার ( কর্ত্তা ) এবং অন্যরূপ যৌথ পরিবার হইলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তিনিই ইলেকটর হইবার যোগ্য হইবেন।

( জেনারেল কনষ্টিটুয়েন্‌সী )

৩। সেইরূপ ব্যক্তি কোন অমুসলমান বা মুসলমান "নাগরিক" কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেকটর হইতে পারিবেন, যাঁহার সেই কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর সীমানা মধ্যে বা সীমানা হইতে দুই মাইলের মধ্যে "বাসস্থান" আছে এবং

(ক) যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মোটের উপর অন্যূন ৩৲ টাকা মিউনিসিপ্যাল বা ক্যান্টনমেণ্ট রেট বা ট্যাক্‌স্ দিয়াছেন, অথবা

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইনকমট্যাক্‌স্ দিয়াছেন, অথবা

(গ) কোনও পেনসন প্রাপ্ত বা অবসর প্রাপ্ত সৈনিক কর্ম্মচারী বা সৈনিক, অথবা

(ঘ) সহরের মধ্যে বাস করিলেও "গ্রাম্য" কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেকটরের নিম্নলিখিত রূপ যোগ্যতা যাঁহার আছে।

৪। কোনও অমুসলমান বা মুসলমান "গ্রাম্য" কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেক-

টর হইতে হইলে তাহার এলেকার মধ্যে "বাসস্থান" থাকা চাই। এবং নিম্নলিখিত যোগ্যতাও থাকা চাই।

(ক) এমন কোনও খেরাজী বা লাখেরাজ এষ্টেটের বা তাহার কোন অংশের মালিক হওয়া চাই, যাহার জন্য কলেকটরীতে নামজারী হইয়া পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে, এবং যাহার জন্য বার্ষিক অন্যূন ১২৲ সেস দিতে হয়। অথবা

(খ) এমন কোন টেনিওর বা তাহার কোন অংশের মালিক হওয়া চাই, যাহা সেস ধার্য্য উদ্দেশ্যে বার্ষিক অন্যূন ১০০৲ টাকা মুনফা যোগ্য বলিয়া এসেস করা হইয়াছে।

(উদাহরণ :—মনে করুন এক ব্যক্তি স্বীয় টেনিওরের জন্য উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীকে ৫৲ সেস ও ৬০৲ টাকা খাজনা দেন। মুনফার উপর টাকায় এক আনা সেস ধার্য্য হওয়ার নিয়ম থাকায় ৫৲ টাকা সেসের জন্য ৮০৲ টাকা মুনফা আছে বুঝিতে হইবে। তদুপরি ৬০৲ যোগ করিলে ১৪০৲ টাকা (অর্থাৎ ১০০৲ টাকার অধিক) হইল। সুতরাং তিনি ইলেকটর গণ্য হইবেন।

(গ) অথবা এমন রায়তী জমি থাকা চাই যাহার জন্য

(I) উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বিভাগে অন্যূন বার্ষিক ১৬৲ খাজনা বা ॥০ সেস দিতে হয়, বা,

(II) পাটনা বিভাগে ও মুঙ্গের জেলাতে ৬৪৲ খাজনা বা ২৲ সেস দিতে হয় বা

(III) সাঁওতাল পরগণায় ২৪৲ খাজনা বা ৸০ আনা সেস দিতে হয়।

(IV) অথবা অন্যান্য জেলায় অন্যূন ৪৮৲ খাজানা বা ১॥০ সেস দিতে হয়।

(ঘ) অথবা যে সম্পত্তির জন্য ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় লোক্যাল সেল্ফ্ গবর্ণমেণ্ট আইনের ১১৮—সি ধারা অনুসারে অন্যূন বার্ষিক ১৷৷৹ টাকা সেস দিতে হয়

(ঙ) কিম্বা পেনসন প্রাপ্ত বা অবসর প্রাপ্ত সৈনিক কর্ম্মচারী বা সৈনিক।

(চ) অথবা যে মুসলমান উড়িষ্যা বা ছোট নাগপুর বিভাগে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্যূন ৩৲ টাকা মিউনিসিপ্যাল বা ক্যাণ্টনমেণ্ট রেট বা ট্যাক্স দিয়াছেন।

মন্তব্য :—যদি কাহারও ভিন্ন ভিন্ন কনষ্টিটুয়েনসীর এলাকায় জমী থাকে কিন্তু তজ্জন্য কোন কনষ্টিটুয়েন্সীতেই এত রাজস্ব বা সেস দিতে হয় না, যাহাতে তাহার ইলেক্টর গণ্য হইতে পারেন, অথচ সমস্ত কনষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের সমষ্টি সর্ব্বোচ্চ কনষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের সমান হয়, তবে তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

৫। যে ইউরোপীয়ানের বিহার—উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে "বাসস্থান" আছে, এবং কোন "গ্রাম্য" বা "নাগরিক" কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টরের যোগ্যতা আছে, তিনি "ইউরোপীয়ান" কনষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

৬। (১) সেরূপ প্রত্যেক জমিদারই "জমিদার কনষ্টিটুয়েন্সী"র ইলেক্টর হইবেন, যাঁহার তন্মধ্যে "বাসস্থান" আছে, এবং যিনি পাটনা, ত্রিহুত বা ভাগলপুর বিভাগে অন্যূন ৪০০০৲ টাকা রাজস্ব বা ১০০০৲ টাকা সেস, অথবা উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বিভাগে ৬০০০৲ টাকা রাজস্ব বা ১৫০০৲ টাকা সেস দিয়া থাকেন।

(৪) যে এষ্টেট বা তাহার কোন অংশ কোনও ব্যক্তি স্বীয় মালিকী-

স্বত্বে (ট্রষ্টী প্রভৃতি fiduciary capacityতে নয়) ভোগদখল করেন, ও যাহার জন্য কলেক্টরীতে নামজারী করা আছে, কেবলমাত্র তাহাই বিবেচিত হইবে।

যদি কোন এষ্টেটের অংশের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্টরূপে জানা না থাকে, তবে জেলার প্রধান কর্ম্মচারী যদ্রূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

যদি কাহারও একাধিক কনষ্টিটুয়েন্সীর মধ্যে এষ্টেট থাকে, কিন্তু কোনও কনষ্টিটুয়েন্সীতেই ইলেক্টর হইবার উপযুক্ত উপরিলিখিত মত রাজস্ব বা সেস দিতে হয় না, অথচ সমস্ত কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদত্ত রাজস্ব বা সেসের সমষ্টি, সর্ব্বোচ্চ কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীতে প্রদেয় রাজস্ব বা সেসের সমান বা অধিক হয়, তবে সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব বা সেস যে কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীতে দেন, তাহারই ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

যিনি সাত বৎসর পূর্ব্বে গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন, এবং যাঁহার নাম পাটনা বিশ্ববিত্তালয়ের নিয়ম অনুসারে রেজিষ্ট্রী হইয়াছে, তিনি পাটনা বিশ্ববিত্তালয়ের ইলেক্টর তালিকাভুক্ত হইবেন।

যিনি "বিহার প্ল্যাণ্টার্স্ এসোসিয়েসনের" সভ্য ও ভারতে বাস করিতেছেন, তিনি বিহার প্ল্যাণ্টার্স্ কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীর ইলেক্টর হইবেন।

যিনি "ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফিডারেশনের" বা "ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের" সভ্য, তিনি ঐ ঐ সভার ইলেক্টর গণ্য হইবেন। কেহ যদি উভয় সভারই সভ্য হন, তবে তাঁহার পছন্দক্রমে একটী মাত্র সভার কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীতে ইলেক্টর গণ্য হইবেন।

# পরিশিষ্ট।

## বঙ্গীয় ইলেকশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীর ইলেক্টর তালিকা প্রস্তুত জন্য, কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রেজিষ্ট্রার, প্রভৃতির উপর ভারার্পিত হইবে। তাঁহাদিগকে "রেজিষ্টারীং কর্ম্মচারী (Registering authority) বলা হইবে। তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা ইলেক্টর তালিকা প্রস্তুত করতঃ সাধারণের আপত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রকাশ করিবেন।

যদি ঐ তালিকাতে কাহারও নাম বসানো সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করেন, বা কেহ নূতন নাম বসাইতে চান, তবে ১৫ দিন মধ্যে "সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের" (Revising authority'র) নিকট আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। ঐ সময় গতে কোন আপত্তির দরখাস্ত (objection petition) লওয়া হইবে না।

"সংশোধনকারী কর্ম্মচারী" ঐ আপত্তি সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেখিয়া ও সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া যাহা স্থির করিয়া দিবেন, তাহা স্বীয় মন্তব্য সহ রেজিষ্টারীং কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। তিনি তদনুসারে তালিকা সংশোধন করিবেন ও প্রকাশ করিবেন। সাধারণের নিকট এই তালিকা বিক্রয়ের ব্যবস্থাও হইবে।

### ক্যাণ্ডিডেটের নাম পাঠান। (Nomination)

কোন্ তারিখের মধ্যে কোন্ কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সী হইতে ক্যাণ্ডিডেটের নমিনেশন কাগজ রিটর্নীং অফিসারের নিকট পৌছান দরকার, তাহা

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে জানাইবেন। নমিনেশন কাগজ নিম্নলিখিত ফরমে হইবে :—

নমিনেশন পেপার।

ফর্ম্—এ।

১। ক্যাণ্ডিডেটের নাম……

২। পিতার নাম……

৩। বয়স……

৪। ঠিকানা।

৫। কোন্ কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী।

৬। যিনি এই ক্যাণ্ডিডেটের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই প্রস্তাবকের ইলেক্টর—তালিকা-লিখিত নম্বর।

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর……

৭। যিনি সমর্থন করিতেছেন, তাঁহার ইলেক্টর—তালিকা লিখিত নম্বর……

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর……

নির্ব্বাচনপ্রার্থীর স্বাক্ষর……

"এটেষ্টিং কর্ম্মচারী" (অর্থাৎ যাঁহার সম্মুখে নির্ব্বাচনপ্রার্থী স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহার) স্বাক্ষর

……তারিখের মধ্যে এই নমিনেশন কাগজ রিটর্নীং অফিসার না পাইলে ইহা অগ্রাহ্য হইবে।

রিটর্নীং অফিসারের শেষ আদেশ

স্বাক্ষর……

কোনও কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সী হইতে যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, সেই কনষ্টিটুয়েন্‌সীর প্রত্যেক ইলেক্টর ততগুলি নমিনেশন কাগজে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

যদি কেহ দস্তুর মত নমিনেটেড হইয়া প্রত্যাহার করিতে চাহেন, তবে ভোট লইবার ২১ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারিবেন।

নমিনেশন কাগজ পরীক্ষার জন্য একটী দিন ধার্য্য হইবে। সেই ধার্য্য দিনে রিটর্নীং অফিসার স্বয়ং প্রত্যেক কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবেন। কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা শুনিয়া কোনও নমিনেশন কাগজ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। এবং তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত নমিনেশন কাগজের নিম্নভাগে লিখিবেন। যে কোন ক্যাণ্ডিডেট, বা তাঁহার প্রস্তাবক বা সমর্থক তথায় উপস্থিত থাকিতে, ও সমস্ত নমিনেশন কাগজ দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

## নির্ব্বাচন।

রিটর্নীং অফিসার কোনও জেনারেল কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীকে ইলেকশনের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে ( Polling area) বিভক্ত করিয়া দিবেন, ও ইলেকশন দিনে কোন্‌টীতে কে সভাপতি হইবেন, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

কোন্ কনষ্টিটুয়েন্‌সীর, কোন্ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে, কোন্ তারিখে, কোন্ সময় হইতে, কোন্ সময় পর্য্যন্ত, ভোট লওয়া হইবে, তাহা যথাসময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে জানাইবেন।

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সভাপতি তথায় শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। বৈধভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য হইতেছে কি না দেখিবেন। একই সময়ে কতগুলি ইলেক্টরকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিয়া

দিবেন। স্বীয় কেরানী, ক্যাণ্ডিডেট ( বা তাঁহার ইলেকশন এজেণ্ট ) এবং শান্তিরক্ষার্থ পুলিস কর্ম্মচারী, ( বা অপর ব্যক্তি যাহাকে থাকিতে দেওয়া সঙ্গত মনে করিবেন ) ভিন্ন অন্য কাহাকেও তথায় উপস্থিত থাকিতে দিবেন না। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবেন, ও আর কোন নবাগত ভোটারকে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্বেই যাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভোট লইবেন।

## ব্যালট।

নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কোন্ ইলেক্টর কাহাকে ভোট দিলেন, তাহা অপর কেহ যাহাতে না জানিতে পারে তদুদ্দেশ্যে ব্যালট কাগজ ব্যবহৃত হইবে। নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কোন ইলেক্টর ভোট দিবার জন্য উপস্থিত হইলে সভাপতি তাঁহার নাম, ধাম, ইলেক্টর নম্বর ইত্যাদি জানিয়া লইয়া একখানি ব্যালট কাগজ তাঁহার হাতে দিবেন। তাহাতে সমস্ত ক্যাণ্ডিডেটদের নাম থাকিবে। ইলেক্টর তাহা লইয়া একটু অন্তরালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবেন। এবং কেহ দেখিতে না পায় এরূপ ভাবে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঐ ব্যালট কাগজ লিখিত যে কোন ক্যাণ্ডিডেটের নামের পার্শ্বে ঢেরা চিহ্ন দিবেন। ও তাহা মুড়িয়া আনিয়া ব্যালট বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। এই বাক্স এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইবে যে ইহার মধ্যে ব্যালট কাগজ ফেলিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তালা না খুলিলে বাহির করিতে পারা যাইবে না। ভোট লওয়ার প্রারম্ভে সভাপতি বাক্স খুলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখাইবেন যে উহা শূন্য আছে। তৎপরে উহাতে চাবি বন্ধ করিয়া স্বীয় সম্মুখে দৃষ্টিপথে রাখিবেন।

কেহ ভোট দিতে উপস্থিত হইলে সভাপতি ( বা তাঁহার কেরাণী ) জিজ্ঞাসা করিবেন :—

(ক) আপনিই কি এই ইলেক্টর তালিকার এত নম্বর বর্ণিত অমুক ব্যক্তি ?

(খ) আপনি কি ইতিপূর্ব্বে ভোট দিয়াছেন ? ঐ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া তক তাঁহার ভোট লওয়া হইবে না। তাঁহার হাতে ব্যালট কাগজ দিবার পূর্ব্বে সভাপতি উহার উভয় পৃষ্ঠায় শিলমোহর দিবেন, ও ইলেক্টর তালিকায় সেই ইলেক্টরের যেরূপ বিবরণ লিখিত আছে, তাহা উচ্চস্বরে পাঠ করা হইবে।

যদি কোনও ভোটার নিরক্ষর হন, অথবা শারীরিক ব্যাধির জন্য ব্যালট কাগজ পড়িতে বা তাহাতে ঢেরা চিহ্ন দিতে অক্ষম হন, তবে সভাপতি ঐ ভোটারের কথামত ঢেরা চিহ্ন দিয়া দিবেন। তার পর সে ব্যক্তি স্বহস্তে উহা ব্যালট বাক্সে ফেলিয়া দিবেন।

কোন ব্যালট কাগজে দস্তুরমত ঢেরা চিহ্ন না দেওয়া হইলে, অথবা কোনও ক্যাণ্ডিডেটের নামের পার্শ্বে একাধিক ঢেরা চিহ্ন থাকিলে, কিম্বা যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার কথা, তদপেক্ষা বেশী নামের পার্শ্বে ঢেরা চিহ্ন থাকিলে, কিম্বা কোন্ ক্যাণ্ডিডেটের নামে ঢেরা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝা না গেলে, কিম্বা ভোটারকে পরে চিনিতে পারা যায় এরূপ কোন চিহ্ন ব্যালট কাগজে লিখিলে, সেই ব্যালট লিখিত ভোট অগ্রাহ্য হইবে।

এক নামে কেহ ভোট দিয়া যাইবার পর অপর কেহ সেই নামে ভোট দিতে উপস্থিত হইলে সভাপতি তাঁহাকে আবশ্যক মত প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন রংএর একটী ব্যালট কাগজ দিবেন। ইহাকে "টেণ্ডার করা ব্যালট কাগজ" বলা হইবে। এবং ইলেক্টর হইতে ঢেরা চিহ্ন দিয়া বালট বাক্সে না ফেলিয়া সভাপতির হাতে দিবেন। তিনি ইহা পৃথক প্যাকেটে রাখিবেন।

এক জনের নাম গ্রহণে অপর কেহ ভোট দিতেছেন, বলিয়া আপত্তি উঠিলে সভাপতি তাহার মীমাংসা করিবেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে তিনি ভোট দিতে পাইবেন। তবে ক্যাণ্ডিডেটের (বা তাঁহার এজেণ্টের) অনুরোধ ক্রমে ব্যালট কাগজের পৃষ্ঠে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইবেন। এবং তিনি সেরূপ অনুমতি না দিলে উপরি লিখিত "টেণ্ডার করা ব্যালট কাগজের" ন্যায় কার্য্য হইবে।

ভোট লওয়া শেষ হইলে সভাপতি ঐ ইলেকশন সংক্রান্ত সমুদায় কাগজ দস্তুরমতভাবে রিটর্নীং অফিসারের নিকট পাঠাইবেন। সমস্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে তাহা পাইবার পর রিটর্নীং অফিসার একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্যাণ্ডিডেটদের (বা তাঁহাদের এজেণ্টগণের) সম্মুখে নিয়মানুযায়ী ভোট গণনা করিবেন। ও যিনি (বা যাঁহারা) সর্ব্বোচ্চ ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিবেন। এবং ভোটগণনা কার্য্যের একটী রিটর্ণ প্রস্তুত করতঃ ভোট সংক্রান্ত কাগজাতের প্যাকেট গুলি শিল করিয়া আইন সভার সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কোনও ক্যাণ্ডিডেট উক্ত রিটর্ণের বা তাহার কোন অংশের নকল লইতে পারিবেন।

ঐ সেক্রেটারীর জিম্বায় থাকা কালীন ঐ সকল ব্যালট কাগজাতের প্যাকেট খোলা হইবে না, বা তন্মধ্যে কি আছে, তাহা কেহ দেখিতে পাইবেন না। কেবল মাত্র কোনও ইলেকশন সংক্রান্ত মকদ্দমায় উপযুক্ত আদালতে বা ইলেকশন—কমিশনারদের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে তাহা খোলা হইবে। একবৎসর পরে ঐ সকল কাগজাৎ নষ্ট করা হইবে, তবে কোনও ইলেকশন আদালতে আদেশ দিলে বেশী দিনের জন্যও রাখা হইবে।

"বিশ্ববিদ্যালয়," "ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প," "জমীদার," ও "ইউরোপীয়ান"

কনষ্টিটুয়েন্‌সীর সভ্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী উপরি উক্ত নিয়মাবলী হইতে সামান্ত রূপে বিভিন্ন। তাহা বাঙ্গালায় বুঝান একটু কঠিন ও অনাবশ্যক। কারণ উক্ত কনষ্টিটুয়েন্‌সী গুলির ইলেক্টরগণ প্রায়ই ইংরাজী অভিজ্ঞ। ১৯২০ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেট পাঠে তাঁহারা ঐ নিয়মাবলী ভালরূপেই বুঝিতে পারিবেন।

স্থানীয় অবস্থা ভেদে আবশ্যক মত সামান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া উপরি লিখিত ইলেকশন নিয়মাবলী ভারতের সমস্ত প্রদেশেই প্রযুজ্য হইবে।

# পরিশিষ্ট।

কাউন্‌সিল অফ ষ্টেটে ( রাষ্ট্রসভায় ) নিম্নলিখিত প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন ঃ—

| প্রদেশ | মুসলমান | অমুসলমান | ইউরোপীয় বণিক সমিতি | শিখ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| মান্দ্রাজ | ১ | ৪ | — | — | ৫ |
| বোম্বাই | ২ | ৩ | ১ | — | ৬ |
| বাঙ্গালা | ২ | ৩ | ১ | — | ৬ |
| আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ | ২ | ৩ | — | — | ৫ |
| পঞ্জাব | — | ১ | — | ১ | ২ |
| বিহার উড়িষ্যা | ১ | ২ | — | — | ৩ |
| মধ্যপ্রদেশ | জেনারেল | | | | ১ |
| বর্মা | ঐ | ১ | ১ | | ২ |
| | | | | | ৩০ |

এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব ( মুসলমান ) এবং বিহার উড়িষ্যার অমুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে পালাক্রমে ২ জন ও আসামের মুসলমান ও অমুসলমান কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে পালাক্রমে ১ জন, এই তিন জন সহ রাষ্ট্রসভায় মোট নির্ব্বাচিত সভ্য—৩৩ জন।

ভারতীয় আইনসভায় ( Legislative Assembly ) তে নিম্নলিখিত প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন—

| প্রদেশ | মুসলমান | অমুসলমান | ইউরোপীয় | ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় | জমিদার | জেনারেল | শিখ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মান্দ্রাজ | ৩ | ১০ | ১ | ১ | ১ | | | ১৬ |
| বোম্বাই | ২ | ৭ | ২ | ১ | | | | ১২ |
| বাঙ্গালা | ৬ | ৬ | ৩ | ১ | | | | ১৬ |
| আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ | ৬ | ৮ | ১ | ১ | | | | ১৬ |
| ঞ্জাব | ৬ | ৩ | — | — | ১ | | ২ | ১২ |
| বিহার উড়িষ্যা | ৩ | ৮ | — | — | ১ | | — | ১২ |
| মধ্যপ্রদেশ | ১ | ৩ | — | — | ১ | — | — | ৫ |
| আসাম | ১ | ২ | ১ | — | — | — | — | ৪ |
| বর্মা | | | ১ | | | ৩ | — | ৫ |
| দিল্লী | — | — | — | — | — | ১ | — | ১ |

৯৮

এতদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশস্থ সিন্ধী মুসলমান ও বোম্বাই উত্তর বিভাগের মুসলমানগণ পালাক্রমে ১ জন, বোম্বাই মধ্যবিভাগের ও দক্ষিণ বিভাগের মুসলমানগণ পালাক্রমে ১ জন, বোম্বাই প্রদেশের সিন্ধী জাইগীরদার ও জমীদারগণ এবং গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দার ও জমীদারগণ পালাক্রমে

১ জন, বোম্বাই মিলওয়ালাগণ ও আহম্মেদাবাদের মিলওয়ালাগণ পালাক্রমে ১ জন, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্শ, মাড়োয়ারি এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল মহাজনসভা পালাক্রমে ১ জন, এই পাঁচজন, সর্ব্বমোট ১০৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। ইহা ভিন্ন ২৬ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও ১৫ জন বেসরকারী ব্যক্তি মোট ৪১ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন।

ভারতীয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে (Local Legislative Councilএ) কোন্‌টীতে কতগুলি নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য থাকিবেন ঃ—

| প্রদেশ | নির্ব্বাচিত সভ্যসংখ্যা | গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্যসংখ্যা | | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | অফিসিয়াল | নন-অফিসিয়াল | |
| ম্যান্দ্রাজ আইনসভায় | ৯৮ | ১৯ | ১০ | ১২৭ |
| বোম্বাই | ৮৬ | ১৬ | ৯ | ১১১ |
| বাঙ্গালা | ১১৩ | ১৮ | ৮ | ১৩৯ |
| আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ | ১০০ | ১৬ | ৭ | ১২৩ |
| পঞ্জাব | ৭১ | ১৪ | ৮ | ৯৩ |
| বিহার উড়িষ্যা | ৭৬ | ১৮ | ৯ | ১০৩ |
| মধ্যপ্রদেশ | ৩৭ | ৮ | ২৫ | ৭০ |
| আসাম | ৩৯ | ৭ | ৭ | ৫৩ |

আসাম প্রদেশের কোন্ কনষ্টিটুয়েন্সী হইতে কতগুলি সভ্য আসাম আইনসভায় নির্ব্বাচিত হইবেন ঃ—

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অমুসলমান | কাছাড় | জেলার | শিলচার | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | হাইলাকান্দী | ” | ” | ১ |
| ” | শ্রীহট্ট | জেলার | সদর | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | সুনামগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | উত্তর হবিগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | দক্ষিণ হবিগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | দক্ষিণ শ্রীহট্ট | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | করিমগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ধুবড়ী | জেলার | ধুবড়ী | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | গোয়ালপাড়া | ” | ” | ১ |
| ” | কামরূপ | ” | গৌহাটী | মহকুমা | ” | ১ |
| ” | ” | ” | বড়পেটা | ” | ” | ১ |
| ” | দরং | ” | তেজপুর | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | মঙ্গলদৈ | ” | ” | ১ |
| ” | নওগাঁ জেলা হইতে | | | | | ১ |
| ” | শিবসাগর | জেলার | শিবসাগর | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | জোড়হাট | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | গোলাঘাট | ” | ” | ১ |
| ” | লখিমপুর | ” | ডিব্রুগড় | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | উত্তর লখিমপুর | ” | ” | ১ |
| মুসলমান | কাছাড় জেলা হইতে | | | | | ১ |
| ” | সিলেট | জেলার | উত্তর সদর | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | দক্ষিণ সদর | মহকুমা | হইতে | ১ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মুসলমান | সিলেট | জেলার | সুনামগঞ্জ | মহকুমা | হইতে | ১ |
| ” | ” | ” | উত্তর হবিগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | দক্ষিণ হবিগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | দক্ষিণ শ্রীহট্ট | ” | ” | ১ |
| ” | ” | ” | করিমগঞ্জ | ” | ” | ১ |
| ” | ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়া ( শালমারা থানা সহ ) | | | | ... | ২ |
| ” | কামরূপ, দরং ও নওগাঁ জেলা হইতে | | | | ... | ১ |
| ” | শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা হইতে | | | | ... | ১ |
| চা-কর সম্প্রদায়—আসাম উপত্যকা হইতে | | | | | ... | ৩ |
| ” | ” | | সুর্ম্মা | ” | ” ... | ২ |
| ব্যবসা ও শিল্পসম্প্রদায় | | | সমস্ত আসাম হইতে | | ... | ১ |
| সাধারণ শিলং মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যান্টনমেণ্ট হইতে | | | | | ... | ১ |

মোট নির্ব্বাচিত সভ্য—৩৯ জন।

---

# পরিশিষ্ট

## সাম্রাজ্যিক বিষয় ( Central Subjects )

( যাহা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবে )

1. All questions connected with His Majesty's Naval, Military, and air forces in India, the Royal Indian Marine, Volunteers, cadets, and armed forces, other than Military and armed Police maintained by Provincial Governments.

1. A. Ordnance, Munition, Censorship, Compulsory purchaser, requisitioning, prize courts. Registration of Mechanical transports, &c. for Naval and Military purposes.

2. External relations, including Naturalisation and aliens.

3. Relations with Native States.

3. A. Political charges.

3. B. Regulation of ceremonies, including titles and orders, precedence, Darbars, and civil uniforms.

4 Territories in British India other than the 8 Governors' Provinces. Also Andaman and Nicobar Islands, and Excluded Areas.

5. Territorial changes, and declaration of Laws.

6 Communications :—

(a) Railways and tramways, except (i) tramways within a municipality, and (ii) Light and feeder railways and tramways.

(b) Such roads, bridges, ferries, tunnels, rope-ways, &c, as are of military importance.

(c) Aircraft, aircraft factories, aerodromes, and landing places.

(d) Inland waterways, as declared by the Governor-general in council

7. Shipping and Navigation, except local shipping traffic, e. g. Coasting vessels plying between ports in the Same Province &c.

8. Light ships, light houses, buoys, beacons &c.

9. Port quarantine, and Marine Hospitals.

10. Ports declared to be Major ports by G. G. in council.

11. Posts, telegraphs, and wireless installations.

12. Sources of Imperial Revenue, including customs, income tax, and non-judicial stamps.

13. Department of the Comptroller and Auditor-General ; Currency and coinage, Public Debt of India and Savings Bank.

14. Civil law, including laws regarding status, property, civil rights and liabilities, and civil Procedure.

15. Commerce, Banking, insurance, trading companies, and other Associations.

16. Regulation of food supplies, fodder, fuel, and trade generally between provinces in times of scarcity.

17. Control of production, supply and distribution of any article essential in the public interest. Also

control of cultivation and manufacture of opium, and sales of opium for export.

18. Control of petroleum and explosives.

19. Stores, stationery, and development of Industries, including industrial research. ( But Local Governments also may take up any industry or industrial research. )

20. Control of mineral development so far as it is reserved to the G. G. in Council.

21. Inventions, Designs and Copyright.

22. Emigration, Immigration, Interprovincial Migration, and Pilgrimages beyond British India.

23. Criminal law, Criminal Procedure and state prisoners.

24. Central Police organization and Railway Police, so for as jurisdiction and cost are concerned.

25. Control of possession and use of arms.

26. Central Agency for Medical. Scientific and Industrial, Research, including observatories &c.

27. Government of India Records, Imperial Library, and Government of India Buildings.

28. Ecclesiastical Administration.

29. Survey of India, Archaeology, Meteorology, Geological and Zoological Survey of India, census, and statistics.

30. All-India Services, and Government Servants' Conduct rules.

31. Legislation in regard to any Provincial Subject so far as the same is stated to be subject to legislation by G. G. in council.

32. All matters expressly excluded from, or not included in the list of Provincial subjects.

## PROVINCIAL SUBJECTS.

1. Local Self-Government :—i. e. constitution and Powers of Municipal Corporations, District Boards, Improvement Trusts, mining, Boards of health, and other local authorities in the Province for purposes of local

Self-Government, exclusive of matters arising under the Cantonments Act.

2. * Medical administration, Hospitals, dispensaries and Asylums. Public health, Sanitation, and vital statistics.

3. * Pilgrimages within British India.

4. * Education :—excluding (i) Benares University and such other new Universities as may be declared to be All-Indian. and (ii) Chiefs' Colleges.

Subject to Indian Legislation :—(a) Controlling the establishment and regulating the Constitutions and functions of New Universities. ; and

(b) defining the jurisdiction of any university outside its own province.

5. Public works :—

* (a) Provincial buildings.

* (b) Roads, bridges, ferries, &c. which are not of military importance.

* (c) Tramways within municipal areas.

(d) Light and Feeder Railways and tramways.

6. Control of water supplies in rivers, streams and lakes ; irrigation, canals, embankments, waterstorage, and water-powers.

7. Land Revenue administration, i. e., (a) Assessment and collection of land-revenue , (b) Maintenance of land records, Survey for Revenue purposes, Records of Rights ; (c) Laws regarding land-tenures, relations of landlords and tenants, collections of rent ; (d) Court of Wards, encumbered and attached Estates ; (e) Land improvement and agricultural loans (f) Colonisation and disposal of Crown lands, and alienation of land-revenue (g) Management of State Properties.

8. Famine relief.

9. * Agriculture, including research institutes, experimental and demonstration firms, agricultural education &c.

10. * Civil Veterinary Department.

11. * Fisheries.

12. * Co-Operative Societies.

13. * Forests (including preservation of Games)

14. Land acquisition.

15. * Excise, i. e., the control of production, manufacture, possession, transport, sale of alcoholic liquors and intoxicating drugs, levying of excise duties and license fees thereon; but excluding opium as regards export.

16. Administration of Justice, including the constitution, maintenance and organization of Courts of justice in the Province both Civil and Criminal, but excepting High court, Chief court, or Court of a Judicial commissioner. (Subject to Indian Legislation as regards courts of criminal Jurisdiction).

17. Provincial Law Reports.

18. Administrator-General and official Trustee, Judicial Stamps. (Subject to Indian legislation)

19. * Registration of deeds and documents.

20. * Registration of births, deaths and marriages.

21. * Religious and charitable endowments.

22. Development of mineral resources which are Government properties, but excluding the regulation of mines.

23. *Development of Industries and industrial research.

24. Industrial matters included within the following heads :—

(a) Factories, (b) Settlement of Labour disputes, (c) Electricity (d) Boilers (e) Gas (f) Smoke nuisance, and (g) welfare of Labour.

25. * Adulteration of food stuffs and other articles.

26. * Weights and measures.

27. Ports, excepting major Ports.

28 Inland waterways, so far as not declared to be under the Control of Govt. of India (Inland Steam vessels being subject to Indian Legislation).

29. *Police, excepting the jurisdiction and cost of Railway Police.

30. Miscellaneous matters :—

(a) Regulation of betting and gambling, (b) preven-

tion of Cruelty to animals, (c) protection of wild birds and animals, (d) Control of poisons, (e) control of Motor vehicles, (f) control of dramatic performances and cinamatographs.

31. Control of News papers.

32. Coroners.

33. Criminal tribes ; European vagrancy ; prisons ; prisoners and reformatories (subject to Indian Legislation ).

34. Pounds and cattle tresspass.

35. Treasure-trove, Museums. and Zoological gardens (except Indian Museum, Imperial War Museum and Victoria Memorial, Calcutta ).

36. Provincial records and libraries.

37. European cemeteries, and historical monuments and memorials.

38. Government press.

39. Franchise and election for Indian and provincial legislatures.

42. Regulation of medical and other professional qualifications and standaros (subject to Indian legislation), and provision for medical education.

43. Control of the public Services except all-India services within the province ( subject to Indian legislation ).

44. Sources of provincial taxation not included under previous heads &c.

45. Borrowing money on the sole credit of the province.

46. Any matter which the G. G. in council declares to be merely of a local or private nature within the province.

উপরোক্ত প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে * তারকাচিহ্নিত বিষয়গুলি "হস্তান্তরিত বিষয়" ( transferred Subjects ) হইল।

সমাপ্ত।